পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 326 Saturday, 31 October, 2026 ✱ ৩১ বর্ষ, ৩২৬ সংখ্যা ✱ ১৩ কার্তিক ১৪৩৩, শনিবার, ৩১ অক্টোবর ২০২৬ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

অভিষেক ‘ওয়ার্নিং’ দিতেই শুভেন্দু বললেন
‘সোডিয়াম-পটাসিয়াম কমে গিয়েছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ মমতা তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারির কড়া জবাব দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। দুর্গাপুজোর পাস দুর্নীতি কাণ্ডে প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন গ্রেফতার হওয়ার পর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছিলেন যে, পুলিশ প্রশাসন ও আধিকারিকরা শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করছেন এবং রাজ্যে সরকার বদল হলে কাউকে ছাড়া হবে না। শুক্রবার এই মন্তব্যের সরাসরি প্রতিক্রিয়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কটাক্ষের সুরে জানান, অতিরিক্ত আতঙ্কে ওই নেতার ‘সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যা’ দেখা দিয়েছে। নিজের আপ্তসহায়ক সুমিত রায়ের গ্রেফতারির বিষয় তুলে ধরে অভিষেক অভিযোগ করেছিলেন যে, মিথ্যে মামলার ফাঁদে ফেলে আড়াই মাসেরও বেশি সময় ধরে সুমিতকে হেফাজতে রাখা হয়েছে এবং এই কাজের বিনিময়ে দু-তিনজন পুলিশ অফিসারকে পুরস্কার দেওয়ার প্রলোভন দেখানো হচ্ছে। অভিষেকের এই বক্তব্য উড়িয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী পালটা তোপ দেগে বলেন, ‘‘আমার যা মনে হচ্ছে, ওঁর যে পিএ টাকা তুলত, সে জেরায় সব সত্য উগরে দিয়েছে।

ডায়মন্ড হারবার পুলিশ তাঁকে পুলিশ হেফাজতে (পিসি) নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করায় সব সত্য সামনে চলে এসেছে। আর সেই ভয় ও প্যানিক থেকেই ওঁর শরীরে সোডিয়াম-পটাশিয়ামের সমস্যা হয়ে গিয়েছে।’’ কথা প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আরও একধাপ এগিয়ে হালকা চালে খোঁচা দিয়ে বলেন, ‘‘উনি যদি এই পরিস্থিতিতে চিকিৎসার জন্য নিউ ইয়র্ক যেতে চান, আমাদের সরকার দ্রুত এনওসি করে দেবে, তাতে কোনও অসুবিধা নেই।’’ মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর এই মন্তব্যের পর রাজ্য রাজনৈতিক মহলে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। আসলে অভিষেকের মূল অভিযোগ, বর্তমান রাজনৈতিক নেতাদের খুশি করার জন্য পুলিশের কয়েকজন আধিকারিক তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের উপর নির্যাতন চালাচ্ছে। বিষয়টি নিয়েই শুভেন্দু অধিকারীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘যে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বিধানচন্দ্র রায়, অজয় মুখোপাধ্যায়, জ্যোতি বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো মানুষেরা বসেছেন, আজ ২০২৬-এ সেই চেয়ারে এমন একজনকে নির্বাচিত করা হয়েছে, যাঁকে টিভির সামনে ঘুষ নিতে দেখা গেছে। বাংলা একজন ঘুষখোরকে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পেয়েছে । এটা বাংলার দুর্ভাগ্য, লজ্জা।’’ রাজ্যের বর্তমান সরকারকে ‘অন্তর্বর্তী’ বলে খোঁচা দিয়ে অভিষেকের এও সংযোজন, ‘‘শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করব, প্রতিটি অফিসারকে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি, সরকার যখন পালটাবে, তখন কিন্তু কেউ বাঁচাবে না । আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় । যদি ভাবেন, কেউ পায়ে এসে পড়বেন আর বেঁচে যাবেন, কেউ বাঁচাবে না।’’ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হুঁশিয়ারি নিয়ে শুক্রবার দুপুরেই ‘জনতার দরবার’ থেকে মুখ খুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তার কয়েক

● এরপর ৬ পাতায়...

গুজরাট সফরে গিয়ে রাহুলকে কটাক্ষ মোদির

সংবাদ সংস্থা, গান্ধিনগর, ৩০ অক্টোবরঃ গুজরাট সফরে গিয়ে এক জনসভায় লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে নিশানায় নিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ইরান যুদ্ধে বেহাল অবস্থার মাঝেও ভারত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেকথা স্মরণ করিয়ে মোদি বলেন, কিছু মানুষ গুজব ছড়িয়ে দেশের মানুষকে ভয় দেখাচ্ছিল। এপ্রসঙ্গেই রাহুল গান্ধির এক পুরনো বয়ানের অংশ তুলে ধরে মোদির কটাক্ষ, ‘‘এই লোকেরা আসলে আলু থেকে সোনা বানাতেই ব্যস্ত।’’ এদিন গুজরাটের বনসকাঁটায় ১৪ হাজার কোটির উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। এরপর জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘‘ইরান যুদ্ধের সময় দেশে গুজব ছড়ানো হয়েছিল। সার মিলবে না দাবি করে কৃষকদের মনে ভয় ঢোকানো হয়। মা-বোনেদের মনে ভয় ঢোকানো হয় তাঁরা গ্যাস পাবেন না। এই গোটা ষড়যন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশে বিশৃঙ্খলা তৈরি করে মোদিকে বদনাম করা।’’ এরপরই দেশের কৃষক ও মা-বোনেদের আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ‘‘আমি বলেছিলাম মোদি আপনাদের পাশে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াবে। সেই যুদ্ধ আজও চলছে, কিন্তু মোদি সরকার কোথাও কোনও ঘাটতি হতে দেয়নি।’’ এর সঙ্গেই রাহুল গান্ধিকে কটাক্ষ করে মোদি বলেন, ‘‘বনসকাঁটায় আলু আজ পৃথিবী বিখ্যাত। কিন্তু তারপরও এখানকার কেউ বলবে না, আমি আলু থেকে সোনা বানাব। বরং ওরা বলবে, আমরা অনেক আগে থেকেই আলু থেকে সোনা বানাই।’’ প্রসঙ্গত, আলু সোনা হয়ে যাওয়ার

এই মন্তব্য প্রায় ৯ বছর আগে শোনা গিয়েছিল রাহুল গান্ধির মুখে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, ‘‘আমি এমন একটি মেশিন বসাব যা দিয়ে একদিক থেকে আলু ঢুকবে এবং অন্যদিক থেকে সোনা বেরিয়ে আসবে। এত টাকা তৈরি হবে যে আপনারা বুঝতেই পারবেন না তা দিয়ে কী করবেন।’’ গুজরাটের পাটনে এক জনসভায় রাহুল এই মন্তব্য করলেও তার অর্ধেক অংশ ভাইরাল হয়েছিল সোশাল মিডিয়ায়। সম্পূর্ণ মন্তব্যে বলা হয়েছিল, ‘‘এই কথাগুলো আমার নয়, নরেন্দ্র মোদির।’’ এবার সেই ইস্যু টেনেই রাহুলকে কটাক্ষ করলেন মোদি। এদিনের সভায় সারের ঘাটতির প্রসঙ্গ তুলে বিরোধীদের নিশানায় নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘‘এটা সত্য যে যুদ্ধের কারণে বিশ্বে সারের ব্যাপক ঘাটতি দেখা দিয়েছিল। এর দামও অনেকটা বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু সরকার এই বোঝা কৃষকদের উপর পড়তে দেয়নি। বিশ্বে যে একবস্তা সার ৩০০০ টাকায় পাওয়া যায়, তা ভারতে এখনও ৩০০ টাকারও কমে পাওয়া যায়। বিশ্বে ডিএপি সারের দাম বেড়ে ৫০০০ টাকা হয়েছে। কিন্তু সেই একই বস্তা ভারতে ১৩৫০ টাকায় পাওয়া যায়। অনিশ্চয়তায় ভরা এই বিশ্বে ভারতের দ্রুত অগ্রগতি সমগ্র বিশ্বের জন্য নতুন আশার সঞ্চার করেছে।’’

এবার উচ্চ মাধ্যমিকে সেমেস্টার প্রথা উঠে যাচ্ছে?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় এবার বাতিল হচ্ছে সেমেস্টার প্রথা? ফিরতে চলেছে পুরনো নিয়ম? উচ্চ মাধ্যমিকে এবার বড় পরিবর্তন আনার পথে রাজ্য সরকার। বিগত সরকারের আমল থেকে গত দুই বছর ধরে উচ্চ মাধ্যমিকে সেমেস্টার পদ্ধতি চালু রয়েছে। এবার তা বাতিল করা হতে পারে। সূত্রের খবর, পরীক্ষা ব্যবস্থায় পুরনো নিয়মই ফিরিয়ে আনতে চাইছে বর্তমান শিক্ষা দফতর। আপাতত আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। তবে, সব ঠিক থাকলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই উচ্চ মাধ্যমিকে চালু হতে পারে পুরনো নিয়ম। উল্লেখ্য, বিগত সরকারের আমলে উচ্চমাধ্যমিকের পরীক্ষা পদ্ধতিতে বড়সড় পরিবর্তন আনা হয়েছিল। চালু হয়েছিল সেমেস্টার ব্যবস্থা। সেই নিয়মে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মিলিয়ে মোট চারটি পরীক্ষায় বসতে হত পড়ুয়াদের। তবে, রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুরনো একাধিক নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিকেও পরিবর্তন আনার চিন্তা-ভাবনা করা হচ্ছে। নতুন শিক্ষামন্ত্রী এবং উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এই পদ্ধতি নিয়ে নতুন করে পর্যালোচনা শুরু হয়েছে। বিকাশ ভবনে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। সূত্রের খবর, সেমেস্টার পদ্ধতি বাতিল করে পুরনো নিয়মে ফেরার বিষয়ে প্রায় সিদ্ধান্তে পৌঁছে গিয়েছে শিক্ষা দফতর। সেক্ষেত্রে পুরনো নিয়ম ফিরিয়ে আনলে দ্বাদশ

● এরপর ৬ পাতায়...

সরকারি চাকরি প্রদান! রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবারের জন্য বড় সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ রাজ্যে রাজনৈতিক হিংসায় নিহতদের পরিবারের জন্য বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। বিগত ২৫ বছরে ঘটে যাওয়া রাজনৈতিক হিংসায় প্রাণ হারানো ব্যক্তিদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে বিশেষ চাকরির ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। কেবল তৃণমূল জমানার ক্ষতিগ্রস্তরাই নন, বরং বাম আমলেও রাজনৈতিক হিংসার শিকার হওয়া পরিবারগুলিকেও এই সহায়তার আওতায় আনা হচ্ছে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির মধ্য থেকে এক জন সদস্যকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। এর জন্য খুব শীঘ্রই প্রশাসনিক স্তর থেকে বিজ্ঞপ্তি বা বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলিকে জেলা প্রশাসনের মাধ্যমে চাকরির আবেদন জমা দিতে হবে। সেখানে তাঁকে সমস্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে। সেই নথি জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে জমা করা হবে নবান্নে। বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, ‘‘রাজ্যের মানুষ জানেন, গত ২৫ বছরে কীভাবে ভোটের নামে বাংলায় অত্যাচার হয়েছে। ভোট পরবর্তী হিংসায় খুন হয়ে যাওয়া যেন নিউ নর্মাল

হয়ে গিয়েছে। রক্তপাতহীন এবারও হয়েছে। অতীতে যাঁদের রক্ত হয়েছে, তাঁদের কাছে সরকারের এই ঘোষণা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।’’ সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য অবশ্য প্রশ্ন তুলেছেন, ‘‘হঠাৎ বাম জমানার ১০ বছর কেন হল? এর যুক্তি কোথায়? সরকারি চাকরি দেওয়ার ক্ষেত্রে কমপেনসেট চাকরি তো হয়। কিন্তু আসলে ওরা চাইছে ঘুরপথে বিজেপি কর্মীদের চাকরি দিতে। কারণ ১৫ বছরে যাঁরা মারা গিয়েছেন, তাঁরা তো সব বিজেপি কর্মী হয়ে গিয়েছে। সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মূলত বিচার বিবেচনা হওয়া উচিত, প্রশাসনের সুবিধা। এটার মধ্যে কোনওরকম সাংবিধানিক নৈতিকতার চিহ্ন আমি দেখতে পাচ্ছি না।’’ কিন্তু এভাবে কি স্থায়ী চাকরি দেওয়া যায়? সে প্রশ্ন তুলেছেন জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল। তিনি বলেন, ‘‘এর আগেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক হিংসার কারণে নিহতের পরিবারের একজনকে চাকরি দিয়েছেন। আমার কেন্দ্রের একজন, যিনি খুন হয়েছিলেন হরিয়ানায়, গো মাংস ভক্ষণের সন্দেহে খুন হয়েছিলেন বলে অভিযোগ, তাঁর স্ত্রীকেও চাকরি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সরকার আসার পর

● এরপর ৬ পাতায়...

বদ্রীনাথ থেকে ফেরার পথে যোশীমঠে ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার!
পাইলট-সহ ৬ জন ছিলেন, চলছে উদ্ধারকাজ

সংবাদ সংস্থা, বদ্রীনাথ, ৩০ অক্টোবরঃ বদ্রীনাথ থেকে ফাটা অভিমুখে যাত্রার সময় দুর্ঘটনার কবলে ‘ট্রান্স ভারত এভিয়েশন’-এর একটি চার্টার্ড হেলিকপ্টার। চামোলি জেলার যোশীমঠ এলাকার কাছে হাতি পাহাড়ের পেছনের দিকে ছাই গ্রামের কাছাকাছি এলাকায় চপারটি ভেঙে পড়ে। চলছে উদ্ধারকাজ। বদ্রীনাথ থেকে উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন যাওয়ার সময় মাঝপথে নিখোঁজ হয়ে যায় হেলিকপ্টারটি। পাইলট-সহ মোট ৬ জন যাত্রী ও ক্রু সদস্য ছিলেন কপ্টারটিতে। ‘ট্রান্স ভারত এভিয়েশন’-এর পক্ষ থেকে ৫জন যাত্রীর নাম-সহ একটি নথি প্রকাশ্যে আনা হয়েছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত হেলিকপ্টারটির কল সাইন ছিল ভিটি-এইচসিএক্স। রেকর্ড বলছে, দুপুর ১টা ১৪ মিনিট নাগাদ বদ্রীনাথ থেকে দেরাদুনের সহস্রধারার উদ্দেশে উড়ান শুরু করেছিল চপারটি। তবে যোশীমঠ উপত্যকার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকাই সেটি এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোল এবং গ্রাউন্ড ট্র্যাকিং সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে ফেলে। সিগন্যাল বন্ধ হয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই পাহাড়ি এলাকায় বিমানটি আছড়ে পড়ার খবর নিশ্চিত করে স্থানীয় প্রশাসন। ‘ট্রান্স ভারত এভিয়েশন প্রাইভেট লিমিটেড’-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী চপারটিতে ছিলেন পাইলট ক্যাপ্টেন

হিমাংশু। যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন প্রতাপ, অরুণ, শঙ্কর গৌড়া, সুধীর কে, এইচএস নটরাজ। ঘটনার পরই সংস্থাটির সম্পূর্ণ হেলিকপ্টার বহর বা ফ্লীটের সমস্ত উড়ান সাময়িকভাবে স্থগিত করা হয়েছে। দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই ভারতীয় সেনা, চামোলি জেলা প্রশাসন এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী-এর বিশেষ টিম ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয়। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি ‘এক্স’-এ এক পোস্টে যোশীমঠের ছাই গ্রামের কাছে এই হেলিকপ্টার দুর্ঘটনার বিষয়টি নিশ্চিত করে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তিনি জানান, প্রশাসন, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং এসডিআরএফ যৌথভাবে দ্রুত উদ্ধার কাজ চালাচ্ছে। তিনি সম্পূর্ণ পরিস্থিতির ওপর ব্যক্তিগতভাবে নজর রাখছেন এবং গুরুতর আহতদের অবিলম্বে উন্নত চিকিৎসার জন্য এয়ারলিফ্‌ট করে ব। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। পাহাড়ে হেলিকপ্টার চলাচলের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তুলে চলতি বছরের অক্টোবর মাসেই চারধাম যাত্রার সঙ্গে যুক্ত চপারগুলির যান্ত্রিক বা আবহাওয়াঘটিত সমস্যা বারবার সামনে এসেছে। এর আগে অক্টোবর মাসেই উত্তরাখণ্ডে দুটি জরুরি অবতরণের ঘটনা ঘটেছিল - একটি হেলিকপ্টার খারাপ আবহাওয়ার কারণে রুদ্রপ্রয়াগে জরুরি অবতরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, অপর একটি চপারে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেওয়ায় সেটি তেহরিতে ল্যান্ড করতে বাধ্য হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে, উত্তরাখণ্ডের দুর্গম পাহাড়ি পরিবেশ, বিশেষ করে ভারী বৃষ্টিপাত এবং দৃশ্যমানতা মারাত্মকভাবে কমে যাওয়ার সময় হেলিকপ্টার পরিচালনা করা এক বড় চ্যালেঞ্জ এবং বারবার এই ধরনের ঘটনা পার্বত্য অঞ্চলের বিমান সুরক্ষাকে কাঠগড়ায় দাড়া করাচ্ছে।

লক্ষ লক্ষ ভুয়ো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের হদিস!
‘পুরো ইনিংস খেললে যে কী কী বেরোবে’, অনিয়মের জল মাপছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ আবাস যোজনা, জব কার্ড, কোনও কিছুই বাকি থাকেনি। এবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পেও দুর্নীতির পর্দাফাঁস হল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের চালু করা প্রকল্পে লক্ষ লক্ষ উপভোক্তার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজ্য সরকারের অভ্যন্তরীণ তথ্য এবং বাড়ি বাড়ি গিয়ে সরকারি কর্মীদের চিরুনি তল্লাশিতে প্রায় ২৫ থেকে ৩০ লক্ষের বেশি ভুয়ো স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের হদিশ মিলেছে। কেন্দ্রের আয়ুষ্মান ভারত এবং নতুন মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্যবিমা যোজনা চালুর প্রস্তুতি ও কার্ড তৈরির প্রক্রিয়া চলাকালীনই এই বেনিয়ম ও অসঙ্গতি প্রকাশ্যে এসেছে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়। নবান্ন সূত্রে খবর, এই বিশাল সংখ্যক ভুয়ো ও অস্তিত্বহীন স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বিপরীতে প্রতি বছর সরকারি কোষাগার থেকে প্রায় ৩০ কোটি টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে মেটাতে হচ্ছিল রাজ্য সরকারকে। বিষয়টির তীব্র নিন্দা করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রূপক অর্থে বলেন, ‘‘মাত্র ওপেনিং ব্যাটসম্যান নেমেছে, তাতেই ২৫-৩০ কোটি টাকার দুর্নীতি দেখতে পাচ্ছি। পুরো ইনিংস খেলা এখনও বাকি। এ তো টি-২০ ম্যাচ নয়, তাই সময় লাগবে। আস্তে আস্তে দেখবেন আরও কত তথ্য বেরিয়ে আসে।’’ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, এই দুর্নীতির জাল অত্যন্ত চওড়া। কার্ড থেকে শুরু করে উপভোক্তা, চিকিৎসার দাবি, ডাক্তার, চিকিৎসকের ভুয়ো সই, হাসপাতাল, এমনকি থার্ড পার্টি অ্যাসিওরেন্স এবং বিমার বিভিন্ন স্তরে ভুয়ো তথ্যের ছড়াছড়ি রয়েছে। এ হল ‘দুর্নীতির হিমশৈলের চূড়ামাত্র’। শারদ্বত জানান, এই পুরো আর্থিক দুর্নীতির ফরেনসিক অডিট করানো হচ্ছে। ‘লক্ষ্মীর ভাণ্ডার’ নিয়ে অতীতে নানা অসঙ্গতি মিললেও স্বাস্থ্যসাথীতে দুর্নীতির বহর আরও ব্যাপক বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন তিনি। উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর তকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন এবং ২০১৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি থেকে এটি কার্যকরভাবে রাজ্যে চালু হয়। এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যের প্রতিটি পরিবার বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস বা নগদহীন চিকিৎসার সুবিধা পেয়ে থাকে। রাজ্য সরকার নিজেই এই প্রকল্পের সম্পূর্ণ প্রিমিয়াম বহন করায় উপভোক্তাদের পকেট থেকে কোনও টাকা খরচ করতে হয় না। কিন্তু সেই প্রিমিয়ামের বিপুল পরিমাণ সরকারি টাকা এভাবেই ভুয়ো কার্ডের মাধ্যমে তছরুপ হচ্ছিল বলে অভিযোগ উঠেছে।

‘খুব দ্রুত শেষ হবে যুদ্ধ’
ইরানের সঙ্গে সংঘাত নিয়ে নভেম্বরের ভোটের মুখে বড় ঘোষণা ট্রাম্পের

সংবাদ সংস্থা, ওয়াশিংটন, ৩০ অক্টোবরঃ ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ হবে। আসন্ন নভেম্বরের মধ্যবর্তী কংগ্রেস নির্বাচনের আগে জানিয়ে দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে এই সংঘাত ঠিক কীভাবে এবং কোন উপায়ে শেষ হবে, সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলেননি। কানসাস সিটির কেসিএমও রেডিও স্টেশনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘বিষয়টি খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হতে চলেছে। আমাদের সুনিশ্চিত করতে হবে যে, সেখানে যেন কখনও কোনও পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি না হয়।’’ গত শনিবার ফ্লোরিডায় আগাম ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কি ফের ইরানের ওপর হামলা চালাতে চলেছে? ট্রাম্প প্রথমে হালকা চালে জবাব দিয়ে বলেন, ‘‘আপনি কি সত্যিই ভেবেছেন আমি আপনাকে সেটা বলব?’’ সাংবাদিক ফের জানতে চাইলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘‘সম্ভবত রবিবারই হামলা হতে পারে...। আবার একটি সুন্দর ও বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইরান সমঝোতা করতে চাইছে, কিন্তু সমস্যা হল তারা কি চুক্তি মেনে চলবে?’’ একই সঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘তেহরান যাতে কোনওভাবেই পরমাণু অস্ত্র তৈরি না করতে পারে, তা নিশ্চিত করতেই এই পদক্ষেপ।’’ এর আগে শুক্রবার একটি প্রচার অভিযানেও ট্রাম্প হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, প্রয়োজনে ‘স্মল এপিক ফিউরি’ নামে ইরানের বিরুদ্ধে ফের সামরিক অভিযান চালানো হতে পারে। অথচ ইতিপূর্বে তিনি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে, ৩ নভেম্বরের মধ্যবর্তী নির্বাচনের আগে ইরানে কোনও নতুন করে হামলা চালানো হবে না। তবে সম্প্রতি তুরস্কের মার্কিন রাষ্ট্রদূত টম বারাক এক পডকাস্টে দাবি করেছিলেন যে চলতি সপ্তাহান্তেই মার্কিন ফৌজ আক্রমণ চালাতে পারে। সেই সংক্রান্ত প্রশ্ন তোলা হলে ট্রাম্প অবশ্য স্পষ্ট কোনও জবাব দেননি তখন। উল্লেখ্য, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েল

● এরপর ৬ পাতায়...

‘ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহিলাদের ভোগ!’ ইন্দ্রনীলকে নিয়ে এবার বিস্ফোরক পোস্ট কাকলির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ দুর্গাপুজোর পাস বিক্রি নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন। তবে শুধু এই অভিযোগ নেই তাঁর বিরুদ্ধে। আরও একাধিক ইস্যুতেই তাঁর নাম জড়াচ্ছে। এই আবহেই সোশ্যাল মিডিয়ায় বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন এনসিপিআই সাংসদ তথা কাকলি ঘোষ দস্তিদার। যদিও তিনি কারও নাম নেননি। কিন্তু তাঁর ইঙ্গিত যে ইন্দ্রনীলের দিকেই, তা স্পষ্ট। পদ ও ক্ষমতার চরম অপব্যবহার করে নারী নির্যাতনও করেছেন প্রাক্তন মন্ত্রী, এমনই অভিযোগ কাকলির। বারাসতের এই সাংসদের মন্তব্য রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে তীব্র চাঞ্চল্য ও তোলপাড় তৈরি করেছে। নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদার লিখেছেন, ‘নারী নির্যাতন ও খুনের মতোই নিন্দনীয় ক্ষমতার অপব্যবহার করে মহিলাদের ভোগ করা। ধৃত মন্ত্রী একা নয়, সাঙ্গপাঙ্গদের জন্য কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানাই।’ প্রাক্তন এই তৃণমূল নেত্রীর এমন মারাত্মক বার্তার পর রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে। কাকলি ঘোষ দস্তিদারের এই বিস্ফোরক ইঙ্গিতের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, তবে কি মন্ত্রী থাকাকালীন নিজের পদ ও প্রভাব খাটিয়ে মহিলাদের ওপর নিগ্রহ ও শ্লীলতাহানির মতো ঘটনাও ঘটিয়েছিলেন ইন্দ্রনীল সেন? প্রাক্তন মন্ত্রীর পাশাপাশি তাঁর

অনুগামীদের কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়ে সাংসদের দেওয়া এই পোস্টের পর ধারণা করা হচ্ছে, আগামী দিনে দুর্নীতির পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহার করে নারী নির্যাতনের আরও গুরুতর অভিযোগও হয়তো প্রকাশ্যে আসতে চলেছে। প্রসঙ্গত, বুধবার চার ঘণ্টা ইডি জেরার পর ইন্দ্রনীল সেনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বৃহস্পতিবার কোর্টে তোলা হলে ১০ নভেম্বর পর্যন্ত তাঁর পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে ব্যাঙ্কশাল আদালত। শুনানির সময় ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রীকে নিজেদের হেফাজতে নিতে ১২ দিনের আবেদন জানিয়েছিল পুলিশ। তদন্তের স্বার্থে বিচারক ১০ নভেম্বর পর্যন্ত হেফাজতের আবেদন মঞ্জুর করেন। আদালতে দুই পক্ষের সওয়াল-জবাবে উঠে আসে ইডির তদন্ত, কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন এবং একাধিক সন্দেহজনক সংস্থার সক্রিয়তার প্রসঙ্গ। তদন্তকারী আধিকারিক জানান, ২০২১-২২ সালে ‘মাস আর্ট’ নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন হওয়া অর্থই বর্তমানে তাঁদের আতসকাচের তলায় রয়েছে। অভিযোগ, ওই সংস্থা থেকে আসা একটি মোটা অঙ্কের টাকা জমা পড়েছিল ইন্দ্রনীল সেনের স্ত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে। এই আর্থিক হাতবদলের পেছনে ধৃত প্রাক্তন মন্ত্রীর সরাসরি ভূমিকা কিংবা কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে চেয়ে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়। অন্যদিকে, শুনানি চলাকালীন সরকারি আইনজীবী আদালতে স্পষ্ট দাবি করেন, যে ২৪টি পুজো বাছাইকে কেন্দ্র করে এই বিতর্ক, তার সঙ্গে ইউনেস্কোর সরাসরি

● এরপর ৬ পাতায়...

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের জন্য বড় ঘোষণা!
কর্মরত অবস্থায় আকস্মিক মৃত্যুতে পরিবার পাবে ৫ লক্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকাদের প্রসঙ্গে এবার বড় সিদ্ধান্ত নিল রাজ্য সরকার। কর্মরত অবস্থায় তাঁদের আকস্মিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে কারজকর হবে এই সিদ্ধান্ত। জানা গিয়েছে, আইসিডিএস প্রকল্পের অধীনে কর্মরত কোনও কর্মী বা সহায়িকার ৬৫ বছর বয়স পূর্ণ হওয়ার আগে আচমকা মৃত্যু হলে, তাঁর পরিবারকে এককালীন পাঁচ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে সরকারি নির্দেশিকায়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নারী ও শিশু উন্নয়ন এবং সমাজকল্যাণ দফতরের পক্ষ থেকে গত ২৮ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে এই প্রসঙ্গে একটি সরকারি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। অর্থ দফতরের সম্মতি নিয়ে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে বলে জানা গেছে। সরকারি এবং এনজিও পরিচালিত, দুই ধরনের

● এরপর ৬ পাতায়...

ভুটানে ভাঙলো হিমবাহসৃষ্ট হ্রদ, বন্যার সতর্কতা অসমে

গুয়াহাটি, ৩০ অক্টোবর ঃ ভুটানে একটি হিমবাহসৃষ্ট হ্রদ হঠাৎ ফেটে যাওয়ায় বিপুল পরিমাণে জল দ্রুত বেগে প্রবাহিত হচ্ছে। এর জেরে অসমে সংকোশ নদীর তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে বন্যার আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করা হয়েছে।অসমের শ্রীরামপুর, কোকড়াঝাড়, ধুবড়ি এবং চিরাং জেলার নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে আকস্মিক বন্যার আশঙ্কায় নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে সতর্কতা জারি করা হয়েছে।জানা গেছে, ভুটানের গাসা জেলায় অবস্থিত শিন্তাফু হ্রদে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনাটি ঘটে। হিমবাহ ফেটে যাওয়ার ফলে হ্রদটি থেকে প্রচুর পরিমাণে জল বেরিয়ে আসতে থাকে। এর জেরে নিচু এলাকায়, বিশেষ করে সংকোশ নদীর তীরবর্তী এলাকাগুলিতে আকস্মিক বন্যার ঝুঁকি তৈরি হয়েছে। নদীর তীরবর্তী বাসিন্দাদের সতর্ক থাকতে এবং প্রয়োজনে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।প্রশাসন নদীর জলস্তর এবং জলের প্রবাহের দিকে ক্রমাগত নজর রাখছে। তবে, নিচু এলাকাগুলিতে এই ঘটনার প্রকৃত প্রভাব কতটা পড়েছে, তা এখনও সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়নি। যদিও, ভুটানে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

বিজেপির দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠানে ৫০ দেশের ৯০-র বেশি কূটনীতিকের যোগদানের সম্ভাবনা

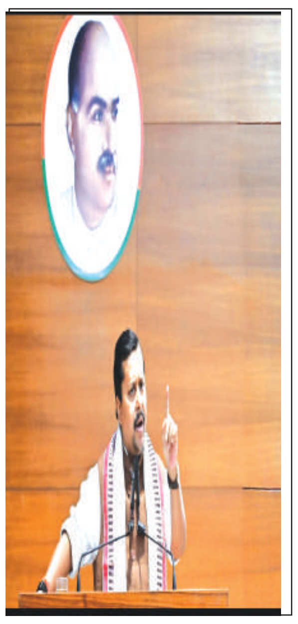

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলের প্রতিনিধিদের নিয়ে বিশেষ দীপাবলি মিলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। নয়াদিল্লিতে দলের সদর দফতরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রায় ৫০টি দেশের ৯০-র বেশি কূটনৈতিক প্রতিনিধি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেন। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন দেশের মিশন প্রধান, উপ-মিশন প্রধান এবং প্রবীণ কূটনীতিকেরা থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে। কে মন্ত্রী এবং বিজেপির শীর্ষ নেতাদেরও অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।বিজেপির বক্তব্য, ভারতের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রাচীন পরম্পরা এবং দীপাবলির উৎসবের আবহের সঙ্গে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলকে পরিচিত করানোই এই বিশেষ আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, বন্ধুত্ব এবং জনস্তরের সম্পর্ক আরও মজবুত করার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া হবে।অনুষ্ঠানে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের সঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তির মেলবন্ধনও তুলে ধরা হবে। বেহালাবাদক নন্দিনী শঙ্কর এবং আইপ্যাডের মাধ্যমে সংগীত পরিবেশনকারী মহেশ রাঘবনের বিশেষ পরিবেশনা ‘ ও উদ্ভাবন’ অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে।বিজেপির সদর দফতরে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান ভারতের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও উৎসবের ঐতিহ্য আন্তর্জাতিক মহলের সামনে তুলে ধরার একটি মঞ্চ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রেও এই আয়োজন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

বালেন্দ্র শাহ ও রবি লমিছানের চার ঘণ্টার বৈঠক, পুলিশ প্রধানকে অপসারণ নিয়ে জল্পনা

কাঠমান্ডু, ৩০ অক্টোবর ঃ নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন্দ্র শাহ এবং রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির (আরএসপি) সভাপতি রবি লমিছানে বুধবার বুধানীলকণ্ঠে লমিছানের বাসভবনে সাক্ষা করেছেন। বৈঠকটি প্রায় চার ঘণ্টা ধরে চলে। সূত্র অনুসারে, দুজনের মধ্যে বেশ কয়েকটি সংবেদনশীল রাজনৈতিক ও সরকারি বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রী শাহ তার প্রধান উপদেষ্টা কুমার বেনকে সঙ্গে নিয়ে লমিছানের সঙ্গে দেখা করেন। লমিছানে রবিবার গভীর রাতে এয়ার ইন্ডিয়ার একটি ফ্লাইটে দিল্লি থেকে কাঠমান্ডুতে ফিরেছেন। একটি ঊর্ধ্বতন নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে যে বৈঠকটি সকাল ১০ঃ১৫ নাগাদ শুরু হয়ে দুপুর ২ঃ১৫ পর্যন্ত চলে। আরএসপি-র সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরা অনানুষ্ঠানিকভাবে বৈঠকটির বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। ফলস্বরূপ, বুধবারের জন্য নির্ধারিত মন্ত্রী পরিষদের বৈঠকটি স্থগিত করে বৃহস্পতিবারের জন্য পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।রবি লমিছানের সচিবালয় জানিয়েছে, কিছু অত্যন্ত সংবেদনশীল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ঐকমত্য গড়ে তোলা অপরিহার্য। এ কারণেই বৈঠকটি দীর্ঘায়িত হয়েছে। তাদের মতে, বৈঠকে জরুরি সিদ্ধান্ত, অধ্যাদেশ এবং কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নিযোগে নিয়েও আলোচনা হয়েছে। দুই নেতা এখনও বেশ কযেকটি নিয়োগের বিষয়ে একমত হতে পারেননি। নেপাল পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল (আইজিপি) দান বাহাদুর কার্কি সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও আলোচনা হযেছে বলে জানা গেছে, যদিও বিস্তারিত তথ্য অস্পষ্ট।প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ এক উপদেষ্টা ইঙ্গিত দিযেছেন যে, বর্তমান পুলিশ প্রধানকে প্রতিস্থাপন করার বিষয়ে দুই শীর্ষ নেতার মধ্যে আলোচনা হয়েছে, কিন্তু এখনও কোনো চুক্তি নিশ্চিত হয়নি। উপদেষ্টা বলেন, আইজিপি অনেক বিষয়ে তার দাযিত্ব পালনে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই তাকে প্রতিস্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে।এদিকে, পুলিশের পোশাক ক্রয়ে কথিত অনিয়মসহ কার্কি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আজ সিংহ দরবারে একটি সংসদীয় উপকমিটির বৈঠক নির্ধারিত হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, আরএসপি পুলিশ প্রধানকে তার পদ থেকে সরানোর জন্য চাপ সৃষ্টি করতে তার সম্পর্কিত কোনো বিষযকে ব্যবহার করতে পারেন। তবে, কার্কিকে অপসারণ করা হলে তাঁর স্থলাভিষিক্ত কে হবেন, সে বিষয়ে লমিছানে ও শাহ এখনও একমত হতে পারেননি।জানা গেছে, বৈঠকে লমিছানের সাম্প্রতিক ভারত সফরের বিষয়টিও উত্থাপন করা হয়েছে। সচিবালয় সূত্রে জানা গেছে, আরএসপি সভাপতি তাঁর ব্যক্তিগত সফরের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেছেন। প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী শাহ নয়াদিল্লি সফরের প্রস্তুতি।

নমামি গঙ্গে প্রকল্পের অধীনে বর্জ্য জল শোধন

নয়াদিল্লি,৩০অক্টোবরঃশহরগুলির দ্রুত সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বর্জ্য জলের পরিমাণও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই পরিস্থিতি মোকাবেলায় ২০১৪ সালে নমামি গঙ্গে কর্মসূচি (NGP) চালু করা হয, যার মূল লক্ষ্য গঙ্গা নদীর দূষণ হ্রাস ও সংরক্ষণ। এই কর্মসূচির আওতায় পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে ১৯১টি পয়োনিষ্কাশন প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে, যার লক্ষ্য দৈনিক ৫,২৭০ মিলিযন লিটার (MLD) নতুন শোধন ক্ষমতা তৈরি করা।নমামি গঙ্গে-র প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিএই কর্মসূচি স্থানীয় প্রয়োজনের ওপর ভিত্তি করে প্রযুক্তি নির্বাচন করে। প্রথাগত পদ্ধতির পাশাপাশি NEREDA, সয়েল বায়োটেকনোলজি এবং বহু-তলীয় STP-এর মতো উদ্ভাবনী প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয, যা বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিস্থিতিতে জল শোধন সহজ করে তোলে।ফুড চেইন রিযেক্টর এবং ইলেকট্রোকোয়গুলেশন ফুড চেইন রিয়েক্টর (FCR) কম জায়গা ও বিদ্যুৎ খরচে পুষ্টি উপাদান অপসারণ করতে সাহায্য করে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে বেশ কয়েকটি FCR-ভিত্তিক প্ল্যান্ট চালু রয়েছে। অন্যদিকে, উত্তরাখণ্ডের মতো পাহাড়ি অঞ্চলে দূষণ দূর করতে ইলেকট্রোকোয়গুলেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।উৎসস্থলে শোধন এবং বহু-তলীয় উৎসস্থলের কাছাকাছি জল শোধনের জন্য বারাণসীতে উন্নত জারণ প্রক্রিয়া (AOP) চালু করা হয়েছে। এছাড়া, মুনি কি রেতিতে দেশের প্রথম চারতলা বিশিষ্ট STP নির্মিত হযেছে, যা সীমিত জায়গায় নদীর বর্জ্য জল শোধনে কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।প্রকৃতি-ভিত্তিক ও বিকেন্দ্রীয়কৃত শোধন ছোট বসতিগুলিতে কম খরচে বর্জ্য জল শোধনের জন্য কনস্ট্রাক্টেড ওযেটল্যান্ডস (CWs) এবং জোহকাসৌ (Johkasou)-এর মতো বিকেন্দ্রীকৃত ও প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধান ব্যবহার করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের বিথুরে এবং উত্তরাখণ্ডে এই প্রযুক্তির সফল প্রয়োগ দেখা গেছে। সয়েল বায়োটেকনোলজি এবং মল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির মাধ্যমে কম শক্তিতে জৈব বর্জ্য শোধন করা হয়। পাশাপাশি, দেবপয়াগে সয়েল বায়োটেকনোলজি এবং চুনারে ফেকাল স্লাজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের (FSTP) মাধ্যমে স্যানিটেশন শৃঙ্খল উন্নত করা হচ্ছে।শক্তি পুনরুদ্ধার, সজল কাদা ব্যবস্থাপনা এবং সম্পদের ব্যবহারবর্জ্য জলের কাদা অবাত পরিপাক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বায়োগ্যাস উৎপন্ন করে। বারাণসী এবং প্রয়াগরাজের স্কষ্ণগু-গুলিতে এই বায়োগ্যাস থেকে প্ল্যান্টের শক্তির একটি বড় অংশ উৎপাদিত হচ্ছে, যা শক্তি পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।সবুজ শক্তি দক্ষতা এবং সুস্থায়ী পরিচালনাপরিবেশবান্ধব ও শক্তি-দক্ষ করে তুলতে STP-গুলিতে অন-সাইট সৌর বিদ্যুৎ এবং স্লাজ ইনসিনেরেশনের মতো পাইলট প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যা দীর্ঘমেয়াদী স্থাযিত্ব নিশ্চিত করে।পুনর্বাসনপুরনো পরিকাঠামো উন্নত করতে প্রধান নর্দমাগুলির সংস্কার এবং হাইব্রিড অ্যানুইটি মডেল (HAM)-ভিত্তিক পিপিপি (PPP) মডেলের মাধ্যমে নতুন ও

অসংগঠিত, গিগ কর্মীদের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ড গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় সরকার অসংগঠিত কর্মী এবং গিগ কর্মীদের জন্য জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ড গঠনের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক সামাজিক সুরক্ষা কোডের অধীনে এই বোর্ডগুলি প্রতিষ্ঠা করে একটি আনুষ্ঠানিক বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এর উদ্দেশ্য হল অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের, সেইসঙ্গে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কর্মরতদের সামাজিক সুরক্ষার আওতায় আনা।কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রকের মতে, এই বোর্ডগুলির সভাপতিত্ব করবেন কেন্দ্রীয় শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রী। এতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রতিনিধি, সেইসাথে অ্যাগ্রিগেটর সংস্থা, নিয়োগকর্তা, নাগরিক সমাজ সংস্থা, ট্রেড ইউনিয়ন এবং গিগ কর্মী সংগঠনের প্রতিনিধিরা অন্তর্ভুক্ত থাকবেন।জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ডগুলি অসংগঠিত কর্মী এবং গিগ কর্মীদের জন্য নির্দিষ্ট কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির পরিকল্পনা করবে, পর্যবেক্ষণ করবে এবং সরকারকে সুপারিশ করবে। তাদের উদ্দেশ্য হল অসংগঠিত ক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ কর্মীর সামাজিক সুরক্ষার ঘাটতি পূরণ করা।বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা বোর্ডগুলি বছরে অন্তত তিনবার বৈঠক করবে। এই সভাগুলির কার্য পরিচালনার নিয়মাবলী কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কার্যপ্রণালী অনুসারে হবে।বোর্ডগুলি অসংগঠিত শ্রমিক, গিগ কর্মীদের বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য উপযুক্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে সুপারিশ করবে। তাদের কাছে প্রেরিত সামাজিক সুরক্ষা কোডের প্রশাসন সম্পর্কিত বিষয়েও তারা সরকারকে পরামর্শ দেবে।বোর্ডগুলি কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা পরিচালিত সামাজিক কল্যাণ প্রকল্পগুলি পর্যবেক্ষণ করবে, রাজ্য-স্তরের রেকর্ড-সংরক্ষণ পর্যালোচনা করবে, তহবিল ও হিসাব থেকে ব্যয়ের নিরীক্ষা করবে এবং কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য কাজ সম্পাদন করবে।এই উদ্যোগটি দেশের আনুষ্ঠানিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থায় গিগ এবং প্ল্যাটফর্ম কর্মীদের একত্রিত করার দিকে একটি পদক্ষেপ।

হিলির গাড়না গ্রামে চার বিঘা জমিতে জৈব পদ্ধতিতে ধান চাষ, উদ্যোগ অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মীর

হিলি,৩০অক্টোবরঃরাসাযনিক সারের পরিবর্তে সম্পূর্ণ জৈব সার ব্যবহার করে ধান চাষ করে নজর কাড়লেন এক অবসরপ্রাপ্ত সেনাকর্মী। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ব্লকের গাড়না গ্রামের কৃষক গণেশ বর্মন চার বিঘা জমিতে ‘ জিরা’ ধান চাষ করেছেন। তাঁর এই উদ্যোগে এলাকায় জৈব চাষ নিয়ে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে।গণেশবাবুর লক্ষ্য, উৎপাদিত ধান থেকে চাল তৈরি করে খুব শীঘ্রই স্থানীয় বাজারে বিক্রি করা। রাসাযনিক সারমুক্ত পদ্ধতিতে চাষের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে চান তিনি।এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন হিলি কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা।

‘ঘরওয়াপসি’-রগুঞ্জনের মাঝেই টিএমসির দুই বিদ্রোহী বিধায়কের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার, হামিদুল রহমানের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের পর কালীঘাট তৃণমূল থেকে বিদ্রোহী ঋতব্রত গোষ্ঠীতে যোগ দেওয়া দুই বিধায়কের সুর বদল নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে শোরগোল বাড়িয়ে দিয়েছে।চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান প্রকাশ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিজের নেত্রী ঘোষণা করায় এবং বীরভূমের হাসনের বিধায়ক কাজল শেখ বিধানসভায় টিএমসির বর্ষীয়ান বিধাযক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষা করায় যে জল্পনার সৃষ্টি হযেছে, তার মাঝেই দুই নেতার ওপর প্রশাসনিক চাপ বাড়তে দেখা যাচ্ছে।রাজ্য প্রশাসন দ্রুত পদক্ষেপ নিযে একদিকে যেমন কাজল শেখের নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিয়েছে, অন্যদিকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী হামিদুল রহমানের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত পুরোনো মামলাগুলির তদন্ত ফের শুরু করার কড়া নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) স্পষ্ট বক্তব্য, এই পদক্ষেপগুলির সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক সমীকরণের সম্পর্ক নেই এবং যাঁরা অন্যায করেছেন, তাঁদের ফল ভুগতেই হবে।বীরভূম জেলা পরিষদের প্রাক্তন সভাধিপতি তথা বর্তমান বিধাযক কাজল শেখ দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ নিরাপত্তা পাচ্ছিলেন। শান্তিনিকেতনে তাঁকে হত্যার চক্রান্তের খবর সামনে আসার পর থেকে তাঁকে দুজন নিরাপত্তারক্ষী দেওয়া হয়েছিল। কাজল শেখ জানান, বুধবার বর্ষীয়ান বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে 'বিজয়াদশমী'-র শুভেচ্ছা জানানোর পরেই তাঁর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। তিনি এই পদক্ষেপকে আদালতে চ্যালেঞ্জ করার কথা বলেছেন। এ ছাড়া, বুধবার সন্ধ্যায় ভোট-পরবর্তী হিংসার একটি মামলায় পুলিশ নানুরের পাপুড়ি গ্রামে কাজলের ভাইপো-ফ্লিপ শেখ ও লযেড় শেখের বাড়িতে অভিযান চালায়, যেখান থেকে অবৈধ আগ্নেয়াস্ত্র এবং সাত রাউন্ড গুলি উদ্ধার করা হয়।ঋতব্রত গোষ্ঠী ছাড়ার কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না করেই কাজল শেখের এই সুর বদল রাজনৈতিক মহলের অন্দরে জল্পনা তীব্র করেছে। নিজের সৌজন্য সাক্ষাতের পক্ষে যুক্তি দিয়ে কাজল বলেন, দুর্গাপূজার পর বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাতে আমি যদি শোভনদার ঘরে গিয়ে মিষ্টি খেয়ে থাকি, তবে কি অপরাধ করে ফেলেছি? যদি তা-ই হয়, তবে আমি এমন অপরাধ বারবার করতে চাই। আমি সব সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ছিলাম এবং থাকব। মমতাই আমার নেত্রী।বিধানসভায় যখন কাজল শেখকে নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, ঠিক সেই সময়ই ঋতব্রত গোষ্ঠীর অপর বিধায়ক হামিদুল রহমানও মমতার প্রতি তাঁর আনুগত্য পুনর্ব্যক্ত করেন। তিনি স্পষ্ট জানান যে তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলেই আছেন এবং তাঁকেই নিজের 'হাইকমান্ড' বলে মনে করেন। হামিদুলের এই বিবৃতির পরপরই বৃহস্পতিবার রায়গঞ্জে আযোজিত একটি জনসভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী তাঁকে সরাসরি নিশানা করেন।মুখ্যমন্ত্রী পুলিশকে নির্দেশ দেন যে চোপড়ার বিধাযকের বিরুদ্ধে বিচারাধীন সমস্ত পুরোনো মামলার ফাইল যেন পুনরায় খোলা হয়। তিনি ২০২১ সালের বিধানসভা ও পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় হিংসার শিকার হওয়া চোপড়ার বাসিন্দাদের পুনরায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করার আবেদন জানান। মুখ্যমন্ত্রী সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আমি এসপি এবং ডিআইজি-কে নির্দেশ দিয়েছি হামিদুল রহমানের বিরুদ্ধে যত মামলা রয়েছে, সেগুলি ফের চালু করতে। লুট করা সমস্ত জমি ফেরত নেওয়া হবে।তবে হামিদুল রহমান এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ খারিজ করে দিয়ে বলেছেন, মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং জমি দখলের কোনো প্রমাণ তিনি পেশ করতে পারবেন না।নিরাপত্তা প্রত্যাহার এবং তদন্তের নির্দেশের ওপর তীব্র প্রতিক্রিযা জানিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। টিএমসি নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যাঁরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াচ্ছেন, তাঁদের বেছে বেছে নিশানা করা হচ্ছে। কাজল শেখ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করায় তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে এবং নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে। সরকার ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক কি আপনাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি?অভিষেক চোরবাগান পূজা প্যান্ডেলে ঘটে যাওয়া পদপিষ্টের ঘটনা (যেখানে ১৯ জনের মৃত্যু হয়েছিল) উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রীর ভাইপো দেবদীপ অধিকারীকেও নিশানা করেন এবং বলেন যে অন্যের ফাইল খোলার আগে মুখ্যমন্ত্রীর উচিত নিজের ভাইপোর ফাইল খোলা। টিএমসি নেতা কুণাল ঘোষও বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন যে টিএমসি-কে ভাঙার জন্য পুলিশ ও প্রশাসনের অপব্যবহার করা হচ্ছে।তৃণমূল কংগ্রেসের অভিযোগ খারিজ করে রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র দেবজি সরকার বলেন, টিএমসি এখন আর কোনো দল নয়। মানুষ আর সেই কালো দিনগুলি মনে রাখতে চান না। এই নেতারা এখন প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকতে অসংলগ্ন কথা বলছেন। যাঁরা অন্যায় করেছেন, তাঁরা কর্মফল থেকে বাঁচতে পারবেন না। অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যই মানুষ রাষ্ট্রবাদী সরকার নির্বাচন করেছেন, এবং এই আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে।

উত্তর প্রদেশ বিজেপির কার্যসমিতির বৈঠকের উদ্বোধন অমিত শাহের

লখনউ, ৩০ অক্টোবরঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার লখনউয়ের ডঃ রাম মনোহর লোহিয়া জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত বিজেপির রাজ্য কার্যসমিতির বৈঠকের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা রাজ্যের ইন-চার্জ বিনোদ তাওড়ে, বিজেপি রাজ্য সভাপতি পঙ্কজ চৌধুরী, কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং, স্মৃতি ইরানি, ডঃ লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী, উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী কেশব প্রসাদ মৌর্য ও ব্রজেশ পাঠক সহ দলের অন্যান্য বরিষ্ঠ নেতারা উপস্থিত ছিলেন।রাজ্য কার্যসমিতির এই বৈঠকে দলের কেন্দ্রীয় পদাধিকারী, রাজ্য প্রভারী, সহ-প্রভারী, রাজ্য পদাধিকারী, রাজ্য কার্যসমিতির সদস্য, রাজ্য কার্যসমিতির বিশেষ আমন্ত্রিত সদস্য, স্থায়ী আমন্ত্রিত সদস্য, লোকসভা ও রাজ্যসভার সাংসদ, ২০২৪-এর লোকসভা প্রার্থী, বিধায়ক, এমএলসি, ২০২২-এর বিধানসভা প্রার্থী, আঞ্চলিক সভাপতি, আঞ্চলিক সাধারণ সম্পাদক, মেয়র, জেলা পরিষদ সভাপতি, পুরসভানগর পঞ্চায়েত সভাপতি, মোর্চাগুলির রাজ্য সভাপতি, রাজ্য সাধারণ সম্পাদক, আঞ্চলিক সভাপতি, আঞ্চলিক সাধারণ সম্পাদক, জেলা প্রভারী, জেলা সভাপতি ও জেলা সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত আছেন। এছাড়া ইউপি শৃঙ্খলা রক্ষা সমিতি, রাজ্য মিডিয়া আহ্বায়কসহ-আহ্বায়ক, মুখপাত্র, মিডিয়া প্যানেলিস্ট, রাজ্য সোশ্যাল মিডিয়া আহ্বায়কসহ-আহ্বায়ক, সদর দফতর প্রভারীসহ-প্রভারী, ডিসিবি চেয়ারম্যান, বিধানসভা প্রভারী, বিধানসভা বিস্তারক সহ অন্যান্য প্রধান দলীয় পদাধিকারীরাও এতে অংশ নিয়েছেন।

বিনা লাইসেন্সে বাজি বিক্রির অভিযোগে মামলা, রামপুরে দোকানদারের বিরুদ্ধে পুলিশের পদক্ষেপ

শিমলা, ৩০ অক্টোবর ঃ বিনা লাইসেন্সে বাজি বিক্রির অভিযোগে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল হিমাচল প্রদেশের শিমলা জেলার রামপুর থানার পুলিশ। অভিযোগ, নিজের দোকানে বাজি বিক্রি করলেও প্রয়োজনীয় লাইসেন্স বা প্রশাসনিক অনুমতিপত্র দেখাতে পারেননি ওই দোকানদার।শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তের নাম হিতেশ কুমার (৩০)। তিনি রামপুরের ডাকোলর গ্রামের বাসিন্দা। পুলিশের বিবরণ অনুযায়ী, গত ২৯ অক্টোবর সন্ধ্যায় সহকারী উপ-পরিদর্শক (এএসআই) পবন কুমার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ভদ্রাশ এলাকায় টহলদারিতে ছিলেন। সেই সময় গোপন সূত্রে খবর আসে, ডাকোলর এলাকায় হিতেশ কুমার কোনও বৈধ লাইসেন্স ছাড়াই বাজি বিক্রি করছেন।খবর পাওয়ার পরই পুলিশকর্মীরা অভিযুক্তের দোকানে পৌঁছে বাজি বিক্রির প্রয়োজনীয় লাইসেন্স ও অনুমতিপত্র দেখতে চান। কিন্তু পুলিশকে কোনও বৈধ নথি দেখাতে পারেননি হিতেশ। এরপরই তাঁর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। বর্তমানে রামপুর থানার এএসআই পবন কুমার ঘটনার তদন্ত করছেন।

সমাবেশে যোগ দিতে দিল্লিতে আসা লোকজনকে বাধা দেওয়া হচ্ছেঃরাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর ঃ কংগ্রেস নেতা তথা লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন যে, দিল্লির রামলীলা ময়দানে ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বিরোধী দলের সমাবেশের আগে অন্যান্য রাজ্য থেকে আসা লোকজনকে আটকানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি বলেন যে উত্তর প্রদেশ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, হরিয়ানা, তেলেঙ্গানা এবং পাঞ্জাব সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে কংগ্রেস কর্মী এবং সাধারণ মানুষকে এখানে আসতে বাধা দেওয়া হচ্ছে।তিনি বলেন যে, দিল্লিতে আসা মানুষের সংখ্যা এবং পথে যাদের আটকানো হচ্ছে তাদের সংখ্যা থেকেই দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে। তিনি দাবি করেছেন যে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করায় জনগণের মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভ ও মানসিক যন্ত্রণা বিরাজ করছে।তিনি অভিযোগ করেছেন যে, আদানি, ওমানি, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহকে সুবিধা দেওয়ার জন্য জনগণের ভোট চুরি করা হচ্ছে। এগুলো বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ নয়, বরং একটি একক আন্দোলনের অংশ। সমগ্র বিরোধী দল একজোট হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং যারা প্রতিবাদ করতে ইচ্ছুক, তাদের সকলকে স্বাগত জানানো হচ্ছে।কংগ্রেস সাংসদ বলেছেন যে, এই লড়াই সংবিধান, ভারতের ধারণা এবং ভোটাধিকার রক্ষার জন্য। ভোটাধিকার প্রত্যেক ভারতীযের কণ্ঠস্বর এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য বিরোধী দল ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। রাহুল গান্ধী জানিয়েছেন যে, শুক্রবার নির্ধারিত একটি অনুরূপ কর্মসূচি (ইন্ডি অ্যালায়েন্সের বৈঠক) শনিবারের জন্য স্থগিত করা

বসনিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের শান্তি মিশনের সময় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ইতালির হেলিকপ্টার মৃত ৪, আহত আরও ১১

সারায়েভো (বসনিয়া ও হার্জেগোভিনা), ৩০ অক্টোবর ঃ বসনিয়ায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের শান্তি মিশন চলাকালীন ইতালির একটি হেলিকপ্টার দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় চার জন সেনা শহিদ হযেছেন। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফোর্স জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বসনিয়া ও হার্জেগোভিনায় নিয়মিত প্রশিক্ষণের সময় এই চিনুক সামরিক হেলিকপ্টারটি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। এই দুর্ঘটনায় চার জন সেনা নিহত এবং আরও ১১ জন আহত হয়েছেন।বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার বানজা লুকা থেকে প্রকাশিত সার্বো-ক্রোয়েশিয় ভাষার দৈনিক সংবাদপত্র 'গ্লাস সারপস্কে'-র প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই বিমান দুর্ঘটনাটি ব্রকো-র কাছে গোরিস সেক্টরে ঘটেছে। দুর্ঘটনায় শহিদদের মধ্যে রয়েছেন ইতালির দুজন সশস্ত্র বাহিনীর (আর্মড ফোর্সেস) সদস্য এবং দুজন ইতালির মিলিটারি রেড ক্রসের সদস্য। আহত ১১ জনের মধ্যে দুজনকে তুজলা মেডিকেল সেন্টারে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকি ন'জনের চিকিৎসা চলছে ব্রকোতেই।ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফোর্স এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এই দুর্ঘটনায় আহত সমস্ত ব্যক্তির অবস্থাই বর্তমানে স্থিতিশীল। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ফোর্সের জনসংযোগ কার্যালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার স্থানীয় জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা এবং ফোর্সের যোগাযোগ ও পর্যবেক্ষণ দলের সদস্যরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছন। আহতদের ব্রকোর চিকিৎসাকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। এই ঘটনায় কোনও আমজনতা আহত হয়নি। নাগরিকদের কোনও পরিকাঠামো, সম্পত্তি বা যানবাহনেরও কোনও ক্ষতি হয়নি। ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি 'এক্স'-এ পোস্ট করে এই দুর্ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

রাশিফল

মেষঃ আজ মেষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য সামগ্রিকভাবে একটি চ্যালেঞ্জপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আজ প্রতিটি পরিস্থিতিতে আপনাকে ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। জীবনে কিছু অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে, যা আপনার মানসিক শান্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
বৃষঃ আজ বৃষ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভালো একটি দিন হতে চলেছে। আপনার চারপাশের পরিবেশ ইতিবাচকতায় ভরে থাকবে, যা আপনাকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করবে।
মিথুনঃ অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার সুযোগ বেশী যা আপনাকে প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলাতে অংশ নিতে সাহায্য করবে।
কর্কটঃ গর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। আপনি অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে কোনও মামলায় জড়িত থাকলে আদালত আজ আপনার পক্ষে সিদ্ধান্ত নেবে। এটি আপনার আর্থিক উপকারে আসবে। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিন।
সিংহ ঃ ক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ আপনার উচিত জমি, ভূসম্পত্তি বা সাংস্কৃতিক প্রকল্প সংক্রান্ত সমস্যাগুলির উপরে নজর কেন্দ্রীভূত করা। শুভদিন হবে আজ
কন্যাঃআজ আপনার জীবনে একটি নতুন সূচনার দিন। নিজের চিন্তা ও অনুভূতিগুলি স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সময় এসেছে। কর্মজীবনে সহকর্মীদের কাছ থেকে সহযোগিতা পাবেন, যা আপনার প্রকল্পগুলিকে নতুন দিশা দেবে। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন।শুভদিন হবে
তুলাঃ এক পরিতৃপ্ত জীবনের জন্য আপনার মানসিক কাঠিন্য বৃদ্ধি করুন। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে।
বৃশ্চিকঃ তেলমশলাযুক্ত এবং উচ্চ কোলেস্টেরল খাবার এড়ানোর চেষ্টা করুন। যারা দুগ্ধ শিল্পের সাথে যুক্ত তারা আজ আর্থিকভাবে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
ধনুঃ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারসাম্য বজায় রাখার প্রয়োজন রয়েছে। আজ কর্মক্ষেত্রে আপনার প্রচেষ্টার ফল মোটামুটি স্বাভাবিক হতে পারে। আর্থিক উন্নতি হবে।
মকরঃ আপনার মুগ্ধকারী আচরণ মনোযোগ আকর্ষণ করবে। আজ আপনার সামনে অনেক নতুন আর্থিক স্কিমের উপস্থাপন করা হবে- কোনো প্রতিশ্রুতি করার আগে ভালো করে সব দিক দেখে নিন। পরিবারের সদস্যদের প্রয়োজনীয়তাকে অগ্রাধিকার দিন।
কুম্ভঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। আপনি দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে বিনিযোগ করলে উল্লেখযোগ্য লাভ পাবেন। কোন ধর্মীয় স্থানে বা আত্মীয়ের কাছে যাওয়া আপনার জন্য সম্ভাব্য বলে মনে হচ্ছে। বিবাহের যোগ হবে।
মীনঃ আজ আপনার প্রত্যয় বাড়বে এবং উন্নতি নিশ্চিত। আপনার বাসস্থান সংক্রান্ত বিনিয়োগ লাভজনক হবে না। বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। আকস্মিক প্রেমঘটিত সাক্ষা আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারে। কাজের ধীরগতি সামান্য চাপ আনবে। আজকে আপনি আপনার জীবন সঙ্গীকে কিছু আশ্চর্যকর

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট ঘূর্ণিঝড় শক্তি বাড়িয়ে আরও প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে। দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় দফায় দফায় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। এ দিন কোথাও কোথাও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির পাশাপাশি ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষত পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির দাপট বজায় থাকতে পারে। এর জেরে নিচু এলাকায় জল জমা এবং কৃষিজমিতে ফসলের ক্ষতির আশঙ্কাও রয়েছে। এ দিন পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, নদিয়ায় অনেক জায়গায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। তবে শনিবার থেকে মঙ্গলবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে।আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৩ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৭ শতাংশ শতকরা এবং ৪৬ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ১০টা ৫২মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪০মিনিট এবংরাত ১১টা ৪২ মিনিট। সূর্যোদয় সকাল ৫ টা ৪৫মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৫মিনিটে হতে পারে।

শহর ও শহরতলী

পশ্চিমবঙ্গে নজির গড়ার পথে জয়নগর,গোবর থেকে তৈরি হচ্ছে রান্নার গ্যাস, তাকিয়ে গোটা রাজ্য

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ গোয়ালঘরের গোবরই এবার হয়ে উঠছে রান্নার জ্বালানি। গবাদি পশুর গোবর থেকে রান্নার গ্যাস উপাদনের অভিনব উদ্যোগ শুরু হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর-১ ব্লকে। ব্লক প্রশাসনের

উদ্যোগে ইতিমধ্যেই জাঙ্গালিয়া গ্রামে তৈরি হয়েছে দুটি গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট। প্রশাসনের দাবি, এই উদ্যোগ সফল হলে গ্রামীণ এলাকায় বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোর পাশাপাশি রান্নার খরচ কমানোর ক্ষেত্রেও নতুন দিশা দেখাতে পারে জয়নগর। সেই সঙ্গে গোবরের মতো জৈব বর্জ্যকে সম্পদে পরিণত করার সুযোগও তৈরি হবে।সাধারণত গবাদি পশুর গোবর কৃষিকাজে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সেই গোবর থেকেই যদি তৈরি করা যায় রান্নার গ্যাস, তা হলে একদিকে যেমন জ্বালানির খরচ কমানোর সম্ভাবনা থাকবে, অন্যদিকে পরিবেশ বান্ধব শক্তির ব্যবহারও বাড়বে। এই ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতেই উদ্যোগী হয়েছে জয়নগর-১ ব্লক প্রশাসন।ব্লক প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, কেঃদ্রীয় সরকারের ভিবি-জি রাম জি প্রকল্পের আওতায় এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের কাজ চলছে। জয়নগর-১ ব্লকের বিডিও শুভদীপ দাস জানিয়েছেন, এই প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা এবং বিকল্প জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানোই মূল লক্ষ্য। প্রকল্পের আওতায় ১২৫ দিনের কর্মদিবসের সুযোগ তৈরির পরিকল্পনাও রয়েছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।প্রশাসনের তরফে একাধিক গবাদি পশু রয়েছে, এমন খামারিদের চিহ্নিত করে প্রকল্পের আওতায় আনার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৭৩ জন খামারিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁদের গবাদি পশুর গোবর ব্যবহার করে গোবর গ্যাস প্ল্যাঃট তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে।এই প্রকল্পের প্রথম কাজ শুরু হয়েছে জয়নগর-১ ব্লকের জাঙ্গালিয়া গ্রামে। প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চিহ্নিত প্রকল্পগুলির মধ্যে সাতটি ইতিমধ্যেই বাস্তবায়নের পর্যায়ে পৌঁছেছে। তার মধ্যে দুটি গোবর গ্যাস প্ল্যাঃটের নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। আগামী দিনে আরও প্ল্যাঃট তৈরি করে এই উদ্যোগকে বৃহত্তর পরিসরে ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে।গ্রামীণ অর্থনীতিতে এই প্রকল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে করছে প্রশাসন। গোবর থেকে গ্যাস উপাদন সম্ভব হলে রান্নার জ্বালানির জন্য প্রচলিত ব্যবস্থার উপর নির্ভরতা কিছুটা কমতে পারে। পাশাপাশি, গবাদি পশুপালকদের কাছে গোবরের ব্যবহার আরও অর্থবহ হয়ে উঠবে। প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হলে স্থানীয় স্তরেও আর্থিক কর্মকাণ্ড বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে।তবে এই উদ্যোগ কতটা সফল হবে, তা নির্ভর করছে প্ল্যাঃটগুলি কতটা নিয়মিত চালু রাখা যাচ্ছে, কতটা গ্যাস উপাদন হচ্ছে এবং সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি কতটা আর্থিক সুবিধা পাচ্ছে, তার উপর।সেই সঙ্গে প্ল্যাঃট গুলির রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়মিত গোবর সরবরাহ নিশ্চিত করাও গুরুত্বপূর্ণ।

গোবর থেকে গ্যাস উপাদনের এই উদ্যোগ সফল হলে জয়নগর-১ ব্লক আগামী দিনে গ্রামীণ বিকল্প জ্বালানির একটি উল্লেখযোগ্য মডেল হয়ে উঠতে পারে। সেই সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই আপাতত জাঙ্গালিয়ায় শুরু হয়েছে কাজ।এই ব্লকের অন্য পঞ্চায়েত এলাকায় আগামীতে শুরু হবে বলে জানা গেল।এখন নজর রয়েছে, এই উদ্যোগ কতটা বাস্তব পরিবর্তন আনতে পারে গ্রামবাংলার দৈনঃদিন জীবনে এবং ভবিষ্যতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার অন্য এলাকাতেও এই প্রকল্প সম্প্রসারিত হয় কি না।

আজ বারাণসী-নয়াদিল্লি পর্যন্ত নতুন বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের যাত্রার সূচনা হবে

৩০ অক্টোবরঃ ভারতীয় রেল বারাণসী ও নয়াদিল্লির মধ্যে নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস ট্রেন চালুর মাধ্যমে তাদের আধুনিক নৈশ রেল পরিষেবার নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করতে চলেছে। এই পরিষেবাগুলি বিভিন্ন শহরের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করবে এবং যাত্রীদের দীর্ঘ দূরত্বের নৈশ ভ্রমণের জন্য একটি আধুনিক, আরামদায়ক ও কার্যকর বিকল্প প্রদান করবে। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব আজ বারাণসী থেকে বারাণসী-নয়াদিল্লি রুটে নতুন বন্দে ভারত স্লিপার এক্সপ্রেস পরিষেবার সূচনা করবেন।২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে হাওড়া-গুয়াহাটি করিডোরে বন্দে ভারত স্লিপার পরিষেবা চালুর পর, এবার নতুন এই পরিষেবাগুলির মাধ্যমে এই অত্যাধুনিক ট্রেনের সুবিধা আরও বিভিন্ন অঞ্চলে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। উন্নত সুযোগ-সুবিধা, আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং সুপরিকল্পিত স্লিপার বা বার্থের ব্যবস্থাসহ, ভারতীয় রেল দীর্ঘ দূরত্বের নৈশ ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক, নির্ভরযোগ্য এবং যাত্রী-বান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

পূর্বস্থলী রেল বাজারে সাতসকালে চাঞ্চল্য! কর্মকারশালা থেকে উদ্ধার ৫৪ বছরের ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী ঃ শুক্রবার সাতসকালে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী রেল বাজারে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। মৃতের নাম হারান কর্মকার (৫৪)। তাঁর বাড়ি পূর্বস্থলীর পলাশপুলি গ্রামে। পেশায় তিনি একজন কর্মকার ছিলেন। যে কর্মকারশালায় তিনি কাজ করতেন, সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। এই ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে তাঁর পরিবারে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকালে প্রতিদিনের মতোই বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন হারান কর্মকার। এরপর তিনি পূর্বস্থলী রেল বাজারের একটি চায়ের দোকানে গিয়ে চা ও বিস্কুট খান। পরে বাজারের একটি কর্মকারশালায় যান তিনি। সেখানেই কিছুক্ষণ পর তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে ভিড় জমান স্থানীয় বাসিন্দারা।এরপর তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় পূর্বস্থলী থানায়। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং দেহটি উদ্ধার করে। কীভাবে এবং ঠিক কী পরিস্থিতিতে এই ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে তৈরি হয়েছে নানা প্রশ্ন। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, হারান কর্মকার মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে খবর। যদিও তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে এর কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। সাতসকালে কর্মকারশালা থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পূর্বস্থলী রেল বাজার এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে পুলিশের তদন্তের পরই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

চোরবাগান পূজামন্ডপে পদপিষ্ট কান্ডে বিহারের মজফরপুরের বাসিন্দার বাড়িতে চেক পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০ অক্টোবর ঃ সপ্তমীর রাতে চোরবাগান পূজামন্ডপে পদপিষ্ট মৃতদের তালিকায় ছিলেন বিহারের মজফরপুরের বাসিন্দা বাবা ও ছেলে। তাঁদের বাড়িতে ক্ষতিপূরণ চেক পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। চোরবাগান-কাণ্ডে মৃত্যু হয়েছিল উনিশ জনের। সতেরটি স্বজনহারা পরিবারের সাথে দেখা করে সমবেদনা জানিয়ে পঁচিশ লাখ টাকার চেক তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বাকি দু'জন ছিলেন একই পরিবারের। মুজফফরপুরের বাসিন্দা অভিষেক শ্রীবাস্তব ও ছেলে আয়ান্স শ্রীবাস্তব মারা গিয়েছিলেন ওই দুর্ঘটনায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো শুক্রবার মজফরপুরে গিয়ে স্বজনহারা পরিবারের সাথে দেখা করেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী উমেশ রাই। পরিবারের সদস্যদের হাতে ২৫ লাখ টাকার দুটি চেক তুলে দেন। ভিডিও কলের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী কথা বলেন পরিবারের লোকজনের সাথে। পাশে থাকার আশ্বাস দেন। পরিবারের একজনের চাকরির জন্য আবেদন করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তিনি বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কথা বলে চাকরির ব্যবস্থা করবেন।

আর জি কর দুর্নীতি মামলায় বড় স্বস্তি! সন্দীপ ঘোষের পর এবার জামিন পেলেন ভেন্ডার সুমন হাজরা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় ফের বড়সড় মোড়। প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের পর এবার জামিন পেলেন এই মামলার অন্যতম অভিযুক্ত তথা প্রাক্তন ভেন্ডার সুমন হাজরা। শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন মঞ্জুর করেছে কলকাতা হাই কোর্ট। বিচারপ্রক্রিয়ায় দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টি সামনে রেখেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের পর্যবেক্ষণ, মামলায় বিপুল সংখ্যক সাক্ষী থাকলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে খুব কমজনেরই সাক্ষ্য গ্রহণ করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৪ সালে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজে চিকিৎসক-পড়ুয়া তরুণীর ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর হাসপাতালের আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসে। সেই অভিযোগের তদন্তে নামে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই এবং ইডি। তদন্তে আর্থিক অনিয়ম এবং বেআইনিভাবে কয়েকজনকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার হন তৎকালীন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত দুই ভেন্ডার সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহ। পরে

গ্রেপ্তার করা হয় সন্দীপ ঘোষকেও। কলকাতা হাই কোর্টে সুমনের জামিনের আবেদনের শুনানিতে বিচারপ্রক্রিয়ার গতি নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উঠে আসে। জানা যায়, এই মামলায় মোট ১৪৭ জন সাক্ষী রয়েছেন। অথচ এখনও পর্যন্ত মাত্র আটজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থাৎ, বিচারপ্রক্রিয়া শেষ হতে দীর্ঘ সময় লাগতে পারে। এই দীর্ঘসূত্রিতার বিষয়টিকেই গুরুত্ব দিয়েছে আদালত। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের মতে, বর্তমানে বিচারপ্রক্রিয়া যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে দ্রুত মামলার নিষ্পত্তির সম্ভাবনা স্পষ্ট নয়। এই পরিস্থিতিতে দীর্ঘদিন ধরে জেলবন্দি থাকা অভিযুক্তের জামিনের আবেদন বিবেচনা করা প্রয়োজন। সেই যুক্তিতেই শর্তসাপেক্ষে সুমন হাজরার জামিন মঞ্জুর করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় সুমন হাজরা ও বিপ্লব সিংহকে সন্দীপ ঘোষের ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করা হয়েছিল। অভিযোগ, তাঁদের বেআইনিভাবে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। তদন্তের পর তিনজনকেই গ্রেপ্তার করে সিবিআই। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা জেলবন্দি ছিলেন। এর আগে পুজোর ঠিক আগে বিচারপ্রক্রিয়ায় বিলম্বের যুক্তিতে সুপ্রিম কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। এবার কলকাতা হাই কোর্ট থেকে জামিন পেলেন সুমন হাজরা। ফলে আর জি করের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় তদন্ত ও বিচারপ্রক্রিয়ার অগ্রগতি নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে জামিন পাওয়ার অর্থ মামলা থেকে অব্যাহতি পাওয়া নয়। সুমন হাজরার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের বিচার চলবে এবং আদালতের নির্ধারিত শর্ত মেনেই তাঁকে থাকতে হবে। এখন নজর এই মামলার পরবর্তী শুনানি এবং বাকি সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণের দিকে।

রাস্তায় বিরোধীদের ঐক্য, ভোটে একাই লড়বে কংগ্রেস?

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ৩০ অক্টোবর ঃ অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনে বিরোধীরা একজোট হলেও পুরভোটে জোটের পথে হাঁটতে নারাজ কংগ্রেস? কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের প্রস্তুতির মধ্যেই এমনই ইঙ্গিত দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস নিজেদের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সময়ের দাবি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ফলে রাস্তায় বিরোধীদের যৌথ আন্দোলন থাকলেও ভোটের ময়দানে কংগ্রেস নিজের শক্তিতেই লড়তে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটকে ঘিরে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তপরতা বাড়ছে। ভোটের প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। প্রার্থী বাছাই থেকে শুরু করে সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো-সব দিকেই নজর দিচ্ছে নেতৃত্ব। এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের মধ্যে নির্বাচনী সমঝোতা হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সেই আবহেই নিজেদের অবস্থান নিয়ে তাপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার। তাঁর বক্তব্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় আঃেদালনের সময় বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি একসঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু ভোটের লড়াইয়ে প্রত্যেক দলকে নিজেদের মতো করে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই মন্তব্য থেকেই স্পষ্ট, যৌথ আন্দোলন আর নির্বাচনী জোটকে এক করে দেখতে চাইছে না কংগ্রেস নেতৃত্ব। পুরভোটের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসেবে কংগ্রেসও সম্ভাব্য প্রার্থীদের কাছ থেকে বায়োডাটা সংগ্রহ করছে। শুধু দলের অভ্যন্তরের কর্মীরাই নন, দলের বাইরের আগ্রহী ব্যক্তিদেরও আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ২৮ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন জমা দেওয়ার সময়সীমা রাখা হয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের এই প্রক্রিয়াকে সামনে রেখে শুভঙ্কর সরকার বুঝিয়ে দিয়েছেন, দল নিজের সাংগঠনিক শক্তির ভিত্তিতেই নির্বাচনে লড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাঁর কথায়, কংগ্রেস নিজের মতো করে প্রস্তুতি নিচ্ছে। সময়ের দাবি অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে রাস্তায় একসঙ্গে অনেকে থাকেন।

কিন্তু বাড়িতে আলাদা আলাদা হয়ে ফিরে যান। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই বক্তব্যের মাধ্যমে পুরভোটে সম্ভাব্য জোট নিয়ে কংগ্রেসের অবস্থানের ইঙ্গিত দিয়েছেন প্রদেশ সভাপতি। যদিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা তিনি স্পষ্ট করে জানাননি, তাঁর মন্তব্যে এককভাবে লড়ার প্রস্তুতির বার্তাই বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। জোটের সমীকরণে একাধিক দলের মধ্যে আসন ভাগাভাগি হলে প্রতিটি দলের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। সেই দিক থেকেও আলাদাভাবে নির্বাচনে লড়লে কংগ্রেসের কর্মীদের সামনে বেশি আসনে প্রতিদ্বঃদ্বিতা করার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। এদিন কংগ্রেসের সাংগঠনিক তপরতার মধ্যেই হাওড়া পুরসভার এক প্রাক্তন কংগ্রেস কাউন্সিলর তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে পুরনো দলে ফিরে এসেছেন। শুভঙ্কর সরকারের উপস্থিতিতে তাঁর প্রত্যাবর্তন হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পার্থসারথি ভৌমিক, শুভ্রজ্যোতি দাস-সহ অন্যরা। পুরভোটের আগে এই যোগদানকে সংগঠন শক্তিশালী করার ক্ষেত্রে তাপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কংগ্রেসের একাংশ। বিশেষ করে হাওড়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ পুর এলাকায় পুরনো কর্মীদের ফিরিয়ে এনে নির্বাচনী প্রস্তুতি জোরদার করার চেষ্টা করছে দল। তবে এই প্রত্যাবর্তন ভোটের ফলে কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নির্ভর করবে স্থানীয় সংগঠন এবং প্রার্থী নির্বাচনের উপর। অন্যদিকে, কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটে ভোটারদের ভোটদান নিশ্চিত করার দাবিতে সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, সিপিএম-সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও বিশিষ্ট মহলের প্রতিনিধিরা একসঙ্গে চিঠি দিয়েছেন। সেই চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন প্রাক্তন সাংসদ জহর সরকার-সহ আরও কয়েকজন। এই যৌথ উদ্যোগের পরেই রাজনৈতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে, তবে কি পুরভোটে কংগ্রেস, তৃণমূল, সিপিএম-সহ বিরোধী দলগুলি একসঙ্গে লড়তে পারে? যদিও শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্যে সেই সম্ভাবনার পক্ষে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত মেলেনি। বরং তাঁর মন্তব্যে আঃদালনের মঞ্চে ঐক্য এবং নির্বাচনী লড়াইয়ে পৃথক অবস্থানের বিষয়টিই সামনে এসেছে। তবে যৌথ চিঠি দেওয়া মানেই নির্বাচনী জোট তৈরি হওয়া নয়। ভোটারদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মতো নির্দিষ্ট বিষয়ে একমত হওয়া এবং আসন সমঝোতা করে নির্বাচনে লড়া-দুটি আলাদা বিষয়। ফলে পুরভোটের চূড়ান্ত সমীকরণ এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বৈধতা ও যৌক্তিকতা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন কসবার এক বাসিঃদা। মামলাটি অবকাশকালীন বিচারপতি আর্যক দত্তের বেঞ্চে ওঠে। এই মামলার প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতির এজলাসে নতুন করে মামলা দায়েরের অনুমতি মিলেছে বলে জানা গিয়েছে। মামলাকারীর আইনজীবী শামিম আহমেদ জানিয়েছেন, ২৮ অক্টোবর মামলার শুনানি হতে পারে। ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাসের বিষয়টি পুরভোটের আগে আইনি ও রাজনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। এরই মধ্যে মঙ্গলবার আলিপুর ট্রেজারি বিল্ডিংয়ে পুরভোট নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠক ডেকেছেন জেলাশাসক। সেই বৈঠকে নির্বাচনী প্রস্তুতি এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। সব মিলিয়ে, কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটের আগে একদিকে প্রার্থী বাছাই ও দলবদল, অন্যদিকে বিরোধী ঐক্য এবং ওয়ার্ড পুনর্বিন্যাস নিয়ে আইনি বিতর্ক-সব মিলিয়ে রাজনৈতিক তপরতা তুঙ্গে। কংগ্রেস শেষ পর্যন্ত এককভাবে লড়বে, নাকি পরিস্থিতি অনুযায়ী কোনও সমঝোতার পথে হাঁটবে, তার উত্তর মিলবে আগামী দিনের সিদ্ধান্তে। আপাতত শুভঙ্কর সরকারের বার্তা, নিজেদের শক্তি বাড়িয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ের প্রস্তুতিতে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না হাত শিবির।

'কোহিনুর গ্রুপে'র আর্থিক লেনদেন নিয়ে তদন্ত, শিবপুরে সিএ-র বাড়িতে ইডির তল্লাশি

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৩০ অক্টোবর ঃ ব্যাঙ্কের ঋণের টাকা কোন পথে সরানো হয়েছিল? ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার লেনদেনের অভিযোগের সূত্র ধরে এবার তদন্তে নামল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার সকাল থেকে হাওড়ার শিবপুর-সহ রাজ্যের চারটি জায়গায় একযোগে তল্লাশি চালান কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকরা। তদন্তে হাওড়ার শিবপুরের বিবেক বিহার আবাসনে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট সচিন জৈনের বাড়িতে তল্লাশি চালান ইডির আধিকারিকরা। পাশাপাশি কলকাতার লেকটাউন, হুগলির উত্তরপাড়ার শিবতলা স্ট্রিট এবং আসানসোলেও বিভিন্ন ঠিকানায় পৌঁছান তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ঝাড়খণ্ডের একটি বিদ্যুকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের অর্থ কলকাতায় সরিয়ে আনা এবং ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে সেই টাকা সাদা করার অভিযোগের তদন্ত চলছে। ঋণের অর্থ নির্ধারিত কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কোন ব্যক্তি ও সংস্থাগুলি যুক্ত এবং অর্থের প্রকৃত গতিপথ কী ছিল, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সেই সূত্রেই বিভিন্ন ঠিকানায় নথিপত্র ও আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। তবে শুক্রবারের অভিযানে কোনও নথি বা গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার হয়েছে কিনা, সে বিষয়ে ইডির তরফে এখনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দেওয়া হয়নি। তদন্তের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে এই আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে আরও কোনও তথ্য সামনে আসে কিনা, এখন সেদিকেই নজর।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টোরস বিভাগ কর্তৃক বিক্রেতা সম্মেলন

কলকাতা, ৩০শে অক্টোবরঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টোরস বিভাগ ২৯শে অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে একটি বিক্রেতা সম্মেলনের (ভেন্ডর মিট) আয়োজন করে। কলকাতার গার্ডেন রিচে অবস্থিত দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে, প্রিন্সিপাল চিফ মেটেরিয়ালস ম্যানেজারের তত্ত্বাবধানে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। 'ভিজিল্যান্স অ্যাওয়ারনেস উইক-২০২৬' (সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ-২০২৬) উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই সম্মেলনে প্রায় ২৫ জন বিক্রেতা অত্যন্ত উসাহের সঙ্গে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের স্টোরস, ভিজিল্যান্স এবং অন্যান্য বিভাগের আধিকারিকরাও এতে উপস্থিত ছিলেন।'মেক ইন ইন্ডিয়া' নীতি এবং 'আত্মনির্ভর ভারত' উদ্যোগের আওতায় নতুন উস (সোর্স) উন্নয়নের সরকারি নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, বিক্রেতা ও ক্রয়কারী সংস্থাগুলোর মধ্যে মতবিনিময়ের জন্য এই অনুষ্ঠানটি একটি অনন্য মঞ্চ হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি, নারী উদ্যোক্তা এবং এসসিএসটি সম্প্রদায়ের মালিকানাধীন এমএসই প্রতিষ্ঠানগুলোকে ক্ষমতায়নের ওপরও বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সম্মেলনে বিক্রেতাদের আইআরইপিএস ও জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত করা হয়। এছাড়া রেলওয়ের সুনির্দিষ্ট কারিগরি মানদণ্ড (স্পেসিফিকেশন), গুণমান বজায় রাখা এবং সময়মতো পণ্য সরবরাহের বাধ্যবাধকতাগুলো কঠোরভাবে মেনে চলার ওপর জোর দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারী বিক্রেতাদের বিভিন্ন প্রশ্ন, পরামর্শ এবং বাস্তব সমস্যাগুলো নিয়েও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

নিমপীঠে পিএম কিষানের ২৪তম কিস্তি প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, জয়নগর, ৩০ অক্টোবর ঃ কৃষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং কৃষিকাজে তাঁদের পাশে দাঁ।ানোর লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি (পিএম কিষান) প্রকল্পের ২৪তম কিস্তির অর্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান ঘিরে চাঁদের হাট বসল নিমপীঠে। শুক্রবার নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রে এই অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচারের আয়োজন করা হয়। সেখানে সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে মোট ১৩৪ জন কৃষক উপস্থিত ছিলেন। এদিন সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে গুজরাটের বানাসকাঁথায় আয়োজিত কেন্দ্রীয় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম কিষান প্রকল্পের ২৪তম কিস্তির অর্থ কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউংেট সরাসরি হস্তান্তর করেন। এই কিস্তিতে দেশের ৯.৩৪ কোটিরও বেশি কৃষকের অ্যাকাউংেট মোট ১৮,৬৯০ কোটি টাকারও বেশি অর্থ পাঠানো হয়। সেই অনুষ্ঠান সরাসরি দেখার জন্য নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্র বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উপ-কৃষি অধিকর্তা (প্রশাসন) মৃদুল কুমার ভক্ত, উপ-কৃষি অধিকর্তা (জল ব্যবস্থাপনা) জয়ন্ত মালাকার, জয়নগর-২ ব্লকের সহকারী কৃষি অধিকর্তা ড. দেবাশিস সাহু। এছা।াও উপস্থিত ছিলেন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ড. চঃদন কুমার মণ্ডল।কৃষি বিজ্ঞান কেঃদ্রের বিজ্ঞানীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. মানসী চক্রবর্তী, ড. প্রবীর কুমার গ।াই, ড. দীপক কুমার রায়, ড. সোমনাথ সরদার, ড. অরিত্র সরকার, ড. দেবীপ্রসাদ কাঁটাল, কুশল দাশগুপ্ত ও সুচন্দ্রা নিয়োগী-সহ অন্যান্যরা।

Omkara Assets Reconstruction Pvt. Ltd. OMKARA

রেজি. অফিসঃ৯,এম.পি.নগর,১ম রাস্তা,কঙ্গুনগর এক্সটেনশন,তিরুপুর-৬৪১৬০৭. ফোন নম্বর ০৪২১২২২১১৪৪. **কর্পোরেট অফিসঃ** কোহিনুর স্কোয়ার, ৪৭ তম তলা, এন.সি. কেলকার মার্গ, আর জি গডকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০০২৮. টেলিফোনঃ ০২২-২৬৫৪৪০০০

পরিশিষ্ট - IV-A নিয়ম ৮(৬) ও ৯(১)-এর শর্তাংশ দেখুন **ই-নিলামের তারিখ ২৬ নভেম্বর ২০২৬**

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম সংক্রান্ত গণবিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ (৬) এবং ৯ (১) এর বিধান অনুসারে পঠিত।

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা(গণ), জামিনদার(গণ) ও বন্ধকদাতা(গণ)-কে জানানো যাচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিটি সুরক্ষিত সম্পদ 'ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড'-এর নিকট বন্ধক রাখা হয়েছে বা দায়বদ্ধ করা হয়েছে। OARPL হলো ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত একটি কোম্পানি, যা 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' (২০০২ সালের ৫৪ নং আইন)-এর ৩ নম্বর ধারার অধীনে 'অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি' হিসেবে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকে নিবন্ধিত। কোম্পানিটির সিআইএন নম্বর হলো U67100TZ2014PTCO20363 এর নিবন্ধিত কার্যালয় ৯, এম.পি. নগর, ১ম স্ট্রিট, কোঙ্গু নগর এক্সটেনশন, তিরুপুর - ৬৪১ ৬০৭-এ অবস্থিত এবং কর্পোরেট কার্যালয় কোহিনূর স্কয়ার, ৪৭তম তলা, এন. সি. কেলকার মার্গ, আর. জি. গডকরি চক, দাদর (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০২৮-এ অবস্থিত। কোম্পানিটি ' পিএস-২৬২০২১-২২ ট্রাস্ট'-এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। এটি 'পুনাওয়ালা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড' (পূর্বনাম 'মাগমা হাউজিং ফাইন্যান্স লিমিটেড') থেকে ঋণগ্রহীতা(গণ)সহ-ঋণগ্রহীতা(গণ)বন্ধকদাতা(গণ)-এর বকেয়া ঋণের সমস্ত অধিকার, স্বত্ব ও স্বার্থ এবং সংশ্লিষ্ট জামানতসমূহ অধিগ্রহণ করেছে। এই অধিগ্রহণটি 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ৫ নম্বর ধারার অধীনে, ৩০-০৯-২০২১ তারিখের একটি 'অ্যাসাইনমেন্ট এগ্রিমেন্ট'-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছে। অধিকন্তু, সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক সুরক্ষিত সম্পদটির (সম্পদগুলোর) বাস্তব দখল গ্রহণ করা হয়েছে। নিচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা (গণ)জামিনদাতা (গণ)বন্ধকদাতা (গণ)-এর নিকট থেকে পাওনা অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে, উক্ত সম্পদটি (সম্পদগুলো) নিচে উল্লিখিত তারিখে যে অবস্থায় আছে, যেখানে আছে (As is where is), যেমন আছে, তেমনই (As is what is), যা কিছু আছে, তা-ই (Whatever there is) এবং কোনো দায়বদ্ধতা ছাড়া (Without recourse) ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে। রিজার্ভ প্রাইস (সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য), আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট বা জামানত বাবদ অর্থ এবং অন্যান্য বিবরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখঃ ১৬.০৪.২০২১		সশরীরে দখল গ্রহণের তারিখঃ২৩.০৯.২০২৪
ঋণগ্রহীতা ও সহ-ঋণগ্রহীতার নাম	বকেয়া পাওনা (টাকায়)	সর্বনিম্ন বিক্রয়মূল্য ১১,৭০,০০০ টাকা
১. শেখ বাকি বিললাহ (ঋণগ্রহীতা)(ঋণগ্রহীতা / বন্ধকদাতা) ২. এস কে বেবেকা বেগম (সহ-ঋণগ্রহীতা)	৩১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী ৬১,৫৭,২৩২- টাকা (একষট্টি লক্ষ সাতান্ন হাজার দুইশত বত্রিশ টাকা মাত্র)। (৩১.১০.২০২৬ তারিখ অনুযায়ী মোট বকেয়া ৩৭,১৬,৬০২- টাকা, এর সাথে চুক্তিভিত্তিক সুদ এবং অন্যান্য দণ্ডমূলক চার্জ বাবদ ২৪,৪০,৬৩০- টাকা।)	ইএমডি ১,১৭,০০০ টাকা ক্রমবর্ধমান মূল্য ২০,০০০ টাকা

পরিদর্শনের তারিখঃ ২০.১১.২০২৬, সময়ঃ দুপুর ১.০০টা - বিকেল ৪.০০টা।

সম্পত্তির বিবরণঃ আকাশ টিনা অ্যাপার্টমেন্ট , ফ্ল্যাট নং ২ সি, উত্তর দিক, ২য় তলা, এলআর ডিএজি নং ৮৭৬, ৮৯৪, এলআর কেএইচ নং ১০৮৭ ও ৫৩৪, হোল্ডিং নং ৬৪, উত্তর জাগাচা, ১ম বাই লেন, পিএস জাগাচা, ওয়ার্ড নং ৪৭, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেটের অধীনে, হাওড়া- ৭১১১১২। আবাসিক ইউনিটের ক্ষেত্রফলঃ ৭৩১ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া)

ইএমডি প্রদান ও দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ২৫.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত।

নিলামের তারিখ ও সময়ঃ তারিখঃ ২৬.১১.২০২৬, সময়ঃ বিকাল ৩.০০টা - বিকাল ৫.০০টা।

শর্তাবলিঃ১. নিলামটি OARPL-এর অনুমোদিত পরিষেবা প্রদানকারী Ms. ARCA EMART PVT. Ltd.-এর মাধ্যমে 'অনলাইন'-এ পরিচালিত হবে। ই-নিলাম সংক্রান্ত নথিপত্রে অনলাইন বিড ফর্ম, ঘোষণাপত্র এবং সাধারণ শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা www.auctionbazaar.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। বিক্রয় সহায়তা সংক্রান্ত যোগাযোগঃ ল্যান্ডলাইন / মোবাইল নম্বর - ৮৩৭০৯৬৯৬৯৬ হেল্পলাইন ই-মেইল আইডি -contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিঃ মিসেস এম. কিরণমাই (Mrs. M. Kiranmai), মোবাইল নম্বর - ৭৯৯৭০৪৩৯৯৯, ই-মেইল - kiran@auctionbazaar.com। ২. যে সকল আগ্রহী দরদাতা ইএমডি জমা দিয়েছেন এবং লগইন আইডি ও পাসওয়ার্ড তৈরি করা, তথ্য আপলোড করা, বিড জমা দেওয়া বা ই-বিডিং প্রক্রিয়ার ওপর প্রশিক্ষণের মতো বিষয়ে সহায়তার প্রয়োজন বোধ করছেন, তারা নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেনঃ ল্যান্ডলাইন / মোবাইল নম্বর - ৮৩৭০৯৬৯৬৯৬ হেল্পলাইন ই-মেইল আইডি -contact@auctionbazaar.com / support@auctionbazaar.com দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি মিসেস এম. কিরণমাই, মোবাইল নম্বর - ৭৯৯৭০৪৩৯৯৯, ই-মেইল -kiran@auctionbazaar.com। ৩. সম্পত্তি সংক্রান্ত কোনো প্রশ্ন থাকলে বা সম্পত্তির তালিকা যাচাই করতে চাইলে, আগ্রহী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট অনুমোদিত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করতে পারেনঃ জনাব শাকিল নিপানি (Mr. Shakil Nipani), মোবাইল নম্বর - ৯১ ৯১৬৭৪৯০৯৭৭, ই-মেইল - shakil.nipaniomkaraarc.comú এছাড়া, কর্মদিবসে অফিস চলাকালীন সময়ে উপরে উল্লিখিত ঠিকানাতেও যোগাযোগ করা যেতে পারে। ৪. অনুমোদিত কর্মকর্তার জানা ও তথ্য অনুযায়ী, উপরের তালিকায় উল্লিখিত বিষয়গুলো ছা।া সম্পত্তিটির ওপর অন্য কোনো দায়বদ্ধতা নেই। ৫. যে সকল দরদাতা বিড জমা দিয়েছেন, ধরে নেওয়া হবে যে তারা ই-নিলাম বিক্রয়ের শর্তাবলি প।েছেন ও বুঝেছেন এবং তারা এই শর্তাবলি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন। অধিকন্তু, এটি ধরে নেওয়া হবে যে, দরদাতারা 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬' (Insolvency Bankruptcy Code, 2016)-এর ২৯এ (২৯ক) ধারার মূল উদ্দেশ্য ও চেতনা অনুযায়ী-বিশেষ করে 'সম্পর্কিত পক্ষ লেনদেন' (Related Party Transactions)-এর ক্ষেত্রে-এই নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করেছেন। আগ্রহী দরদাতাদের অবশ্যই 'ইনসলভেন্সি অ্যান্ড দেউলিয়া কোড, ২০১৬'-এর ২৯এ ধারা মেনে চলতে হবে এবং তাদের দরপত্রের সাথে এ সংক্রান্ত একটি ঘোষণাপত্র জমা দিতে হবে। এই শর্ত পালনে ব্যর্থ হলে, জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে।বিক্রয় সংক্রান্ত বিস্তারিত শর্তাবলি জানার জন্য অনুগ্রহ করে সুরক্ষিত পাওনাদারের (Secured Creditor) ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্কে (http://omkaraarc.comauction.php) ভিজিট করুন।

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং ৯(১) এর অধীনে বিক্রয়ের জন্য বিধিবদ্ধ বিজ্ঞপ্তি। এই বিজ্ঞপ্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এবং ৯(১) এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর বিধান অনুসারে উপরোক্ত ঋণ অ্যাকাউন্টের ঋণগ্রহীতা। জামিনদারদের জন্য ত্রিশ (১৫) দিনের একটি বাধ্যতামূলক বিজ্ঞপ্তি, তাদের উপরোক্ত উল্লিখিত তারিখ এবং সময়ে পাবলিক নিলামের মাধ্যমে বিক্রয় অনুষ্ঠিত হওয়ার বিষয়ে অবহিত করা হচ্ছে এবং তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে যে, যদি তারা চান, তবে উপরে উল্লিখিত বকেয়া পাওনা এবং পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অতিরিক্ত সুদ, খরচ ও ব্যয় পরিশোধ করে সম্পদগুলি খালাস করতে পারেন। অর্থ পরিশোধে খেলাপি হলে, অনুমোদিত কর্মকর্তা সুরক্ষিত ঋণদাতার বিবেচনার ভিত্তিতে সম্পত্তিটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর নিয়ম ৮ (৫) এ নির্ধারিত যেকোনো পদ্ধতিতে বিক্রি করা হবে।

স্থানঃ হাওড়া, কলকাতা স্বাক্ষরিত- অনুমোদিত আধিকারিক, ওমকারা অ্যাসেটস রিকনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড
তারিখঃ ৩১-১০-২০২৬ ('ওমকারা পিএস২৬২০২১-২২ ট্রাস্ট'-এর ট্রাস্টি হিসেবে দায়িত্ব পালনরত)

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩২৬ সংখ্যা, শনিবার , ১৩ কার্তিক, ১৪৩৩

হীরালাল সেন

ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক হীরালাল সেন মৃত্যু বরণ করেন ২৯ অক্টোবর, ১৯১৭ সালে। ছাত্র অবস্থায় তিনি চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৯০০ সালে ফরাসি কোম্পানি ভারতীয় উপমহাদেশের রাজাদের হাতি, ঘোড়া, উট, ইত্যাদি সহ শোভাযাত্রা, সাপের খেলাসহ বিভিন্ন ধরনের খেলার ছবি তুলে ইউরোপ, আমেরিকায় দেখাত। আর এর জন্য তারা এদেশে কিছু ক্যামেরাম্যান নিয়ে আসেন ছবি তোলার জন্য। হীরালাল তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করেন এবং তাদের কাছ থেকে ক্যামেরা চালানো শেখেন। আই, এস, সি পড়ার সময় তিনি লেখাপড়া বাদ দিয়েই চলচ্চিত্র পেশায় যোগদেন। ১৮৯৮ সালে হীরালাল সেন ও তার ভাই মতিলাল সেন রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি তৈরি করেন। এরপর শুরু করে দেন বিভিন্ন ধরনের প্রদর্শনী। ১৮৯৯ সালে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চ ভাড়া করে একটি প্রদর্শনী করেন যা বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। এই সব প্রদর্শনীতে সাফল্য অর্জন করার পর তিনি চিত্র নির্মাণের চিন্তা শুরু করেন। কিন্তু তাঁর নিজের কোন ক্যামেরা ছিল না। প্যাথে ফ্রেবিজো ও আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের ক্যামেরা ভাড়া নিয়ে অনেক ধরনের ছবি তোলা শুরু করেন। কিছু দিন পর নিজেই ক্যামেরা কেনার চিন্তা করেন। ১৯০০ সালে রয়েল বায়স্কোপ কোম্পানি লন্ডন ওয়ারউইক ট্রেডিং কোম্পানি থেকে ক্যামেরা প্রজেক্টর মেশিন ও বিভিন্ন ধরনের চলচ্চিত্র প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানি করে। হীরালাল সেন এরপর থেকে শুরু করেন নিজের ক্যামেরা দিয়ে ছবি তোলা ও চলচ্চিত্র নির্মাণ। হীরালাল সেনের সুনাম দ্রুত চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নিজের ক্যামেরা দিয়ে তোলা ছবির প্রদর্শনীতে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেন। ১৯০১ সালে ৯ ফেব্রুয়ারি ক্লাসিক থিয়েটার চিত্রায়িত করেন কিছু বাংলা নাটকের বিশেষ বিশেষ দৃশ্য। এর মধ্য ছিল আলী বাবা, সীতারাম, হরিপদ, ভ্রমর, সরলা, দোলযাত্রা, বুদ্ধ ইত্যাদি। ১৯০১ সালের ১৩ ডিসেম্বর তিনি ব্যবসায়িকভাবে চিত্র প্রদর্শনী শুরু করে। তাঁর প্রদর্শনী দেখার জন্য আসেন প্রধান বিচারপতি স্যার উইলিয়াম ম্যাকমিলান। হীরালাল সেন তাঁর নিজ গ্রাম বগজুরিতে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তিনি তাঁর বাড়ির নাট মন্দিরে ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সালে পর্যন্ত তিনি প্রদর্শনী চালু রাখেন। ১৯০০ সালে ২ ফেব্রুয়ারি তার প্রতিষ্ঠিত রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি কলকাতার বিভিন্ন বিখ্যাত ব্যক্তির বাসভবনে প্রদর্শনী করেন। তিনি একই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন গ্রামে গঞ্জে এবং উড়িষ্যা উত্তর প্রদেশে ও বিহারে বিভিন্ন স্থানে বায়স্কোপ প্রদর্শন করেন। হীরালাল সেন তার ছোট ভাই মতিলাল সেন ও দেবকিলাল সেন এবং তাঁর বোনের ছেলে ভোলানাথ সেনকে নিয়ে দি রয়েল বায়োস্কোপ কোম্পানি ব্যানারে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তিনি তার নিজ গ্রামে বগজুরিতে প্রতিষ্ঠা করেন ফটোগ্রাফি প্রতিষ্ঠান, অমরাবতী ফাইন আর্টস এসোসিয়েশন এবং এইচ,এল সেন এ্যান্ড ব্রাদার্স। ১৯০২ সালে তিনি শরীয়তপুর জেলার পালং থানায় বায়স্কোপ প্রদর্শনী করেন। তিনি যখন ঢাকায় পড়তেন তখনই ফটোগ্রাফির প্রতি আকৃষ্ট হন।

উত্তর কলকাতায় মিষ্টি রাজ

উত্তর কলকাতা হচ্ছে বাংলার মিষ্টির সাম্রাজ্য। এখানে ভোলা ময়রা থেকে শুরু করে নবীন চন্দ্র দাস মিষ্টি তৈরির দোকান করেছিলেন। ভোলা ময়রার ছানার জিলিপি এবং রসমালাই বিখ্যাত ছিল। নবীনচন্দ্র দাস তো রসগোল্লা প্রথম তৈরি করেছিলেন। গিরীশচন্দ্র দে ও নকুড় চন্দ্র নন্দী, হেদুয়া, কলকাতা। বাঙালি ও মিষ্টি যেন একই শব্দের দুই সমার্থক শব্দ। আমাদের কলকাতা শহর মিষ্টির জন্যে সারা বিশ্বে পরিচিত। আমাদের এই শহর ও শহরতলিতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বহু নামীদামী মিষ্টির দোকান। এই সমস্ত মিষ্টির দোকান নিয়েই এই সিরিজ। রামদুলাল সরকার ছিলেন প্রথম বাঙালি কোটিপতি। তাঁর নামেই নামাঙ্কিত হেদুয়া অঞ্চলের রামদুলাল সরকার স্ট্রিট কলকাতায় মিষ্টি পাড়া নামে পরিচিত। এলাকা জুড়ে রয়েছে বেশ কিছু প্রাচীন ও নতুন মিষ্টির দোকান। তবে তাঁদের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই গিরীশচন্দ্র দে ও নকুড়চন্দ্র নন্দী। ১৮৪৪ সালে মহিশ দে নামক জনৈক ব্যক্তি ও তাঁর একমাত্র পুত্র গিরীশচন্দ্র দে এই অঞ্চলে শুরু করেন একটি মিষ্টির দোকান। তখন দোকানে পাওয়া যেত সন্দেশ ও সন্দেশ থেকে তৈরি নানারকম মিষ্টি। কড়া পাকের সন্দেশ ছিল তাঁদের বৈশিষ্ট্য। গিরিশচন্দ্র দে-র একমাত্র কন্যা বিবাহ বন্ধনে আবধ্য হন হুগলী জেলার জনাইয়ের নকুড়চন্দ্র নন্দীর সহিত। পরবর্তীকালে জামাই ও শ্বশুরমশাই একসাথে দোকানের হাল ধরেন এবং সেই থেকে শুরু হয় কলকাতার অন্যতম সেরা মিষ্টির দোকানের যাত্রা। আগামী দিনে নকুড় বাবুর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরেই চলছে এই প্রসিদ্ধ মিষ্টির দোকান। কলকাতায় আজ যেখানে বেশীরভাগ মিষ্টির দোকানে ছানা মাখা হয় মেশিনের সাহায্যে, গিরীশচন্দ্র দে ও নকুড়চন্দ্র নন্দীর এই দোকান আজও বিশ্বাস রাখে মিষ্টি তৈরির হস্তশিল্পে। মিষ্টি তৈরির কোনও উপকরণ কিনে ব্যবহার করা হয় না। একেবারে কাঁচামাল কিনে একদম সবকিছু তৈরি হয় দোকানের ভিতরেই। ১৮০ বছরেও শহরে এঁদের কোনও শাখা নেই। এই দোকানে রসগোল্লা, বা কোন রসের মিষ্টি পাওয়া যায় না। এখানে সন্দেশের বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মত। গত প্রায় দুই শতাব্দী জুড়ে বহু বিশিষ্ট মানুষের পদধূলি পড়েছে এই মিষ্টির দোকানে। তাঁদের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, উত্তম কুমার, রাজীব গান্ধীর নাম অন্যতম। অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইয়ের বিয়েতে কলকাতার এই মিষ্টির দোকান থেকেই মিষ্টি গিয়েছিল। এখানে সব সন্দেশেরই সমান জনপ্রিয়তা রয়েছে। তবুও এখানকার মালাই রোল, সৌরভ ও সচিন সন্দেশ, পারিজাত সন্দেশ, সিঙ্গারা সন্দেশ, জলভরার নাম সারা বাংলায় বিখ্যাত।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

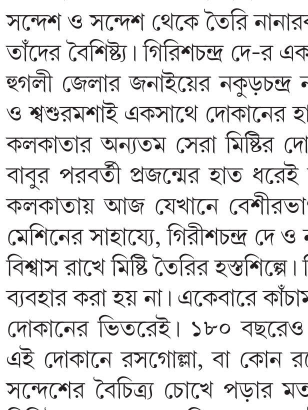

ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মনের শক্তি দিয়ে লাভ করতে হবে। সামাজিক শক্তিকে সবল করতে হবে। পারিবারিক শক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে। । মা ভবতারিণী পরম সত্যের উপাসক। মানব শক্তি অর্জন করতে হবে মায়ের কাছ থেকে ।ঈশ্বর আছেন। তিনি সবার মনের মধ্যে বিরাজ করে থাকেন। তিনি কাউকে অবহেলা করেন না। সবাইকে ঈশ্বর গ্রহণ করেন। কোনও একটি বিশেষ বিষয়ের মধ্যে থাকা একেবারে চলবে না। সব বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে হবে। যিনি তা হতে পারবেন তিনি নিষ্ঠাবান শিক্ষায় শিক্ষিত হবেন।

বিবেকানন্দ দর্শন

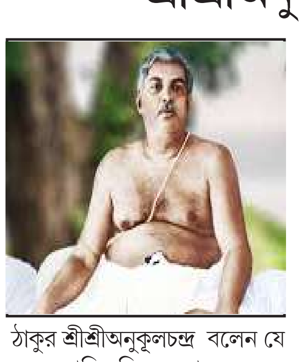

স্বামী বিবেকানন্দ শক্তির কথা বলতেন পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার শক্তি দিয়েছিলেন। অর্ধমকে ত্যাগ করে মানব ধর্মকে গ্রহণ করতে হবে। তবেই মানব জীবন মহৎ পথ ধরে এগিয়ে যেতে পারবে। ধর্ম মানুষকে আলোর পথ দেখাবে। সে ধর্ম হচ্ছে সেবা। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। সব ধর্মে ওপরে তার স্থান। সত্যের বিকাস করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে পাশে দাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সম্পদশালী করতে হবে। মনকে শক্তিশালী করলে তবেই জয়।

উদ্ভট অসম্ভব নিয়ে কারবার কবির

রবীন্দ্রকুমার শীল

কবি সুকুমার রায় এমন সব শব্দ ব্যবহার করে আজগুবি কবিতা লিখতেন তা নিয়ে সেই সময়ে পাঠক মহলে হইচই পড়ে যেত। তাঁর প্রতিটি লেখাই চমকপ্রদ। ছোটবেলায় ' অবাক জলপান' নাটকটা কতবার যে পড়েছি এবং বন্ধুদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা ও নাটক মঞ্চস্থ করেছি তা এখন ভাবলে এখন অবাক হয়ে যাই। 'জল' যে কত রকমের হতে পারে তা কবি সুকুমার ছোটবেলায় আমাদের শিখিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে। কবি সুকুমার রায়ের কবিতার বই 'আবোল তাবোল' প্রাকশিত হয়েছিল ১৯২৩ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর। বইয়ের মলাট অলঙ্করণ তিনিই করে গিয়েছিলেন। কবি সেই বই দেখে যেতে পারেন নি। বই প্রকাশের দশদিন আগেই অর্থাৎ ৯ সেপ্টেম্বর তিনি পরলোক গমন করেন। তাঁর কবিতার শিল্প সৃষ্টি শতবর্ষ অতিক্রম করে প্রবাহিত হবে এটা নিশ্চিতকরে বলে দেওয়া যেতে পারে। 'আবোল তাবোল' কবিতার ভূমিকায় লিখতে দিয়ে তিনি লিখেছেন 'কৈফিয়ৎ'। কবি স্বয়ং সুকুমার রায় কেন এই কবিতার বইটি লিখলেন তার জবানবন্দি দিয়েছেন এই কৈফিয়ত' অংশে। তিনি লিখেছেন-" যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই। সুতরাং, সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।' একেবারে স্পষ্ট করে তিনি বলেই দিলেন যে যে সব পাঠকদের রসবোধ নেই, তাদের জন্য এই পুস্তকটি নয়। কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল সারা বাংলা জুড়ে এই বইটির পাঠক তৈরি হয়ে গিয়েছে। সবাই বইটির কথা জানে এবং পড়তে ভালোবাসে। আজও সমানভাবে চলেছে এই বইটিকে নিয়ে পড়া এবং আলোচনা। শতবর্ষ অতিক্রান্ত হতে চলেছে তবুও বইটির জনপ্রিয়তা কমেনি। বরং আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। 'আবোল তাবোল' বইটির প্রথম কবিতা হচ্ছে 'আবোল তাবোল'। এই কবিতায় তিনি লিখছেন,-" আয়রে ভোলা খেয়াল-খোলা /স্বপন দোলা নাচিয়ে আয় /আয়রে পাগল আবোল তাবোল /মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়।"

ঊনবিংশ শতাব্দীতে কলকাতার গড়পারে একদিকে বিজ্ঞানচর্চা, অন্যদিকে সাহিত্যচর্চার অন্যতম সেরা স্থান হিসাবে গণ্য হতে শুরু করে। বিজ্ঞানে আচার্য জগদীশচন্দ্র বোস, সাহিত্যে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর অবস্থান এখানেই। এখান থেকেই শুরু হয়েছিল তাঁদের সৃষ্টিকর্মের জয়যাত্রা। বাংলার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যেতে এঁরাই সচেষ্ট হয়েছিলেন। এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ফেডারেশন হল' (১৯০৫ সালে) বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে। এই মানিকতলায় থাকতেন রাজা রামমোহন রায়। এই স্থানেই বসতো ইয়ং বেঙ্গলের সভা, যার নেতৃত্ব দিতেন হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিও। আবার এখানেই ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর বিপ্লবীরা বোমা

মতো প্রমুখ বিপ্লবী। এই খানেই গড়ে উঠেছিল প্রথম বিপ্লবী গুপ্ত সমিতি। সেই কারণে গড়পারের পাশাপাশি মানিকতলার নাম চিরকাল বাংলার ইতিহাসের পাতায় খদিত হয়ে থাকবে। এই স্থানকে নিয়ে কেউ যদি লিখতে চান তাহলে তাঁর গ্রন্থ বিশাল আকারে পরিণত হবে। অবশেষে উপস্থিত হলাম সেই তীর্থস্থানে যেটা দেখার প্রবল ইচ্ছা ছিল। ১০০এ গড়পার রোড। দোতলা বাড়ি। এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ১৯১৪ সালে। এখানেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন সুকুমার রায়। কবি সুকুমার রায় পরলোকগমন করলে এই বাড়িতে থাকার আর বাসনা জাগেনি রায় পরিবারের সদস্যদের।

'আয়রে ভোলা খেয়াল-খেলা / স্বপ্নদোলা নাচিয়ে আয়, / আয়রে পাগল আবোল তাবোল/ মত্ত মাদল বাজিয়ে আয়'-শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' কবিতা গ্রন্থের প্রথম কবিতায় দেশের সমস্ত স্তরের মানুষদের তাঁর কবিতার আনন্দের স্বাদ গ্রহণ করতে আহ্বান করলেন। বাংলার সমস্ত স্তরের লোককে আহ্বান জানিয়েছেন তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাসির জগতে সামিল হতে। বাংলার কবিতার গ্রন্থটি শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার কাছে সমানভাবে জনপ্রিয়তা অর্জন করতে সমর্থ হয় কাব্যের উদ্ভট এবং অস্বাভাবিক কবিতার রসানুভূতি লাভ করার জন্য। এই কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্য কবি সুকুমার রায়ের। যদিও উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই

'গোঁফ চুরি' এই বইটির আকটি বিখ্যাত রস কবিতা। সেখানে কবি লিখছেন-' হেড অফিসের বড়ো বাবু লোকটি বড় শান্ত. তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনো জানতো' গোঁফ চুরি নিয়ে আজব কবিতা লিখলেন কবি। 'ভীষণ রেগে বিষম খেয়ে দিলেন লিখে খাতায়-/" কাউকে বেশি লায় দিতে নেই, সবাই চড়ে মাথায়।/ আফিসের এই বাঁদরগুলো মাথায় খালি গোবর,/ গোঁফ জোড়া যে কোথায় গেল কেউ রাখে না খবর।" বিজ্ঞানকে সঙ্গে নিয়ে এই রকম আজব মস্করা করতে পারতেন কবি সুকুমার রায়। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। 'খুড়োর কল' কবিতার মধ্যে অজব বিজ্ঞানের প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়- " কল করছেন আজব রকম চণ্ডীদাসের খুড়ো-/ সবাই শুনে শাবাশ বলে পাড়ার ছেলে বুড়ো।' কবি সুকুমার তাঁর সাহিত্যকে ননসেন্স সাহিত্য বলে মনে করতেন।

কবি সুকুমার রায় নিজে খুব গম্ভীর থাকলেও তাঁর মনের মধ্যে যে একটা আনন্দের ফল্গুধারা নিরন্তর বয়ে চলতো তারই প্রতিফলন দেখতে পাওয়া গেল তাঁর রচিত সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে। তিনি যে মনে প্রাণে মানুষকে আনন্দের মধ্যে রাখতে চান তার চিত্র তাঁর প্রতিটি লেখায় ধরা পড়েছে। ননসেন্স সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়েই মানুষকে আনন্দ দান করাই ছিল কবি সুকুমার রায়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু সেটা প্রধান হলেও তাঁর রচিত সাহিত্যের মধ্যে তৎকালীন সমাজের চিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। অনেক সময়ে হাসির ছলে কবিতা রচনা করে সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত করেছেন এবং সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন পরোক্ষভাবে। আবার হাসির আড়ালে তিনি সমাজের করুণচিত্রকে তুলে ধরেছেন তা নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে আজও আমাদের মন ব্যথিত হয়ে ওঠে। কবিদের সাহিত্যকীর্তির মধ্যে লুকিয়ে থাকে সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ। তারই সুর শুনতে পাওয়া যায় শিশু সাহিত্যিক সুকুমার রায়ের রচিত শিশুদের জন্য কবিতা, নাটক, গল্প ও প্রবন্ধে। হাসির আড়ালে কবি সুকুমার পরোক্ষভাবে সমাজ ব্যবস্থার প্রতি যে তীব্র প্রতিবাদ করেছেন- তা নিয়ে আলোচনা করতেই এই প্রবন্ধের অবতারণা। কবি সুকুমার রায় জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৭ সালে ৩০ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন। ১৯০৬ সালে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা নিয়ে ডাবল অনার্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বন্ধুদের নিয়ে গঠন করলেন 'ননসেন্স ক্লাব'। এই ননসেন্স ক্লাব গঠন করার পেছনে রয়েছে সেই সময়ের যুব সম্প্রদায়ের একটি ক্ষোভ। ভারত তখন পরাধীন। মাত্র কয়েকটি ইংরেজ গোটা ভারতবর্ষে রাজত্ব করে চলেছে আর ভারতবাসীরা তাদের কাছে মাথা নত করে ইংরেজ শাসন ব্যবস্থাকে মেনে নিয়েছে। পরাধীন যুগে ভারতবাসীরা তাদের জন্মভিটেয় অবহেলিত, কালা আদমি বলে চিহ্নিত, ইংরেজদের কাছে ক্রীতদাসের মতো জীবন যাপন করছে। অনেকটা ননসেন্স-এর মতো। নিজ মাতৃ ভূমিতে পরদেশী হয়ে বসবাস করার যে কতটা লজ্জা তা কবি সুকুমার রায় আঘাত দিয়ে ছিল।

তাঁর সাহিত্যে এমন সব উদ্ভট কল্পনা চিত্র প্রয়োগ করতেন যার কোনও সেন্স থাকতো না। প্রকৃত অর্থে অস্বাভাবিক সাহিত্য রচনা করাই ছিল তার আসল উদ্দেশ্য। কিন্তু অস্বাভাবিক কল্পনা চিত্র অঙ্কিত করে সাহিত্য রচনা করার মধ্যে দিয়েও সেই যুগের চিত্র ধরা পড়ে। বিশ্বকবি তাঁকে ভালোবাসতেন।

বইয়ের জগতে দাশগুপ্ত

রোজিনা ব্যানার্জি

কলেজ স্ট্রিটের সবচেয়ে পুরনো বইয়ের দোকান দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। বললাম বটে সবচেয়ে পুরনো বইয়ের দোকান, তবে কিন্তু এটাই প্রথম বইয়ের দোকান নয়, কলেজ স্ট্রিটের প্রথম বইয়ের দোকানের নামটি আমি এই মুহূর্তে ভুলে গেছি। অবশ্য এই বইয়ের দোকানের ইতিহাস ও চমকে দেওয়ার মত। এই দোকানটি প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সাক্ষী থেকেছে, নকশাল আন্দোলন দেখেছে, স্বাধীনতা সংগ্রাম,ও স্বাধীনতা লাভ দেখেছে, তবে শুধু দেখেইনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গ দিয়েছে এই দোকানটি। চলুন সেই সব ইতি হাসের পাতা একটু উল্টে দেখি।

তখন চারিদিকে ব্রিটিশ বিরোধী হাওয়া বইছে, ব্রিটিশরা হন্নে কুত্তার মত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামী দের খুঁজে চলেছে, হঠাৎ হঠাৎ বুটের শব্দ সাধারণ মানুষের পিলে চমকে উঠছে, কিন্তু ভারতের তৎকালীন তরুণ প্রজন্ম ঐ শব্দের ভয় পায় না, তবে তাঁরা সতর্ক থাকেন। সেই কঠিন সময়ে এই বইয়ের দোকানটি বিপ্লবীদের গোপন আস্তানা হয়ে উঠেছিল। আমি যেখানে বই হাতে নিয়ে বসে আছি এই উপর তলায় বিপ্লবীদের গোপন বৈঠক হতো। এখানেই নিষিদ্ধ বিপ্লবী সাহিত্য লুকিয়ে রাখা হতো। ব্রিটিশ পুলিশ তল্লাশি চালাতে এলে নিচতলা থেকে এক বিশেষ সংকেত বা বাঁশির আওয়াজে বিপ্লবীদের সতর্ক করা হতো, এবং বিপ্লবীরা বুঝতে পেরে এক ছাদ থেকে লাফ দিয়ে অন্য ছাদ দিয়ে পালিয়ে যেতন। সেই ঐতিহাসিক স্থানে বসে অনেক বার প্রণাম জানিয়েছি আমাদের দেশের সেই সমস্ত বীর সন্তানদের যাঁদের আত্মত্যাগের বিনিময়ে আজকে আমি এখানে নিশ্চিন্তে বসে বই পড়তে পারছি। এবং আমি বরাবরই মন থেকে শ্রদ্ধা করি যে সমস্ত পরিবার সেই সময় স্বাধীনতা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের কাছে আমরা চিরকাল ঋণী থাকব।

এই দাশগুপ্ত পরিবার টি আজও দেশের কথা ভাবে, দশের কথা ভাবে এবং বিশেষ করে সাধারণ মানুষের কথা ভাবে, তাই আমি কোটি কোটি প্রণাম জানাই দাশগুপ্ত পরিবারকে।

করোনার পরপর এই দাশগুপ্ত বইয়ের দোকানটিতে হেরিটেজ ভবনের দ্বিতীয় তলায় প্রায় ২, ০০০ বর্গফুট আয়তন জুড়ে একটি ফ্রি রিডিং লাইব্রেরি খুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে বইয়ের সংখ্যা কম বেশি দশ হাজারের মতো হবে। এখানে বসে যতক্ষণ ইচ্ছে পড়তে পারবে, কেউ তোমাকে ডিসটার্ব করবে না। এখানে বাংলা ইংরেজি মিলিয়ে সব ধরনের বই রয়েছে। এবং এমন কিছু কিছু বই আছে যেগুলো বর্তমানে আর ছাপা হয় না। আমাদের হাতেই বিনয় ঘোষের তেমনি একটি বই পরেছিল, যার মূল্য পঞ্চাশ টাকা লেখা, মানে অনেক আগে কিন্তু এখন ঐ বইটি আর প্রিন্ট হয় না।সবচেয়ে বেশি মন কেড়েছে এখানকার অদ্ভুত নিশ্চুপ নিরব এক পরিবেশ। নীচ দিয়েই ভু ভা করে গাড়ি ছুটে চলেছে, চারিদিকে তীব্র যানজট, শব্দ কিলবিল করছে সেখানে দাঁড়িয়ে কলেজ স্ট্রিটের বুকে এমন নিরিবিলি পরিবেশে মন না কেড়ে কি পারে বলো?

এখানে দোতলায় উঠতেই এক কোণে ছোট্ট একটি মিউজিয়াম বা সংগ্রহশালা রয়েছে, সেখানে রয়েছে লন্ডন থেকে আনা প্রাচীন তুলা যন্ত্র, ১৯৪১ সালের ব্যবহৃত টেলিফোন, একটি সুইস দেওয়াল ঘড়ি। এই দোকানের প্রতিষ্ঠাতা গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত এবং তাঁর পরবর্তী প্রজন্মের ব্যবহৃত কিছু জিনিসপত্র এবং ছবি। এটি কিন্তু শুধু বইয়ের দোকান নয়, এটি এই প্রতিষ্ঠানের বিবর্তন এবং কলকাতা বইপাড়া বিবর্তনের এক জীবন্ত দলিল। একশো চল্লিশ টা বছর মুখের কথা নয়, সেই সুদূর পদ্মাপাড়, বাংলাদেশর কালিয়াগ্রাম থেকে কলকাতায় আসা গিরিশচন্দ্র দাশগুপ্ত ১৮৮৬ সালে মাত্র চল্লিশ পঞ্চাশটি বই নিয়ে ৬৪ নম্বর কলেজ স্ট্রিটের বুকে প্রতিষ্ঠা করলেন দাশগুপ্ত এন্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯০২ সালে দোকান টি বর্তমান ঠিকানা ৫৪/৩ কলেজ স্ট্রিট এ স্থানান্তরিত হয়। এই সময় গিরিশ চন্দ্র মহাশয়ের পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত দায়িত্ব নেন। তাঁর সময়ে ই এই দোকানটি দ্রুত খ্যাতি লাভ করে। এই দোকানের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল আজও পর্যন্ত এর মালিকানা বা পরিচালনার দায়িত্ব পরিবারের হাতেই রয়েছে। এই বইয়ের দোকানে এসেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের মত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। বই পাড়ায় একটি প্রচলিত সুবাদ আছে যে বই দাশগুপ্তে পাওয়া যায় না, তা ভারতবর্ষের কোথাও পাওয়া যায় না। আমরা যতবার যাই ততবার মুগ্ধ হই এই দোকানের বর্তমান প্রজন্ম অরবিন্দ দাশগুপ্ত মহাশয়ের ব্যবহারে। কি অমায়িক পার্সোনালিটি, সুমিষ্ট ভাষা? এটাই তাঁর কাছে সম্পদ বলা যায়।

পাকিস্তানের ছায়ায় ভারত - তুরস্ক কূটকৌশল চলছে

অনিকেত নস্কর

পাকিস্তানের ছায়ায় ভারত-তুরস্ক সম্পর্কঞ্জ কৌশলগত সম্ভাবনা ও অবিশ্বাসের দীর্ঘ ইতিহাস। ভারত ও তুরস্ক;দুই দেশই ইতিহাস, সংস্কৃতি, ভূরাজনীতি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাবনার দিক থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। একদিকে বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ গণতন্ত্র ও দ্রুত বিকাশশীল অর্থনীতি ভারত, অন্যদিকে ইউরোপ ও এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত ন্যাটোর সদস্য তুরস্ক। ভৌগোলিক অবস্থান, আঞ্চলিক প্রভাব, প্রতিরক্ষা সহ যোগিতা এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিস্তৃত সুযোগ রয়েছে। অথচ সেই সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও ভারত-তুরস্ক সম্পর্ক দীর্ঘদিন ধরেই আস্থার সংকটে ভুগছে। এই দূরত্বের অন্যতম প্রধান কারণ পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের ঘনিষ্ঠতা এবং কাশ্মীর প্রশ্নে আঙ্কারার ধারাবাহিক অবস্থান। ফলে দুই দেশের সম্পর্ক কেবল দ্বিপাক্ষিক স্বার্থের ভিত্তিতে এগোতে পারেনি; তার উপর বারবার পড়েছে দক্ষিণ এশিয়ার ভূরাজনীতি ও পাকিস্তানকেন্দ্রিক কূটনৈতিক সমীকরণের ছায়া।

ভারত ও তুরস্কের সম্পর্কের বর্তমান পরিস্থিতি বুঝতে হলে প্রথমেই স্বীকার করতে হবে যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে বন্ধুত্ব ও বিরোধের কোনও স্থায়ী সূত্র নেই। রাষ্ট্রগুলি সাধারণত নিজেদের নিরাপত্তা, অর্থনীতি, আঞ্চলিক প্রভাব এবং কৌশলগত স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েই বিদেশনীতি নির্ধারণ করে। সেই বিচারে তুরস্কের পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তার নিজস্ব কূটনৈতিক হিসাবের অংশ হতে পারে। কিন্তু যখন সেই সম্পর্ক ভারতের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে পড়ে, তখন দ্বিপাক্ষিক আস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া স্বাভাবিক। বিশেষ করে কাশ্মীরের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে তুরস্কের প্রকাশ্য মন্তব্য নয়াদিল্লির কাছে কেবল একটি বিদেশি রাষ্ট্রের মতামত হিসেবে বিবেচিত হয় না; বরং তা ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপের প্রশ্নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়।

কাশ্মীর ইস্যু ভারত-তুরস্ক সম্পর্কের অন্যতম প্রধান জটিলতা। ভারতের অবস্থান স্পষ্ট;জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এই অঞ্চলের প্রশ্নে ভারতের

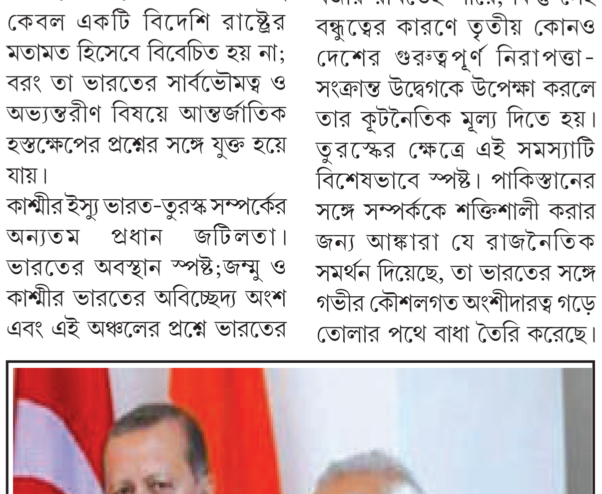

সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানো কোনও বক্তব্য নয়াদিল্লি সহজ ভাবে গ্রহণ করে না। অন্যদিকে তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান একাধিক আন্তর্জাতিক মঞ্চে কাশ্মীর নিয়ে মন্তব্য করেছেন এবং বিষয়টির আন্তর্জাতিক আলোচনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তুরস্কের এই মনোভাব পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক অবস্থানের সঙ্গে সাম ঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে ইসলামাবাদের সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক যত ঘনিষ্ঠ হয়েছে, নয়াদিল্লির কাছে তুরস্কের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ততই বেড়েছে। এখানে একটি মৌলিক পার্থক্য বোঝা জরুরি। কোনও রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেই পারে, কিন্তু সেই বন্ধুত্বের কারণে তৃতীয় কোনও দেশের গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা-সংক্রান্ত উদ্বেগকে উপেক্ষা করলে তার কূটনৈতিক মূল্য দিতে হয়। তুরস্কের ক্ষেত্রে এই সমস্যাটি বিশেষভাবে স্পষ্ট। পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ককে শক্তিশালী করার জন্য আঙ্কারা যে রাজনৈতিক সমর্থন দিয়েছে, তা ভারতের সঙ্গে গভীর কৌশলগত অংশীদারত্ব গড়ে তোলার পথে বাধা তৈরি করেছে।

ভারত এমন কোনও দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা বা নিরাপত্তা সহযোগিতা বাড়াতে স্বাভাবিক ভাবেই সতর্ক থাকবে, যে দেশ পাকিস্তানের অবস্থানকে আন্ত র্জাতিক স্তরে সমর্থন করে।

তবে ভারত-তুরস্ক সম্পর্ককে কেবল পাকিস্তান ও কাশ্মীরের সমীকরণে সীমাবদ্ধ রাখাও ভুল হবে। দুই দেশের মধ্যে ঐতিহাসিক যোগাযোগ, বাণিজ্যিক সম্পর্ক, পর্যটন, শিক্ষাগত আদানপ্রদান এবং সাংস্কৃতিক সংযোগের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ভারতীয় উপমহাদেশের সঙ্গে অটোমান সাম্রাজ্যের সম্পর্কের শিকড় বহু পুরনো। আধুনিক যুগে দুই দেশই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, প্রযুক্তি, জ্বালানি এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার মতো বিষয়ে পারস্পরিক সহযোগিতা থেকে লাভবান হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে রাজনৈতিক অবিশ্বাসের প্রাচীর ভাঙতে হবে। শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্ক বাড়িয়ে কৌশলগত আস্থার ঘাটতি পূরণ করা সম্ভব নয়।

ভারতের কাছে তুরস্কের গুরুত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, কৃষ্ণসাগরীয় অঞ্চল এবং ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে তুরস্কের অবস্থান তাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূরাজ নৈতিক শক্তিতে পরিণত করেছে। ন্যাটোর সদস্য হিসেবে তার প্রতিরক্ষা কাঠামো, সামরিক শিল্পের বিকাশ এবং আঞ্চলিক কূটনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা আন্তর্জাতিক রাজ নীতিতে তাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। একইভাবে ভারতও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল, দক্ষিণ এশিয়া এবং বৃহত্তর আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করছে। দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক উন্নত হলে বাণিজ্য, প্রযুক্তি, শিল্প, পর্যটন এবং বহুপাক্ষিক কূটনীতিতে নতুন সুযোগ তৈরি হতে পারে। কিন্তু এই সম্ভাবনা কাজে লাগানোর জন্য উভয় পক্ষকেই বুঝতে হবে যে কৌশলগত অংশীদারত্ব কেবল পারস্পরিক লাভের তালিকা তৈরি করলেই প্রতিষ্ঠিত হয় না; তার জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সংবেদনশীল তার প্রতি সম্মান।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতার ক্ষেত্রেও একই বাস্তবতা প্রযোজ্য। তুরস্ক সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্পকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছে। ড্রোন, সামরিক প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে দেশটির অগ্রগতি আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। ভারতও দেশীয় প্রতিরক্ষা উৎপাদন বাড়ানো, প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা সহযোগি তাকে বহুমুখী করার পথে এগো চ্ছে। এই পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে শিল্প ও প্রযুক্তিগত সহ যোগিতার সম্ভাবনা থাকলেও পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের সামরিক সম্পর্ক নয়াদিল্লির উদ্বেগ বাড়াতে পারে। ভারতের দৃষ্টিতে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা কোনও সাধারণ বাণিজ্যিক লেনদেন নয়; এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে নিরাপত্তা, সামরিক ভারসাম্য এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলগত ঝুঁকি।

পাকিস্তানের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কের গভীরতা কেবল সামরিক বা কূটনৈতিক সহযোগিতায় সীমাবদ্ধ নয়। দুই দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা, প্রতিরক্ষা চুক্তি এবং আন্তর্জাতিক মঞ্চে পারস্পরিক সমর্থনের একটি দীর্ঘ ধারাবাহিকতা রয়েছে। পাকিস্তানও তুরস্ককে এমন একটি অংশীদার হিসেবে দেখে, যে তার আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করতে সহায়তা করতে পারে। আঙ্কারার কাছে ইসলামা বাদের গুরুত্বের পেছনে ঐতিহাসিক যোগাযোগ, রাজনৈতি ক সমর্থন এবং মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন অবস্থানের ভূমিকা রয়েছে। এই সম্পর্ককে তুরস্কের বিদেশনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে দেখা যায়। কিন্তু এখানেই প্রশ্ন ওঠে; পাকিস্তানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখতে গিয়ে তুরস্ক কি ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের সম্ভাবনাকে অপ্রয়োজনীয়ভাবে সংকুচিত করছে? আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একাধিক দেশের সঙ্গে একযোগে সুসম্পর্ক বজায় রাখা অসম্ভব নয়। অনেক রাষ্ট্রই পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখে। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন স্পষ্ট সীমারেখা, পারস্পরিক স্বার্থের স্বীকৃতি এবং অন্য দেশের সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে সংবেদন শীলতা। তুরস্ক যদি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রেখেও ভারতের উদ্বেগকে সম্মান জানাতে পারে, তবে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতির পথ খুলতে পারে। বিপরীতে, কাশ্মীর নিয়ে নিয়মিত রাজনৈতিক মন্তব্য এবং পাকিস্তানের অবস্থানের প্রতি প্রকাশ্য সমর্থন অব্যাহত থাকলে আস্থার সংকট কাটানো কঠিন হবে।

ভারতের বিদেশনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন। নয়াদিল্লি সাধারণত কোনও একটি শক্তিকেন্দ্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে নিজের স্বার্থ অনুযায়ী সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করে। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইউরোপীয় দেশ, উপসাগরীয় রাষ্ট্র এবং এশিয়ার বিভিন্ন শক্তির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এই বহুমুখী নীতির উদাহরণ। ফলে তুরস্কের সঙ্গে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও ভারত সম্পর্কের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেবে, এমন সিদ্ধান্ত অনিবার্য নয়। বরং নয়াদিল্লি বাণিজ্য ও কূটনৈতিক যোগাযোগ বজায় রেখে সংবেদনশীল বিষয়গুলিতে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করতে পারে। তবে সম্পর্কের উন্নতি নির্ভর করবে তুরস্কের আচরণে কতটা ধারা বাহিক পরিবর্তন আসে তার উপরও।

অন্যদিকে তুরস্কেরও ভারতের গুরুত্ব নতুন করে মূল্যায়ন করা প্রয়োজন। ভারত কেবল একটি বৃহৎ বাজার নয়; এটি আন্তর্জাতিক উৎপাদন, প্রযুক্তি, ডিজিটাল পরিষেবা, ওষুধশিল্প এবং বৈশ্বিক সরবরাহব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ভারতের অর্থনৈতিক গুরুত্ব আগামী দিনগুলিতেও বাড়তে পারে। এমন একটি দেশের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি তুরস্কের জন্যও দীর্ঘমেয়াদে সুযোগ হারানোর কারণ হতে পারে। বিশেষ করে যখন বিশ্ব অর্থনীতি নতুন সরবরাহব্যবস্থা, প্রযুক্তিগত অংশীদারত্ব এবং বিকল্প বাজারের সন্ধান করছে, তখন ভারত-তুরস্ক সহযোগিতা সম্ভব

মাহিনগরের ঘাটকালী পুজো ঘিরে তিনশো বছরের ঐতিহ্য, পুজোর পর বিসর্জন হয় হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ির পুকুরে

রতন দে, বালুরঘাট, ৩০ অক্টোবর ঃ প্রায় তিনশো বছরের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে দক্ষিণ দিনাজপুরের মাহিনগরের ঘাটকালী পুজো। পরিবারের প্রচলিত ইতিহাস অনুযায়ী হাজীপুরের জমিদার সুকল জমিদার এই পুজোর সূচনা করেছিলেন। পুজোর দেখভালের দায়িত্বে ছিলেন তাঁর নায়েব হেমচন্দ্র চক্রবর্তী। ঘাটকালীকে ঘিরে রয়েছে সাত বোনের আরাধনার ঐতিহ্য।

সময়ের সঙ্গে কয়েকটি পুজোর ধারাবাহিকতায় পরিবর্তন এলেও ঘাটকালী পুজো আজও সমান নিষ্ঠায় অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে হাজীপুর ঘাটকালী সেবা সমিতি ক্লাবের উদ্যোগে বারোয়ারিভাবে পুজোর আয়োজন করা হয়। প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী ঘাটকালী বামাকালী সুরকালী, চণ্ডীকালী বুড়িকালী নির্দয়াকালী ও সন্ন্যাসকালী-এই সাত বোনের পুজো এক সময় একই ধারায় অনুষ্ঠিত হত। প্রথম দিকে একজন পুরোহিতকেই সাতটি কালীমন্দিরে পুজো করতে হত। একের পর এক পুজো সেরে ঘাটকালীর পুজো শুরু করতে করতে সকাল হয়ে যেত। সেই পুরনো রীতি মেনেই আজও কালীপুজোর পরের দিন সকালে ঘাটকালী মায়ের পুজো হয়। পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য এই সময়সূচি পুজোর ইতিহাসের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে। বর্তমানে বুড়িকালী শিলামূর্তিতে পূজিত হন। অন্যদিকে ফার্মের অধীনে চলে যাওয়ার পর সন্ন্যাসকালী পুজোর প্রচলন বন্ধ হয়ে গেছে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা। তবে ঘাটকালী পুজোর ঐতিহ্য এখনও বজায় রয়েছে। ষোড়শোপচারে দেবীর পুজো হয়। পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দিরে প্রচুর ভক্তের সমাগম ঘটে। মানত পূরণের আশায় অনেকে দেবীর কাছে সোনা-গয়না নিবেদন করেন। পুজোর অন্যতম আচার পাঁঠাবলিও। ঘাটকালী মাকে এলাকার বহু মানুষ জাগ্রত দেবী বলে মানেন। ভক্তদের বিশ্বাস দেবীর কাছে মনস্কামনা জানালে তা পূরণ হয়। সেই বিশ্বাস থেকেই প্রতি বছর পুজোর সময় মন্দিরে ভিড় জমান বহু মানুষ। পুজো উপলক্ষে বসে মেলাও। ধর্মীয় আচার, মানত এবং স্থানীয় মানুষের অংশগ্রহণে মাহিনগরের এই পুজো এলাকার ঐতিহ্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে। ঘাটকালী পুজোর পর বিসর্জনের রীতিতেও রয়েছে বিশেষত্ব। ঘাটকালী - সহ অন্য কয়েকটি কালীমূর্তি বিসর্জন দেওয়া হয়। স্কুলপাড়া থেকে বামাকালী মন্দিরে আসার পর ঘাটকালী মন্দির থেকে দুই বোনকে মুখোমুখি রেখে বিসর্জনের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু হয়। এরপর সুরকালী চণ্ডীকালী এবং মানতের অন্যান্য মূর্তির বিসর্জন হয়। মন্দিরের পাশ দিয়ে আত্রেয়ী নদী বয়ে গেলেও নদীতে বিসর্জন দেওয়া হয় না। পরিবর্তে প্রয়াত হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়ির নিজস্ব পুকুরে বিসর্জনের রীতি প্রচলিত রয়েছে। ঘাটকালী মন্দিরের ইতিহাস ও পুজোর নানা রীতিনীতি সম্পর্কে তথ্য দিয়েছেন হেমচন্দ্র চক্রবর্তীর নাতি তথা ক্লাবের সদস্য অঞ্জন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্যের সূত্র ধরেই উঠে এসেছে এই পুজোর প্রাচীন ঐতিহ্য সাত বোনের আরাধনা এবং বিসর্জনের বিশেষ রীতির কথা। প্রায় তিনশো বছরের স্মৃতি বহন করে মাহিনগরের ঘাটকালী পুজো আজও স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে।

দ্বারকেশ্বর নদে অবৈধ বালি কারবারে পুলিশের অভিযান, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩০ অক্টোবর ঃ আরামবাগ শহরের বুক চিরে বয়ে যাওয়া দ্বারকেশ্বর নদে অবৈধভাবে বালি তোলার কারবারের বিরুদ্ধে অভিযানে নামল আরামবাগ থানার পুলিশ। শুক্রবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে নদীর বিভিন্ন ঘাটে অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে অবৈধ বালি পাচারের কাজে ব্যবহৃত একটি ভুটভুটি- সহ চালক ও আরও এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে লক্ষাধিক টাকার বালি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই দ্বারকেশ্বর নদের বিভিন্ন ঘাট থেকে অবৈধভাবে বালি তোলার কারবার চলছিল। অভিযোগ, এই বালি পাচার করে প্রতিদিন হাজার হাজার টাকা আয় করছিল একটি চক্র। বিষয়টি পুলিশের নজরে আসতেই শুক্রবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালানো হয়। পুলিশের এই অভিযানে অবৈধ বালি কারবারের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে এই কারবারের পিছনে আর কারা জড়িত রয়েছে এবং দীর্ঘদিন ধরে কীভাবে এই অবৈধ ব্যবসা চলছিল, তা খতিয়ে দেখছে আরামবাগ থানার পুলিশ।

TENDER NOTICE

NIet No. :- 10/BDO/PUN/ 2026-27, Date :-29.10.2026

E-Tender for 16nos(sixteen) scheme is hereby invited by the undersigned from the eligible contractors. Tender Documents download, Bid submission and other details will be available at **http:// tenders.wb.gov.in/ portal from 29.10.2026, 06.00 pm.**

Sd/-
Block Development Officer
Puncha Development Block
Memo- 73/ADV/ICA/PURU dt.30/10/2026

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রীমতি মুক্তি দাস, স্বামী- শ্রী অজয় কুমার মন্ডল, সাং ও পোঃ-বাখরপুর, থানা-কালিয়াচক, জেলা- মালদা, বালুরঘাট থানার খাদিমপুর মৌজা যাহার জে.এল. নং-১১০ এর এল. আর. ১২১০২ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪৪৪ নং দাগে ০.০৬৭৫ একর, এল.আর. ১২০৯৮ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর, ৪৪৪ নং দাগে ০.০৬৭৫ একর, এল.আর. ১২১০২ নং খতিয়ানভুক্ত এল. আর. ৪৪৫ নং দাগে ০.০৪৪০ একর, এল.আর. ১২১৯৯ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪৪৪ নং দাগে ০.০৬৭৫ একর, এল.আর. ১২১০২ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪৪৫ নং দাগে ০.৪৪০ একর, এল.আর. ১২১০০ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪৪৪ নং দাগে ০.০৬৭৫ একর, এল. আর. ১২১০২ নং খতিয়ানভুক্ত এল.আর. ৪৪৫ নং দাগে ০.৪৪০ একর সর্বমোট ২.০৩০ শতক জমি এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসে ২০২৬ সালের ৩৪৫৬ নং বিক্রয় কবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়াছেন যাহা এ.ডি.এস.আর. বালুরঘাট অফিসের ২০২৪ সালের ১৭০২০০৭৩৩ নং আমমোক্তার বলে প্রাপ্ত। উক্ত জমি রেকর্ড করিবার জন্য **Balurghat B.L & L.R.O. Office** এ দরখাস্ত দাখিল করিবেন। উক্ত বিষয়ে আমমোক্তার দাতা ১। শ্রী শান্তি প্রকাশ গুহ নিয়োগী, ২। শ্রী তপন গুহ নিয়োগী, ৩। শ্রীমতি ডরথী গুহ, ৪। শ্রীমতি ঝিলম সিকদার এবং আমমোক্তার গ্রহীতা শ্রী অমৃত গুহ বা তাহাদের ওয়ারিশগণের কোন আপত্তি থাকিলে ১৫ দিনের মধ্যে **Balurghat B.L. & L.R.O. Office** এ যোগাযোগ করিবেন।

ধন্যবাদান্তে
Ranotosh Tokdar
Advocate
Balurghat District Court
Dist. Dakshin Dinajpur

Hooghly Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist – Hooghly
Tel.: (033) 2680-2899/2319, TeleFax.: (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No.: 3218/WS/SD **Dated-29/10/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT14/10e/26 and Tender Id No-2026_MAD_1047502_1 to 3 for Supply of 12.5 H.P. S.M pump & etc. for pump Renovation work, Deep Tubewell upgradation and upgradation of 17.5 H.P.S.M. pump set at different areas under 15th F.C. Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e- Tender is: 20/11/2026 at 10:30 hrs. For more details and bidding online please visit website- **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Administrator
Hooghly-Chinsurah Municipality

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER

SNIT No. 13/EE-II/CD of 2026-27

Sealed offline tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from the bonafied contractors having credential of 30% of similar nature of work in last 5 (five) years, for 2 (two) nos. emergent works related to protection to the left bank of river Hooghly near Hayethpur, emergent installation of boundary pillar adjacent to Zeerut Bridge, within Maheshtala Municipality, KMC area for Amount Put to Tender **Rs. 8.93 Lakh and Rs. 0.85 Lakh respectively. (i)** Last date of application is **03.11.2026 up to 14.00 Hrs. (ii)** Last date of issue of Tender Document is **03.11.2026 after 15.00 Hrs. (iii)** Last date of submission Tender Document is **05.11.2026 up to 14.00 Hrs. (iv)** Date of opening of Tender is on **05.11.2026 after 14.30 Hrs.** For other details the website **www.iwd.wb.gov.in** and Office Notice Board to be followed.

Sd/-
Executive Engineer-II
Canals Division
I & W Directorate

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

Irrigation & Waterways Directorate

SNIT No. : 15/EE/MDD-I/2026-27 under MDD-I is hereby invited by the undersigned on behalf of the Governor of West Bengal from eligible bonafide contractors for 1 (One) No. work of Emergent construction of Barrack for Security Personnel attached to the Hon'ble Chief Ministers Meeting venue at the Irrigation Bungalow at Salt Lake amounting to **Rs.38.00 Lakhs** [approx]. Last date and time of application of SNIT is **03.11.2026** up to **12:00 Hrs**. Other details may be seen in the website : **https://iwd.wb.gov.in** and in the office of the undersigned.

Sd/-
Executive Engineer
Metropolitan Drainage Division No. - I
Jalasampad Bhavan, 4th Floor, Kol. - 91

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
অরুনাভ সরকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) শ্রীমতি মৈত্রেয়ী পাল ২) শ্রীমতি মৌসুমী সরকার**
ঠিকানাঃ **শিয়াল পাড়া, জলপাইগুড়ি টাউন, কোতয়ালী-৭৩৫১০১**
গ্রহীতাঃ **অরুনাভ সরকার**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ **I-4483/22** নং বহি **IV-117/22** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **5705, Dt. 29.11.2022**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2026/0702/9846**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা-খড়িয়া, L.R. সিট নং-23, L.R. খতিয়ান নং- 1196, 1197 L.R. plot-82, Area-1200 বর্গফুট ফ্ল্যাট, 104 বর্গফুট পার্কিং
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **অরুনাভ সরকার**
পিতা ঃ মৃত বিজয় চন্দ্র সরকার
ঠিকানাঃ প্রধান নগর, শিলিগুড়ি, পোঃ ও থানা- প্রধান নগর, জেলা- দার্জিলিং, পিন- ৭৩৪০০৩

সংশোধনী নং - ১

টেন্ডার নং: ইএল-সিওএন-এমএলজি-২১-২০২৫-২৬-এমএলজি -এর জন্য **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: ডিওয়াই.সিইই/সিওএন/এমএলজি/০৮/২০২৬; তারিখ ঃ** ০৬-১০-২০২৬ -এর জন্য **সংশোধনী নং ১।**

ক্রম নং.	সংশোধনের পূর্বে ওয়েবসাইট টেন্ডার বিজ্ঞপ্তির বিবরণ, **বিদ্যমান**	পূর্ববর্তী বিবরণ বাতিলের সংশোধনীর পর, **যেভাবে পড়তে হবে**
১	**টেন্ডার বন্ধের সময় ঃ-** ২৯-১০-২০২৬ -এর ১৪:৩০ টায়। **টেন্ডার খোলার সময় ঃ-** ২৯-১০-২০২৬ -এর ১৫:৩০ টায়	**টেন্ডার বন্ধের সময় ঃ-** ২০-১১-২০২৬ -এর ১৪:৩০ টায়। **টেন্ডার খোলার সময় ঃ-** ২০-১১-২০২৬ -এর ১৫:৩০ টায়

দ্রষ্টব্য: টেন্ডারের অন্যান্য শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন।

ডিইই/সিওএন/এইচকিউ/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
নির্মাণ সংস্থা
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ব্যস্ততা তুঙ্গে মোমবাতি প্রস্তুতকারকদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩০ অক্টোবর ঃ কালীপূজা ও দীপাবলির উৎসবের আর মাত্র কয়েক দিন বাকি। আলোর এই উৎসবকে কেন্দ্র করে বাজারে মোমবাতির চাহিদা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। চলতি বছর রঙ-বেরঙের মোমবাতির মধ্যে বিশেষ করে গেরুয়া রঙের মোমবাতির আকর্ষণ ও চাহিদা সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে। বাড়তি চাহিদার কথা মাথায় রেখে কারিগররা এবার অন্যান্য বছরের তুলনায় বেশি পরিমাণে গেরুয়া মোমবাতি তৈরি করছেন। জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাথরঘাটা গ্রামের এক বাসিন্দা তাঁর বাড়িতে একটি ছোট কারখানায় বিগত ১০-১২ বছর ধরে মোমবাতি তৈরি করছেন। উৎসবের এই মরশুমে তাঁর কারখানায় কাজের গতি দ্বিগুণ হয়ে গেছে। চারজন স্থানীয় শ্রমিকের সাহায্যে ছোট, বড়, মাঝারি ও স্ট্যান্ড মোমবাতির পাশাপাশি বিভিন্ন রঙের মোমবাতি তৈরির কাজ দিনরাত চলছে। কারিগর জানান, কালীপূজা উপলক্ষে মোমবাতির চাহিদা বাড়লেও কাঁচামালের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বিক্রি ও মুনাফায় প্রভাব পড়েছে। এছাড়াও, আজকাল চিনা ও ইলেকট্রনিক লাইটের ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের কারণে মোমবাতি শিল্প কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে। তাঁর কারখানায় ১ টাকা থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত বিভিন্ন দামের মোমবাতি তৈরি হয়। এখানে তৈরি মোমবাতি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, হলদিবাড়ি সহ আশেপাশের বহু বড় বাজার ও এলাকায় সরবরাহ করা হয়। মোমবাতি তৈরির প্রক্রিয়ায় প্রথমে কাঁচামাল এলপিজিগ্যাসে গলিয়ে নির্দিষ্ট ছাঁচে ঢালা হয় এবং ঠান্ডা হলে সলতে (সুতো) বসিয়ে তৈরি করা হয়। চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, এবার 'গেরুয়া মোমবাতি'র চাহিদা প্রত্যাশার চেয়েও বেশি দেখে মোমবাতি কারিগররা ভালো ব্যবসার আশা করছেন।

সারা বছর দুর্গারূপে পুজো পেলেও দীপাবলির অমাবস্যায় ভিন্ন রূপে আবর্তিত হন মা ফুল্লরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বীরভূম, ৩০ অক্টোবর ঃ সারাবছর তিনি পূজিতা হন দেবী দুর্গারূপে। অথচ কার্তিক মাসের অমাবস্যা তিথিতে দীপাবলির রাতে সেই একই পীঠস্থানে আবর্তিত হয় শক্তির অন্য রূপ। এখানে বলা হচ্ছে বীরভূম জেলার লাভপুরের ঐতিহাসিক সতীপীঠ মা ফুল্লরা মন্দিরের কথা। লোকবিশ্বাস অনুযায়ী, এখানে সতীর অধর বা নিচের ঠোঁট পতিত হয়েছিল। এখানে দেবীর কোনও প্রচলিত প্রতিমা নেই, সিন্দুরচর্চিত কচ্ছপাকৃতি বা ওষ্ঠাকৃতির এক প্রকাণ্ড শিলাখণ্ডই এখানে মায়ের প্রতীক। আর এই মন্দিরের কালীপুজো ঘিরে রয়েছে দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ও বিশেষ কিছু আচার-অনুষ্ঠান। তবে বছরের অন্য সময়ের থেকে কালীপুজোর রাতের বিশেষত্ব কী? মন্দির কমিটির সেবাইত ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ৫১ সতীপীঠের অন্যতম এই তীর্থক্ষেত্রে সারা বছর দেবীকে নানা উৎসব ও নিত্য পুজোয় মায়ের শান্ত ও সৌহাদ্যময় রূপে পুজো করা হয়। তবে দীপাবলির অমাবস্যা তিথিতে এখানকার পরিবেশ ও পুজোপদ্ধতিতে আসে বিশেষ পরিবর্তন। তন্ত্র ও শাক্ত সাধনার অন্যতম পীঠস্থান হওয়ায় কালীপুজোর রাতে মা ফুল্লরাকে মহাশক্তি বা কালীরূপে আরাধনা করা হয়। কালীপুজোর রাতে মাকালী তথা ফুল্লরা দেবীকে বিশেষ তন্ত্রমতে অর্ঘ্য নিবেদন করা হয়। সন্ধ্যার পর থেকেই শুরু হয় অমা-নিশির মূল আরাধনা। প্রাচীনকাল থেকেই লাভপুরের এই ফুল্লরাপীঠ তান্ত্রিক সাধকদের আভিচারিক ক্রিয়াক্ষেত্র হিসেবে পরিচিত। মন্দিরের গর্ভগৃহের ভেতরে

রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন। ফলে কালীপুজোর রাতে এখানকার গোপনীয় ও ঐতিহ্যবাহী তান্ত্রিক বিধান দেখতে অনেক সাধক ও ভক্তের সমাগম ঘটে। দেবীর শিলাখণ্ডটিকে এই দিন নতুন লাল কাপড়ে মুড়ে এবং প্রকাণ্ড জবা ফুলের মালার পাশাপাশি হরেক রকমের আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়। এছাড়া প্রথা মেনে বিশেষ বলির বন্দোবস্তও থাকে। দীপাবলির রাতে লাভপুরের ফুল্লরা মন্দির চত্বর আলোয় সেজে ওঠে। প্রতি বছরই এই বিশেষ তিথিতে বীরভূম তো বটেই, এমনকি পার্শ্ববর্তী জেলা ও ভিন রাজ্য থেকেও বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমান মা-র দর্শন পেতে। মন্দিরের পাশের বিখ্যাত জলাশয় বা দেবীদহের পাড়েও জ্বলে প্রদীপের আলো। সবমিলিয়ে, গ্রামীণ বাংলার নিঝুম পরিবেশের মাঝে কালীপুজোর রাতে মা ফুল্লরার এই রূপ দর্শনে এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক আবহ তৈরি হয় লাভপুরে। তাই এই কালীপুজোর সময় যদি আপনি বীরভূম ভ্রমণের জন্য আসেন তাহলে অবশ্যই বীরভূম জেলার মধ্যে পাঁচটি সতীপীঠ এর মধ্যে অন্যতম ফুল্লরা মন্দির ঘুরে যেতে পারেন।

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of "Temporary Electrical Installation work at 1 (one) Seva Sibir & 8 (eight) Seva Kendras with satellite hospital i.c.w Jagadhatri Puja-2026 at Chandannagar Hooghly ."

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-91 of 2026-27
Bid submission closing date: 02/11/2026 upto 02.30 P.M.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE

Executive Engineer, Hooghly Electrical Division, P.W.Dte. invites Short notice Quotation sealed Bid for the work of " Temporary illumination for ground preparation work i.c.w visit of Honorable Chief Minister of W.B. at Pursurah Ground of Hooghly district. "

NIQ No.- WBPWD/EE/HED/SHORT/NIQ-92 of 2026-27
Bid submission closing date: **02/11/2026 upto 04.30 P.M.**

Sd/-
Executive Engineer, P.W.Dte.
Hooghly Electrical Division

লামডিং মণ্ডলে আরবিজি কক্ষের ব্যবস্থা

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/ ৬২ অফ ২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য "ই-টেন্ডারিং" পদ্ধতির মাধ্যমে কাজের টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** লামডিং মণ্ডলের অন্তর্গত চাপরমুখ জংশন-শেনচোয়া জংশন-আমনি খণ্ডে ১০টি মানব-নিয়ন্ত্রিত ইঞ্জিনিয়ারিং লেভেল ক্রসিং গেট (সিএস-৬, সিএস-৭, সিএস-১১, সিএস-১৩, সিএস-১৫, সিএস-১৬, সিএস-২৮, সিএস-২৯, সিএস-৩৪ এবং সিএস-৪৭)-এর ইন্টারলকিং ব্যবস্থার সঙ্গে ইএলবি ও জরুরি স্লাইডিং বুমের ব্যবস্থা-সহ আরবিজি কক্ষের ব্যবস্থা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ১,৬৮,৪৫,৯২৪.৫৯/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,৩৬,৯০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৯-১১-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘণ্টায় **এবং খোলা যাবেঃ ২০-১১-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য আগামী **১৯-১১-২০২৬** তারিখের **১৫.০০** ঘন্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

OFFICE OF
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT
BELANAGAR, ABHOYNAGAR, NISCHINDA, HOWRAH-711205
NOTICE INVITING TENDER NO. - 1

Sealed Tender is invited by the undersigned from reputed, Bonafide & resourceful contractors for Construction of a Piling of Government pond. Tender paper will be available at GP office on **30/10/2026 to 17/11/2026 within 11:30 A.M. to 1 P.M.** The tedner will be opened on **17/11/2026 at 3.30 PM.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- PRODHAN
DURGAPUR ABHOYNAGAR II GRAM PANCHAYAT

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ওয়ার্কস) খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, খড়্গপুর নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন: **ই-টেন্ডার নোটিশ নং.: সিডব্লিউ-আরসিসি-২৬-২৭-৩৬-১; কাজের নাম:** আইসিএফ কোচগুলিকে ক্যাম্পিং কোচে রূপান্তর ও পুনর্নবীকরণ (রিফার্বিশমেন্ট); **কাজের স্থান:** খড়্গপুর ওয়ার্কশপ, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, পোস্ট-খড়্গপুর, জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১; **পরিমাণ:** ৩৬টি কোচ; **টেন্ডার মূল্য:** ₹ ৯,৪৯,১৬,৩৯৪.২২; **বায়না মূল্য:** ₹ ১৮,৯৮,৩০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য:** শূন্য; **বিডিং সিস্টেম:** সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম; **চুক্তির ধরন:** ওয়ার্কস জেনারেল; **টেন্ডারের ধরন:** ওপেন; **চুক্তির মেয়াদ:** এলওএ জারির তারিখ থেকে ২৪ মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ০৭.১২.২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়; বিস্তারিত টেন্ডার নোটিশ এবং টেন্ডার নথিপত্র ই-পোর্টাল ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in-**এ উপলব্ধ রয়েছে। **(PR-956)**

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer, Water Supply (West), KMC invites e-tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/WS/West/W72/T-03/2026-27
Name of the work: **Restoration of FW supply by relaying of exist 100mm dia FW S/Mains with other allied works along Ganga Prasad Mukherjee Rd and its surrounding areas in Ward No. 72.** Estimated Cost: ₹ **2,94,088.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **20 Days.**

(2) NIT No.: KMC/WS/West/W84/T-02/2026-27
Name of the work: **Restoration of FW supply by repairing of damaged, choked F.W S/Mains along with other allied works near 99, Sarat Bose Road, 97, S. Mukherjee Road, 15, Grove Lane, 11P, 12, 15, 16, M.P. Road and its surrounding areas in Ward No. 84.** Estimated Cost: ₹ **2,86,076.00.** Earnest Money: ₹ **5,730.00.** Period of Completion: **21 Days.** Last date of receipt/opening of tender (online): **17.11.2026 - 1 p.m./19.11.2026 - 1.30 p.m. (for Sl. No. 1) and 01.12.2026 at 1 p.m./03.12.2026 at 1 p.m. (for Sl. No. 2).** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in, http:// wbtenders.gov.in (for Sl. No. 1 & 2).**

Executive Engineer (Water Supply), Br-XVI, KMC invite the following e-tender work:

N.I.T. No.: KMC/WS/JOKA/16/2026-27
Name of the work: **Restoration of F/W pipeline by replacement of damaged nad work out 200 mm dia C.I. pipe at R.N. Tagore Road, Stand Post, G.I. end cap wash with its allied work at Purba Para, Ramkrishna Nagar, M. Das Pally in Ward No. 124, BR-XVI.** Estimated Cost: ₹ **1,79,725.00.** Earnest Money: ₹ **3,600.00.** Period of Completion: **28 Days.** Last date and time of submission of all bids: **17.11.2026 upto 2 p.m.** Tender will be opened on: **19.11.2026 at 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2026 at 5 p.m.** (all the works) in the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (WS) CBPS invites tender online percentage in two bid systems for the following work:

N.I.T. No.: KMC/WS/BPCBPS/2026-27/07
Name of the work: **Electro-mechanical fault detection and restoration work at Pramatha Nath Bishi (Bangur Park) Capsule BPS Ward No. 93.** Estimated Cost: ₹ **1,95,581.71.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **365 Days.** Last date and time of submission of Bid: **23.11.2026 - 2 p.m.** Start date and time of submission of Bid: **04.11.2026 - 2 p.m.** Tender will be opened on: **26.11.2026 - 2 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **04.11.2026 at 2 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.**

The E.E. (C)/BR.-VI invites e-tender percentage rate in two bid system for the following work:

N.I.T. No.: KMC/E.E.(C)/VI/054/009/2026-2027/D (1st Call)
Name of the work: **Restoration of concrete passage in various locations in Ward No. 054 under BR-VI.** Estimated Cost (incl. GST & CESS): ₹ **2,95,028.00.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of Bid: **12.11.2026 - 3 p.m.** Tender will be opened on: **14.11.2026 - 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **31.10.2026 (6 p.m.)** from the website **https://wbtenders.gov.in.**

The Executive Engineer (C)/(Uttaran Service), KMC invites e-tender online percentage rate in two bid system for the following work:

N.I.T. No.: KMC/US/HQ/74/26-27/66 (1st Call)
Name of the work: **Remaining portion of repairing work for pay and use toilet opposite to 37, Orphangunge Road beside Alipore Zoo in Ward No. 74, Borough-IX.** Estimated Cost (incl. GST & LWC): ₹ **2,67,680.60.** Earnest Money: ₹ **5,400.00.** Period of Completion: **45 Days.** Last date and time of submission of Bid: **18.11.2026 up to 11:30 a.m.** Bid opening date and time fore technical proposals: **20.11.2026 at 11.30 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 (5 p.m.)** from the website **https://www.kmcgov.in.**

The Executive Engineer (Water Supply), GRWW, KMC invites e-tenders for the following works :-

(1) NIT No. : WS/GRWW/WTP-II/06/2026-27/08
Name of the work : **Repairing and replacement of different spare parts against two numbers 03 (Three) M. T EOT carne at Chlorine Manifold Station and Chemical Godown (Crane No-2) with allied works under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : **Rate to be Quoted.** Earnest Money : ₹ **9,900.00.** Period of Completion : **12 Days.**

(2) NIT No. : EE/GRWW/PH-V/07/26-27
Name of the work : **Fabrication and erection of two nos. chequered plated platform alongwith renovation of corroded guard rail around 8 nos. filter beds and two nos. staircases with ancillary works at WTP-V of GRWW.** Estimated Amount : ₹ **2,41,009.00.** Earnest Money : ₹ **4,850.00.** Period of Completion : **10 Days.**

(3) NIT No. : WS/GRWW/PH-II/07/2026-27
Name of the work : **Renovation of EOT Crane No-I having capacity 03 MT of coagulant solution tank alongwith strengthening of hoisting structure at Chemical House under WTP-II, GRWW.** Estimated Amount : ₹ **Quotation.** Earnest Money : ₹ **5,900.00.** Period of Completion : **06 Days.**

(4) NIT No. : EE/GRWW/PH-V/10/26-27
Name of the work : **Maintenance and overhauling of three nos Air Blower Motors of WTP PH-V of Garden Reach Water Works.** Estimated Amount : ₹ **Quotation.** Earnest Money : ₹ **3,200.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date and time of receipt of Tender (Online) : **17.11.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 2 to 4) and 19.11 2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 1).** Last date and time of opening of Tender (Online) : **19.11.2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 2 to 4) and 21.11 2026 at 2 p.m. (For Sl. No. 1).** The bid form and other details will be available shortly from the website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Tube-Well), KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

(1) NIT No. : TW/EE/2025-26/NS-2/136/XV/03 (1st Call)
Name of the work : **Sinking of 02 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 136 under Borough-XV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **1,43,386.13.** Earnest Money : ₹ **2,900.00.** Period of Completion : **60 Days.**

(2) NIT No. : TW/EE/2025-26/NS-3/137/XV/03 (1st Call)
Name of the work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 137 under Borough-XV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **2,15,079.21.** Earnest Money : ₹ **4,400.00.** Period of Completion : **60 Days.**

(3) NIT No. : TW/EE/2025-26/NS-3/138/XV/03 (1st Call)
Name of the work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 138 under Borough-XV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **2,15,079.21.** Earnest Money : ₹ **4,400.00.** Period of Completion : **60 Days.**

(4) NIT No. : TW/EE/2025-26/NS-3/139/XV/03 (1st Call)
Name of the work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 139 under Borough-XV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **2,15,079.21.** Earnest Money : ₹ **4,400.00.** Period of Completion : **60 Days.**

(5) NIT No. : TW/EE/2025-26/NS-3/140/XV/03 (1st Call)
Name of the work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 140 under Borough-XV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **2,15,079.21.** Earnest Money : ₹ **4,400.00.** Period of Completion : **60 Days.**

(6) NIT No. : TW/EE/2025-26/NS-3/141/XV/03 (1st Call)
Name of the work : **Sinking of 03 nos small dia tubewells at different locations in Ward No. 141 under Borough-XV.** Estimated Amount (Incl. GST & LWC) : ₹ **2,15,079.21.** Earnest Money : ₹ **4,400.00.** Period of Completion : **60 Days.** Last date and time of submission of Bid : **25.11.2026 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** Bid opening date and time for technical proposals : **27.11.2026 at 11 a.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The bid form and other details are available on **05.11.2026 at 5 p.m. (For Sl. No. 1 to 6).** The website: **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 to 6).**

665/26-27

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No- EGP/688 Dt-30/10/2026. Last Dt. of application 13/11/2026 up to 18:00 IST. For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

e-Tender Notice

e-tender are invited by Prodhan, Eral Gram Panchayat under Aus-II PANCHAYAT SAMITY, Dist. Purba Bardhaman, from resourceful/bonafide contractors with experience and requisite credential vide NIeT No- EGP/687 Dt-30/10/2026. Last Dt. of application 13/11/2026 up to 18:00 IST. For details visit the website **https://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Prodhan
Eral Gram Panchayat

PREMISES REQUIRED IN DURGAPUR, WEST BENGAL

SBI Funds Management Limited (A Joint Venture between SBI & Amundi), the Asset Management Company for SBI Mutual Fund invites offers from owners / PSUs / PSU Banks / Reputed parties for **Unfurnished** premises located on the **Ground or Upper Ground floor, with parking facilities, in Sahid Khudiram Sarani, Or City Centre measuring around 1500 to 2000 sq. ft. of carpet area.**

The premises should be available for possession immediately or within three months from the date of acceptance of the offer. Brokers please excuse. Interested parties are requested to download the details from our website **www.sbimf.com**, available under the heading **Forms & Downloads - Tenders** and submit offers having premises in those area only. The last date of receipt / submission of offer in the prescribed formats is **November 12th, 2026, by 4 PM.**

The Company reserves the right to reject any or all the proposals without assigning any reasons thereof.

SBI FUNDS MANAGEMENT LIMITED

SBI Funds Management Limited
(A Joint Venture between SBI & AMUNDI)
(CIN: L65990MH1992PLC065289)
9th Floor, Crescenzo, C-38 & 39, G Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai – 400 051.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১১-২০২৩-২৪-আর-১, তারিখ ২৭.১০.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১১-২০২৩-২৪-আর-১। কাজের নামঃ** অন্যান্য আনুষঙ্গিক সকল কাজের সঙ্গে ঠাকুরনগরে পিএফ ১ ও ২-এর সম্প্রসারণ এবং বিদ্যমান প্ল্যাটফর্ম বিস্তৃত করে নতুন পিএফ ৩, ইআই বিল্ডিং নির্মাণ সমেত ৩য় লাইনের ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,০৬,৮৯,৫৬৮.৬৬ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ২,১৩,৮০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ৬ (ছয়) মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ১৯.১১.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট-এ বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে প্রকাশিত সংশোধনী পাওয়া যাবে।

SDAH-281/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস লিমিটেড

কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বরঃ L50500WB1964PLC026053
রেজিস্টার্ড অফিসঃ ৭সি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, থানা-শেক্সপিয়ার সরণী, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইটঃ www.foundryfuel.co.in, ইমেলঃ foundryfuel@gmail.com
টেলিফোন নং.ঃ ০৩৩-৪০৬৬ ৮০৭২

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি			অর্ধবর্ষ সমাপ্তি		বছর সমাপ্তি
		৩০ সেপ্টেম্বর ২৬	৩০ জুন ২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২৫	৩০ সেপ্টেম্বর ২৬	৩০ সেপ্টেম্বর ২৫	৩১ মার্চ ২৬
		অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	অনিরীক্ষিত	পরীক্ষিত
১.	অপারেশন থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (কর এবং/অথবা ব্যতিক্রমী আইটেমের আগে)	(৫.৪৯)	(৫.১২)	(৫.১৪)	(১০.৬১)	(৯.১৮)	(২৫.৭৬)
৩.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	(৫.৪৯)	(৫.১২)	(৫.১৪)	(১০.৬১)	(৯.১৮)	(২৫.৭৬)
৪.	নিট লাভ / (ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	(৫.৪৯)	(৫.১২)	(৫.১৪)	(১০.৬১)	(৯.১৮)	(২৫.৭৬)
৫.	সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় [এই সময়ের জন্য লাভ (ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	(৫.৪৯)	(৫.১২)	(৫.১৪)	(১০.৬১)	(৯.১৮)	(২৫.৭৬)
৬.	পরিশোধিত ইকুইটি শেয়ার মূলধন (বাজেয়াপ্ত শেয়ার সহ)	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪	৮০১.৯৪
৭.	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত)						(৯৫১.৯৭)
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ টাকা) (চলমান এবং বন্ধ অপারেশনের জন্য) ১. মূল	(০.০৭)	(০.০৬)	(০.০৬)	(০.১৩)	(০.১১)	(০.৩২)
	২. মিশ্র	(০.০৭)	(০.০৬)	(০.০৬)	(০.১৩)	(০.১১)	(০.৩২)

মন্তব্যঃ
১. উপরেরটি এসইবিআই (তালিকা এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ (সংশোধিত হিসাবে) এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ৩০শে সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বছরের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি পরিসংখ্যান। আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.foundryfuel.co.in-এ উপলব্ধ।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড অফ ডিরেক্টরস দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।
৩. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি ভারতীয় সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড ('এসইবিআই' এবং কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১৩৩-এর অধীনে নির্ধারিত ভারতীয় অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস [Ind AS] দ্বারা জারি করা নির্দেশিকা অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে।

পরিচালনা পর্ষদের জন্য এবং পক্ষে
ফাউন্ড্রি ফুয়েল প্রোডাক্টস্ লিমিটেড
নিকেশ ওসয়াল
ডিরেক্টর
ডিআইএনঃ ০৭৮৯৫৩৫৭

স্থানঃ মুম্বই
তারিখঃ ৩০ অক্টোবর, ২০২৬

e-Tender Kalekhantala-II Gram Panchayat NIT No.308/NIT/CFC-T/K2GP/2026(6 NO Drain) & NIT No.307/NIT/CFC-T/K2GP/2026(1 NO Drain) date 30/10/2026 Published on eNIT site on 31/10/2026 Fund:15th CFCG Tied (25-26) For Details, Please Visit www.wbtenders.gov.in

sd/-
Prodhan
Kalekhatala-II Gram Panchayat.

E-TENDER NOTICE

Labpur Development Block
Labpur, Birbhum
NIeT No: 02/BDO/2026-27

E-Tenders is invited for 19 nos Civil and Electric work. Bid submission start-30/10/2026. Ends-14/11/2026. For more details, please visit **www.tenders.wb.gov.in** or office notice board.

Sd/-
Block Development Officer
Labpur Development Block

দেশের কথা

সরকারি কর্মীর মৃত্যুর পর পেনশন পাবেন অবিবাহিত বোনও, গুরুত্বপূর্ণ রায় হাই কোর্টের

২০১৬ সালের সরকারি নির্দেশ খারিজ

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর ঃ সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর পর তাঁর অবিবাহিত বোনও কি পারিবারিক পেনশন পাওয়ার অধিকারী? এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বড়সড় রায় দিল এলাহাবাদ হাই কোর্ট। আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নির্দিষ্ট আইনগত শর্ত পূরণ হলে মৃত সরকারি কর্মচারীর অবিবাহিত বোনও পারিবারিক পেনশন পাওয়ার যোগ্য। শুধুমাত্র অবিবাহিত বোন হওয়ার কারণে তাঁকে পেনশনের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। এই রায়ের ফলে সরকারি কর্মচারীদের পরিবারের পেনশন সংক্রান্ত অধিকার নিয়ে নতুন করে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হয়েছে। একটি মামলার শুনানি চলাকালীন এই তাৎপর্যপূর্ণ পর্যবেক্ষণ করে আদালত। মামলাকারী শামিন খান নামে এক মহিলা আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর দাবি, তাঁর ভাই উত্তরপ্রদেশে সরকারের খাদ্য দপ্তরের কর্মী ছিলেন। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুর আগে তিনি নিজের সার্ভিস বুকে বোন শামিন খানের নাম পারিবারিক পেনশনের নমিনি হিসেবে উল্লেখ করে গিয়েছিলেন। কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুর পর নিয়ম মেনে পারিবারিক পেনশনের দাবি জানালেও প্রশাসনের তরফে তা প্রত্যাখ্যান করা হয়। এরপরই নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এলাহাবাদ হাই কোর্টে মামলা দায়ের করেন তিনি।

মামলার মূল বিতর্ক ছিল ২০১৬ সালের একটি সরকারি আদেশকে কেন্দ্র করে। ওই নির্দেশের ভিত্তিতে অবিবাহিত বোনদের পারিবারিক পেনশনের আওতার বাইরে রাখা হয়েছিল বলে অভিযোগ। প্রশাসনের এই অবস্থানের কারণে শামিন খান পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে বাধার মুখে পড়েন। তবে মামলার সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে হাই কোর্ট জানায়, সরকারি আদেশের মাধ্যমে বিদ্যমান বিধিবদ্ধ আইন বা সার্ভিস রুলের আওতা সংকুচিত করা যায় না। অর্থাৎ, কোনও সরকারি নির্দেশের কারণে আইন অনুযায়ী পেনশন পাওয়ার যোগ্য কোনও ব্যক্তিকে সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা সম্ভব নয়। এই মামলায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে উত্তরপ্রদেশের 'বেনিফিটস রুলস, ১৯৬১'। সংশ্লিষ্ট বিধিতে সরকারি কর্মচারীর পরিবারের সংজ্ঞার মধ্যে অবিবাহিত এবং বিধবা বোনদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ফলে নির্দিষ্ট যোগ্যতা পূরণ করলে তাঁরাও পারিবারিক পেনশনের দাবিদার হতে পারেন। আদালতের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সংবিধানের ৩০৯ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রণীত বিধিবদ্ধ সার্ভিস রুলের নিজস্ব আইনি গুরুত্ব রয়েছে। বিচারপতি মণীশ কুমারের একক বেঞ্চ স্পষ্ট করে দিয়েছে, কোনও এক্সিকিউটিভ অর্ডার বা প্রশাসনিক নির্দেশের মাধ্যমে এই ধরনের বিধিবদ্ধ নিয়ম পরিবর্তন, সংশোধন কিংবা বাতিল করা যায় না। তার জন্য যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট বিধি সংশোধন করতে হবে। শুধু পেনশনের অধিকার স্বীকার করেই থেমে থাকেনি আদালত। শামিন খানের পক্ষে রায় দিয়ে প্রশাসনকে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশও দিয়েছে এলাহাবাদ হাই কোর্ট। আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী, সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর মৃত্যুর তারিখ অর্থাৎ ১৫ মে, ২০২৪ থেকে প্রাপ্য সমস্ত বকেয়া পারিবারিক পেনশন হিসাব করতে হবে। সেই বকেয়া অর্থের সঙ্গে বার্ষিক ৬ শতাংশ হারে সুদও দিতে হবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, আদালত আগামী ছয় সপ্তাহের মধ্যে এই বকেয়া অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। অর্থাৎ, প্রশাসনকে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই পেনশন সংক্রান্ত যাবতীয় পাওনা নিষ্পত্তি করতে হবে। এই রায় পারিবারিক পেনশন সংক্রান্ত আইনি অধিকার নিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টান্ত তৈরি করল। তবে এর অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক অবিবাহিত বোন স্বয়ংক্রিয়ভাবে পারিবারিক পেনশন পাবেন। সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মচারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য পেনশন বিধি, পরিবারের সংজ্ঞা, নির্ভরশীলতা এবং অন্যান্য নির্ধারিত যোগ্যতার শর্ত পূরণ করতে হবে। সব মিলিয়ে, এলাহাবাদ হাই কোর্টের এই রায় সরকারি কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। প্রশাসনিক নির্দেশের ঊর্ধ্বে বিধিবদ্ধ আইনের গুরুত্ব আরও একবার প্রতিষ্ঠা করল আদালত। একই সঙ্গে স্পষ্ট হল, আইন যে অধিকার দিয়েছে, শুধুমাত্র কোনও সরকারি আদেশের অজুহাতে সেই অধিকার কেড়ে নেওয়া যায় না। প্রকাশের আগে মামলার চূড়ান্ত রায়, সরকারি আদেশের নম্বর এবং পেনশনের যোগ্যতার নির্দিষ্ট শর্ত মূল আদালতের নির্দেশ থেকে যাচাই করে নেওয়া উচিত।

নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াতে মেগা পরিকল্পনা কেন্দ্রীয় সরকারের

নয়াদিল্লি, ৩০ অক্টোবর ঃ আত্মনির্ভর ভারতের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে বড় পদক্ষেপ! ৪০ হাজার কোটি টাকায় তৈরি হবে ৮ অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ, দায়িত্বে কলকাতার GRSE¡úভারতের সামুদ্রিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করতে বড়সড় পদক্ষেপ করল কেঃদ্রীয় সরকার। ভারতীয় নৌবাহিনীর জন্য তৈরি করা হবে আটটি অত্যাধুনিক ' জেনারেশন করভেট' যুদ্ধজাহাজ। এই মেগা প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে প্রায় ৪০ হাজার কোটি টাকা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটি ইতিমধ্যেই এই গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা প্রকল্পে অনুমোদন দিয়েছে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তি ও দক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে এই যুদ্ধজাহাজগুলি তৈরি করবে ভারতের দুই রাষ্ট্রায়ত্ত জাহাজ নির্মাণ সংস্থা। এই দুই সংস্থার মধ্যে রয়েছে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্স (ক্সঙ্ক্ক) এবং গোয়া শিপইয়ার্ড লিমিটেড। প্রতিরক্ষা সূত্রে খবর, বুধবার জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত কমিটির বৈঠকের পরেই আটটি যুদ্ধজাহাজ নির্মাণের প্রস্তাবে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই দুই রাষ্ট্রায়ত্ত শিপইয়ার্ডের সঙ্গে এই প্রকল্পের চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অনুমোদন পাওয়া অন্যতম বৃহত্তম প্রকল্প হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে এটি। এর ফলে একদিকে যেমন ভারতীয় নৌবাহিনীর যুদ্ধক্ষমতা বাড়বে, অন্যদিকে দেশীয় প্রতিরক্ষা শিল্প এবং জাহাজ নির্মাণ ক্ষেত্রেও নতুন গতি আসবে। প্রস্তাবিত নেক্সট জেনারেশন করভেটগুলি হবে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি দ্রুতগতির যুদ্ধজাহাজ। প্রতিটি জাহাজের ওজন প্রায় ২,০০০ টন হতে পারে। সর্বোচ্চ গতিবেগ থাকবে ঘণ্টায় প্রায় ৩০ নট। আধুনিক স্টেলথ প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরি করা হবে এই রণতরীগুলি। ফলে শত্রুপক্ষের রাডারে সহজে ধরা পড়ার সম্ভাবনা কমবে। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের নজর এড়িয়ে দ্রুত অভিযান চালানোর ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। এই যুদ্ধজাহাজগুলির অন্যতম বিশেষত্ব হল, সমুদ্রপৃষ্ঠ, সমুদ্রের গভীর এবং আকাশপথ থেকে আসা বিভিন্ন ধরনের হামলা মোকাবিলার উপযোগী করে এগুলি তৈরি করা হবে। অর্থা, শত্রুপক্ষের যুদ্ধজাহাজ, সাবমেরিন কিংবা আকাশপথে চালানো আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারবে এই করভেটগুলি। আধুনিক সেন্সর, নজরদারি ব্যবস্থা এবং উন্নত যুদ্ধপ্রযুক্তির সমন্বয়ে নৌবাহিনীর সামগ্রিক অপারেশনাল সক্ষমতা বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। শুধু যুদ্ধের ময়দানেই নয়, দেশের সামুদ্রিক নিরাপত্তা রক্ষার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে এই আটটি যুদ্ধজাহাজ। উপকূলীয় অঞ্চলে নজরদারি, সামুদ্রিক টহল, অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান এবং গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক এলাকার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো একাধিক কাজে ব্যবহার করা হবে এগুলিকে। বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান কৌশলগত প্রতিযোগিতার মধ্যে এই ধরনের অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ নৌবাহিনীর শক্তি বাড়াতে সাহায্য করবে। এই প্রকল্পে কলকাতার গার্ডেন রিচ শিপবিল্ডার্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ার্সের অন্তর্ভুক্তি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।

রাজ্যের উৎসবের তালিকায় ব্রাত্য নবদ্বীপের রাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়াঃ রাজ্যের সাংস্কৃতিক পর্যটন মানচিত্রে জায়গা করে নিল কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং শান্তিপুরের রাস উৎসব। কিন্তু সেই তালিকায় ঠাঁই হল না নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবের। বৃহস্পতিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর এই বিষয়টি সামনে আসতেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে নবদ্বীপের সাংস্কৃতিক মহলে। কেন রাজ্যের অন্যতম প্রাচীন রাস উৎসবকে এই সরকারি উদ্যোগের বাইরে রাখা হল, তা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন নবদ্বীপের বিধায়ক শ্রুতি শেখর গোস্বামী। রাজ্য সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী, কৃষ্ণনগর ও চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী পুজো এবং শান্তিপুরের রাস উৎসবকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলে সাংস্কৃতিক পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। অথচ ঐতিহাসিক গুরুত্ব, ধর্মীয় বৈচিত্র্য এবং বিপুল জনসমাগমের জন্য পরিচিত নবদ্বীপের রাস উৎসবের কোনও উল্লেখ নেই সেই ঘোষণায়। বিধায়কের প্রশ্ন, শান্তিপুরের রাস যদি সরকারি উদ্যোগে বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে, তা হলে নবদ্বীপের রাসকে বাদ রাখা হল কেন?এই উপেক্ষার জন্য পূর্ববর্তী সরকারগুলির উদাসীনতাকেই দায়ী করেছেন শ্রুতি শেখর গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য, নবদ্বীপের রাস উৎসবের ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্বতন্ত্র পরিচিতি থাকা সত্ত্বেও অতীতে কোনও সরকারই তাকে যথাযথভাবে রাজ্যের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে তুলে ধরার উদ্যোগ নেয়নি। নবদ্বীপের রাসের বিশেষত্বও অন্য জায়গার উৎসবের তুলনায় আলাদা। এখানে শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব-বিভিন্ন ধর্মীয় ধারার দেবদেবীর পুজোকে কেন্দ্র করে উসব পালিত হয়। এই বৈচিত্র্যই নবদ্বীপের রাসকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে।তবে সরকারি তালিকায় নাম না থাকা নিয়ে উদ্বেগের মধ্যেই এবারের রাস উৎসবের আয়োজন সম্পর্কে নবদ্বীপবাসীকে আশ্বস্ত করেছেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, বিষয়টি জানার পরেই তিনি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ শুরু করেছেন। এবারের রাস উসব যাতে আরও জাঁকজমকপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন হয়, সে বিষয়ে কাজ চলছে। তাই উসবের আয়োজন নিয়ে সাধারণ মানুষকে চিন্তা না করার বার্তাও দিয়েছেন তিনি।তবে শুধু উসবের আয়োজন নয়, রাজ্যের সাংস্কৃতিক পর্যটনের তালিকায় নবদ্বীপের রাসের অন্তর্ভুক্তির দাবিও ক্রমশ জোরালো হচ্ছে। কৃষ্ণনগর ও শান্তিপুরের উৎসবকে সরকারি উদ্যোগে বিশেষভাবে তুলে ধরার পরিকল্পনা হলেও নবদ্বীপের মতো ঐতিহাসিক জনপদের রাস উসব কেন সেই স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত থাকবে, উঠছে সেই প্রশ্নই। এখন দেখার, বিধায়কের উদ্যোগে রাজ্য সরকারের কাছে নবদ্বীপের রাসের স্বীকৃতির দাবি কতটা গুরুত্ব পায়।

কর্মরত অবস্থায় মৃত্যুতে পরিবার পাবে ৫ লক্ষ

১-র পাতার পর- আইসিডিএস প্রকল্পের সঙ্গেই যুক্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা এই সুবিধার পাবেন। তবে শর্ত একটাই, ওই কর্মীর বয়স ৬৫ বছর হওয়ার আগে কর্মরত অবস্থাতেই যদি তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় তবেই এই সুবিধা পাবে পরিবার। চলতি বছরের ১ এপ্রিল (০১.০৪.২০২৬) থেকে এই নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর পর পরিবারকে আর্থিক সুবিধা পাওয়ার জন্য যে নিয়ম এবং পরিবারের যে সংজ্ঞা তৈরি করা রয়েছে, এক্ষেত্রেও পরিবারের সংজ্ঞা সেই অনুযায়ী সবকিছু নির্ধারিত হবে। মৃত কর্মীর পরিবারকে এই সুবিধা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তাব এবং মৃত ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কের বিবরণ ও প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে তা পাঠানো হবে। রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপে কর্মরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের পরিবারগুলোর আর্থিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে অনেকটাই স্বস্তি মিলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ইরানের সঙ্গে সংঘাত নিয়ে

১-র পাতার পর- যৌথভাবে ইরানে হামলা চালানোর পর থেকেই পশ্চিম এশিয়ায় নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। ওই হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনি এবং একাধিক শীর্ষ সামরিক কমান্ডারের মৃত্যু হয়। জবাবে তেহরান পশ্চিম এশিয়ার মার্কিন ঘাঁটিগুলিতে হামলা চালায় এবং বিশ্বের অন্যতম প্রধান খনিজ তেল পরিবহন পথ 'হরমুজ প্রণালী' অবরুদ্ধ করে দেয়। ফলে বিশ্বজুড়ে হুহু করে বাড়ে অপরিশোধিত তেলের দাম। পরবর্তীকালে ১৭ জুন ট্রাম্প ও ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিযান ১৪ দফার এক শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিলেন, যেখানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি এবং ৬০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সমঝোতায় পৌঁছানোর প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু গত ৮ জুলাই ট্রাম্প চুক্তি বাতিলের ঘোষণা করেন এবং তার এক সপ্তাহ পর ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে প্রতিশ্রুতি খেলাফের অভিযোগ এনে চুক্তি স্থগিত করে তেহরানও। এর পর থেকেই দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমেই বিষিয়ে ওঠে। যদিও এদিনের ট্রাম্পের ঘোষণায় মনে করা হচ্ছে, বিষয়টি খুব তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হতে চলেছে।

সরকারি চাকরি প্রদান!

১-র পাতার পর- তাঁর চাকরি চলে যায়। এটা কি স্থায়ী চাকরি দেবেন বলছেন? এটা কীভাবে হয়? পরীক্ষা দিয়ে তো স্থায়ী চাকরি পাওয়া যায়। যিনি লিখিত না মৌখিক কোনও পরীক্ষা না দিয়েই কীভাবে স্থায়ী চাকরি পাবেন? কীভাবেই বা সেই চাকরি দেওয়া যায়?'' একুশের নির্বাচনের পর ভোট পরবর্তী হিংসায় খুন হন অভিজিৎ সরকার। সেই খুন রাজ্য রাজনীতিতে তোলপাড় ফেলে দেয়। আদালতে সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। অভিজিতের দাদা বিশ্বজিৎ বলেন, 'রাজনৈতিক হিংসায় মৃত্যু, সে যে দলেরই হোক না কেন, তার পরিবার জানে কতটা কষ্টের! সেই কষ্ট এই মুখ্যমন্ত্রী বুঝেছেন। তাই কেবল তৃণমূল জমানার নয়, বাম জমানাকেও হিসাবে ধরেছেন। এটা সত্যিই ভালো উদ্যোগ।''

'ক্ষমতার অপব্যবহার করে

১-র পাতার পর- কোনও ভূমিকা ছিল না। তিনি জানান, ২০২৫ সালে এই সম্পর্কিত চুক্তি হলেও দেখা যায় ২০২২ সালেই টাকা লেনদেনের তথ্য প্রকাশ্যে আসে। শুধু তা-ই নয়, চুক্তির শর্ততে কোথাও ইউনেস্কোর লোগো ব্যবহারের এক্তিয়ার ছিল না বলেও জানান সরকারি আইনজীবী। আদালতে তাঁর অভিযোগ, টাকা দিয়েও অনেকে পুজোর পাস পাননি। যদিও তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ শুরু থেকেই ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ইন্দ্রনীল। তিনি আদালতে জানান, তদন্তের স্বার্থে পুলিশ ও ইডিকে তিনি সবসময় পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন এবং যখন ডাকা হয়েছে ইডির দফতরে হাজির হয়েছেন। 'মাস আর্ট'-এর পাশাপাশি 'থার্ড আই' নামের আরও একটি সংস্থার সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়েছে। সেই প্রসঙ্গে ইন্দ্রনীল দাবি করেন, ওই সংস্থাগুলির বিভিন্ন পদে তাঁর স্ত্রী-সহ অন্যরা থাকলেও কিন্তু তিনি নিজে সংস্থাগুলির কোনো সদস্য, প্রেসিডেন্ট কিংবা ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নন।

'সোডিয়াম-পটাসিয়াম কমে গিয়েছে'

১-র পাতার পর- ঘণ্টার মধ্যেই আবার মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল সাংসদ। এ বার চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন, ২০২৯ সালের লোকসভা ভোটে অভিষেক ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়ালে তাঁর জামানত জব্দ হবে! ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে ডায়মন্ড হারবারে অভিষেক ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৯৩০ ভোটে জিতেছিলেন। শুভেন্দুর চ্যালেঞ্জ, ''২০২৯ সালে ভোটে দাঁড়াবেন। যত ভোটে জিতেছিলেন, তার চেয়ে একটা হলেও বেশি ভোটে জিতব। সিপিএমের ভোট পেলেও কিচ্ছু করতে পারবেন না।'' প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও দিল্লিতে গিয়ে রাজনীতি করার পরামর্শ দিয়েছেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ''আপনি দিল্লি যান। পশ্চিমবঙ্গে আর আপনার কিছু হবে না।''

এবার উচ্চ মাধ্যমিকে সেমেস্টার প্রথা উঠে যাচ্ছে?

১-র পাতার পর- শ্রেণিতে চারটি সেমেস্টারের পরিবর্তে একটিই চূড়ান্ত পরীক্ষা দিতে হবে পড়ুয়াদের। প্রথমে প্রি-টেস্ট, টেস্ট এবং তারপর চূড়ান্ত বোর্ডের পরীক্ষা। শিক্ষামন্ত্রীও ইতিমধ্যে সেমেস্টার পদ্ধতি নিয়ে নিজের অসন্তোষের কথা জানিয়েছেন। ফলে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই পুরনো পরীক্ষা পদ্ধতি ফিরিয়ে আনার সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মণ বলেন, ''অনেক মাস্টারমশাই আমাদের বলেছেন যে সেমেস্টার সিস্টেমে ছাত্ররা যথাযথ উপকৃত হচ্ছে না। একটা বড় অংশের ধারণা এটাই। আমার ব্যক্তিগত ধারণা একজন শিক্ষক, সেই জায়গা থেকে আমরা বিষয়টাকে পর্যালোচনার পর্যায়ে রাখছি।'' তবে কবে থেকে এবং ঠিক কী নিয়মে এই পরিবর্তন কার্যকর হবে, সেই বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।

মায়াপুরের হোটেলে খাদ্য সুরক্ষা দপ্তরের হানা

নিজস্ব সংবাদদাতা,নবদ্বীপ,৩০ অক্টোবর ঃ আন্তর্জাতিক তীর্থক্ষেত্র মায়াপুরে খাবারের গুণগত মান ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে বিশেষ অভিযান চালাল খাদ্য সুরক্ষা দপ্তর ও নবদ্বীপ ব্লক প্রশাসন। বৃহস্পতিবার পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে ইসকন মন্দির সংলগ্ন এলাকার হোটেল ও রেস্তরাঁগুলিতে পরিদর্শন চালিয়ে একাধিক অনিয়মের সন্ধান পান আধিকারিকরা। প্রায় ১২ থেকে ১৩টি খাবারের দোকানে তল্লাশি চালিয়ে কোথাও বৈধ ট্রেড লাইসেন্স ও খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত অনুমোদন না থাকা, কোথাও আবার রান্নাঘরের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের ছবি সামনে আসে। প্রয়োজনীয় নথি দেখাতে না পারা কয়েকটি দোকান বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, পরিচ্ছন্নতা ও খাবারের মান সংক্রান্ত ত্রুটির জন্য একাধিক ব্যবসায়ীকে নোটিশ দিয়ে সাত দিনের মধ্যে সংশোধনের নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন।দেশ-বিদেশ থেকে প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও পর্যটক মায়াপুরে আসেন। ইসকনের আন্তর্জাতিক সদর দপ্তর হওয়ায় এই তীর্থক্ষেত্রে সারা বছরই পর্যটকদের ভিড় থাকে। তাঁদের অনেকেই মন্দির সংলগ্ন রাস্তার ধারে গড়ে ওঠা হোটেল ও রেস্তরাঁয় খাওয়াদাওয়া করেন। অভিযোগ, পর্যটকদের এই বিপুল সমাগমকে কেন্দ্র করে রাস্তার ধারে এবং সরকারি জমি দখল করে একাধিক খাবারের দোকান গড়ে উঠেছে। কিন্তু সেই দোকানগুলিতে খাবার কতটা স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে তৈরি হচ্ছে, ব্যবহৃত উপকরণের গুণগত মান কেমন এবং ব্যবসা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় সরকারি অনুমোদন রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই অভিযান।অভিযানে খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক তৃষা হাজরা, বিদিশা নাগ এবং ফুড অ্যানালিস্ট দীপক পাল উপস্থিত ছিলেন। দোকানগুলির রান্নাঘর, খাবার সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং রান্নায় ব্যবহৃত উপকরণ পরীক্ষা করেন তাঁরা। কর্মীরা স্বাস্থ্যবিধি মেনে কাজ করছেন কি না, রান্নার জায়গা পরিচ্ছন্ন রাখা হচ্ছে কি না, সেদিকেও নজর দেওয়া হয়। খাবারের গুণগত মান যাচাই করতে অভিযানে ছিল প্রশাসনের ভ্রাম্যমাণ পরীক্ষাগারের গাড়ি। সেখানে থাকা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে তেল, মশলা ও রান্নার অন্যান্য উপকরণ ঘটনাস্থলেই পরীক্ষা করা হয়।অভিযানে দেখা যায়, বেশ কিছু দোকানে প্রয়োজনীয় সরকারি নথিপত্র ও লাইসেন্সের অভাব রয়েছে। পাশাপাশি খাবার তৈরির পরিবেশ নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন আধিকারিকরা। যেসব দোকান প্রয়োজনীয় লাইসেন্স দেখাতে পারেনি, সেগুলিকে বন্ধের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, যেসব হোটেলে পরিচ্ছন্নতা ও খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত ত্রুটি পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মালিকদের সাত দিনের মধ্যে সমস্যার সমাধান করে কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।নবদ্বীপের বিডিও সুপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, নবদ্বীপ ব্লক প্রশাসন ও জেলা স্তরের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের নিয়ে মায়াপুরে বিশেষ এনফোর্সমেন্ট অভিযান চালানো হয়েছে। যেসব দোকানে ট্রেড লাইসেন্স অথবা খাদ্য সুরক্ষা সংক্রান্ত লাইসেন্স পাওয়া যায়নি, সেগুলিকে বন্ধের জন্য নোটিশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি খাবারের পরিচ্ছন্নতা, রান্নার পরিবেশ এবং ব্যবহৃত উপকরণ নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে ব্যবহার করা হচ্ছে কি না, তা পরীক্ষা করা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে গাফিলতি নজরে আসায় সংশ্লিষ্ট দোকানগুলিকে সাত দিনের মধ্যে ত্রুটি সংশোধন করে রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে।বিডিও আরও জানান, আগামী ৪ নভেম্বর পর্যন্ত এই বিশেষ অভিযান চলবে। এরপরেও সারা বছর বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের নজরদারি চালানোর পরিকল্পনা রয়েছে প্রশাসনের। মায়াপুরে প্রচুর পুণ্যার্থী ও পর্যটকের সমাগম হয়। তাঁদের খাবারের কারণে যাতে কোনওরকম অসুস্থতার ঘটনা না ঘটে, তা নিশ্চিত করতেই এই উদ্যোগ। তবে ব্যবসায়ীদের হয়রানি করা প্রশাসনের উদ্দেশ্য নয়। ব্যবসায়ীরা যাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে খাবার তৈরি করেন এবং নির্দিষ্ট মান বজায় রেখে তা পরিবেশন করেন, সে বিষয়ে সচেতন করাই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য বলে জানান বিডিও।

ছট পূজা উপলক্ষে পূর্ব রেল দুটি বিশেষ ট্রেন চালাবে

কলকাতা, ৩০ অক্টোবরঃ ছট পূজা উপলক্ষে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে, পূর্ব রেল হাওড়া ও লাউকাহা বাজার এবং ভাগলপুর ও পাটনার মধ্যে দুটি বিশেষ ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।০৩০৩১ হাওড়া - লাউকাহা বাজার স্পেশাল ট্রেনটি ১০.১১.২০২৬ তারিখে রাত ১১.০০টায় (২৩.০০টা) হাওড়া থেকে ছেড়ে পরদিন বিকেল ৫.৪৫টায় (১৭.৪৫টা) লাউকাহা বাজার পৌঁছাবে। অন্যদিকে, ০৩০৩২ লাউকাহা বাজার - হাওড়া স্পেশাল ট্রেনটি ১১.১১.২০২৬ তারিখে সন্ধ্যা ৭.০০টায় (১৯.০০টা) লাউকাহা বাজার থেকে ছেড়ে পরদিন দুপুর ১.০০টায় (১৩.০০টা) হাড়া পৌঁছাবে। যাত্রাপথে ট্রেনটি পূর্ব রেলের আওতাধীন ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর ও জসিডিহ স্টেশনে থামবে। এই ট্রেনে সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি, স্লিপার শ্রেণি এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কামরা থাকবে। ০৩৪৩১ ভাগলপুর - পাটনা স্পেশাল ট্রেনটি ০৯.১১.২০২৬, ১৬.১১.২০২৬ ও ২৩.১১. ২০২৬ তারিখে সকাল ১১.১০টায় ভাগলপুর থেকে ছেড়ে একই দিন বিকেল ৫.১০টায় (১৭.১০টা) পাটনা পৌঁছাবে।

NAME CHANGE

I, Moumita Maji, W/O-Chanchal Majhi, resident of Vill-Kantadihi, P.O.- Kantadihi, P.S.- Ketugram, Dist.- Purba Bardhaman,West Bengal, PIN -713129, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as MOUMITA MAJHI in all purpose vide affidavit No-3087, Dated -30/10/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Moumita Maji and Moumita Majhi both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Tarun Maji S/O- Sunil Majhi, resident of Vill-Kantadihi, P.O.- Kantadihi, P.S.- Ketugram, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN - 713129, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as TARUN MAJHI in all purpose vide affidavit No-3088, Dated -30/10/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That Tarun Maji and Tarun Majhi both are same and one identical person.

ASHIRWAD STEELS & INDUSTRIES LIMITED

CIN : L67100WB1986PLC040201

Regd. Office : 6, Waterloo Street, R. No. 506, 5th Floor, Kolkata-700069

Tele Fax.(033)22430376, **Email.:** ashirwadsteels@gmail.com

Web Site : www.ashirwadsteels.com

Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Six months ended 30/09/2026

(₹ in Lakhs)

SI No.	Particulars	3 Months ended 30.09.2026	Corres. 3 months Ended 30.09.2025 in the previous year	Six Months ended 30.09.2026	Corres. Six months ended 30.09.2025
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited
1)	Total Income from operations	103.14	114.35	215.56	219.19
2)	Net Profit for the period (before tax and exceptional items)	54.45	82.28	129.19	153.44
3)	Net Profit for the period before tax (after exceptional items)	54.45	82.28	129.19	153.44
4)	Net Profit for the period after tax (after exceptional items)	43.68	61.53	94.65	111.43
5)	Total Comprehensive Income for the period [comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	29.44	59.25	141.60	139.62
6)	Equity Share Capital	1250.00	1250.00	1250.00	1250.00
7)	Earnings per share (of ₹ 10/- each) (not annualised for quarterly figures):				
	a) Basic ₹	0.35	0.49	0.76	0.89
	b) Diluted ₹	0.35	0.49	0.76	0.89

Notes :

1) The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30th, 2026 filed with the Stock Exchange(BSE LTD.) under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
2) The full format of Financial Results for the Quarter and Six months ended September 30th, 2026 are available on the Bombay Stock Exchange(BSE LTD.) website (www.bseindia.com) and also on Company's website (www.ashirwadsteels.com).
3) The financial results of the Company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Indian Accounting Standards) Rules , 2015 as amended by the Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2016.
4) The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and taken on record and approved by the Board of Directors of the Ashirwad Steels & Industries Limited ("the Company") at its Meeting held on Friday, the October 30, 2026. The Statutory Auditors have carried out a limited review of the results for quarter and half year ended 30th September, 2026.

For Ashirwad Steels & Industries Ltd.
Sd/-
Dalbir Chhibbar
Managing Director
DIN: 00550703

Place : Kolkata
Date :30.10.2026

NAME CHANGE

I, Pravati Chattopadhyay W/O- Nilmani Chatterjee, resident of Vill- Noarah, P.O.- Baharkuli, P.S.- Kalna, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -712146, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as PRABHATI CHATTERJEE in all purpose vide affidavit No-17341, Dated -29/10/2026 sworn before the Notary Public at Kalna Court, Dist-Purba Bardhaman. That Pravati Chattopadhyay and Prabhati Chatterjee bothare same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SK HAFIZUR RAHMAN, S/O- SEKH SAMSUL ALAM, resident of Vill- Muratipur, P.O.- Muratipur, P.S.- Bhatar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713121, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as SEKH HAFIZUR RAHAMAN in all purpose vide affidavit No-3131, Dated -30/10/2026 sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman. That SK HAFIZUR RAHMAN and SEKH HAFIZUR RAHAMAN both are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Suprobhat Sarkar son of Subodh Chandra Sarkar, residing at Vill: Serpur, Ward No.02, P.O-Buniadpur, P.S- Banshihari, Dist: Dakshin Dinajpur, Pin : 733121, West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from Suprobhat Sarkar to Suprovat Sarkar and henceforth I shall be known as Suprovat Sarkar in all purpose, vide affidavit no. 3449, sworn before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Buniadpur, Dakshin Dinajpur, on 08/08/2025. Suprovat Sarkar and Suprobhat Sarkar both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি হোপনা মুরমু Driving Licence no-WB53 20060070176. পিতা-বলাই মুরমু, গ্রাম-খন্ডগ্রাম, পোঃ- বাহিবী, বোলপুর, বীরভূম, পিন-৭৩১২৪০. আমার Diving Licennee-এ বাবার নাম-B. MUR MD করা আছে। B.Murmu এবং বলাই মুরম একই ব্যাক্তি ও অভিন্য।

NAME CHANGE

I, Phani Bhusan Sarkar, father of Sribas Sarkar, residing at Vill & P.O. Kapileswarpur, P.S. Swarupnagar, Dist. North 24 Pgs. do hereby declare that I have changed my name from Phani Bhusan Sarkar to Fani Bhusan Sarkar and henceforth I shall be known as Fani Bhusan Sarkar in all purpose, vide affidavit No. 27109 sworn before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 28/10/2026. Fani Bhusan Sarkar & Phani Bhusan Sarkar both are same & one identical person.

NAME CHANGE

I, Prabir Kumar Dutta, S/O. Prafulla Dutta, residing at Sahar Coochbehar, P. S. Kotwali, Dist. Coochbehar, Pin Code. 736101. That in my Driving Licence Card Vide No. WB63 2001 0913981, Wherein my and my father's name has been recorded as Prabir Kr Datta, S/O. Prafulla Kr Datta. That Said Prabir Kumar Dutta, S/O. Prafulla Dutta and Prabir Kr Datta,S/O. Prafulla Kr Datta, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No. 59, dt. 30/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

AFFIDAVIT

I, Pappu Roy, S/O. Bilas Chandra Roy, residing at Vill & P.O. Khapaidanga, P. S. Pundibari, Dist. Coochbehar, Pin code. 736133. That in my Indian Conductor,s Licence Card Vide No. WB63 2023CL00084, Wherein my and my father's name has been recorded as Pappu Ray, S/O. Bilash Chandra Ray. That Said Pappu Roy, S/O. Bilas Chandra Roy and Pappu Ray, S/O. Bilash Chandra Ray, is one and same identical person. Vide Affidavit SL No.16, dt. 30/10/26. Before The Notary Public Sadar, Coochbehar.

NAME CHANGE

I, BALA MANINDRA alias MONINDEA NATH BALA(old name) S/O- LATE MANYACHARAN BALA resident of Vill.-Baksha, P.O.-Baksha, P.S-Bagdah, Dist.-North 24 Parganas, PIN-743232 have changed my name and shall be known as MANINDRA BALA(New Name) in all purpose, vide affidavit sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Bongaon, North 24 Parganas on 06/10/2026. BALA MANINDRA, MONINDEA NATH BALA and MANINDRA BALA all are same and one identical person.

NAME CHANGE

I, SREETAMA MONDAL @ SREETAMA DAS MONDAL , D/O. Late Bikash Mondal , R/O Vill. Netaji Pally , P.O.&P.S. Sainthia , Dist. Birbhum , Pin. 731234 , West Bengal , mother and natural guardian of my minor daughter ANSHUMAN DAS , aged 10 years plus (D.O.B. 22/02/2016) , hereby notify that her name has been changed to ARASHI DAS. She shall henceforth be known as ARASHI DAS.

নাম পরিবর্তন

আমি Abu Jafar, SO Murshed Sekh, গ্রামঃ মাঝিড়া, পোঃ কয়েম্বা, থানাঃ মাড়গ্রাম, বীরভূমের বাসিন্দা। আমার সঠিক নাম Abu Jafar. কিন্তু আমার ছেলে Ajimuddin এর WBBSE সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্টে আমার নাম Abu Jafore করা হয়েছে. ০৯.১০.২০২৬ তারিখ রামপুরহাট এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের ২৭৮১২ নম্বর এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Abu Jafar and Abu Jafore এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, SATISH ROY(old name) S/O- KHAGENDRA NATH ROY resident of Vill.& P.O.-Boalmari, P.S-Kotwali, Dist.-Jalpaiguri, WB have changed my name and shall be known as SATISH CHANDRA ROY(New Name) in all purpose, vide affidavit No. 86 sworn before the Notary Public at Jalpaiguri on 29/10/2026. SATISH ROY and SATISH CHANDRA ROY both are same and one identical person.

আইআইটি রুরকির সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৩০ অক্টোবর ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৭ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি), রুরকির সঙ্গে একটি মউ স্বাক্ষর করেছে। এই মউ স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য হলো ''রেলওয়ের স্টিল ব্রিজগুলিতে ক্র্যাক ডিটেকশনের একটি হাইব্রিড পদ্ধতি উন্নয়ন করা, যার মধ্যে ব্রিজের রেসিডুয়াল ফ্যাটিগ লাইফ মূল্যায়নও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।'' এই পদক্ষেপের লক্ষ্য হলো প্রচলিত পরিদর্শন পদ্ধতি, নন-ডিস্ট্রাক্টিভ ইভালুয়েশন (এনডিই), কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই), উপাদান পরীক্ষা এবং উন্নত কাঠামোগত বিশ্লেষণের সমন্বয়ে পুরোনো স্টীলের ব্রিজগুলির বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নকে শক্তিশালী করা। এই পদক্ষেপ ভারতীয় রেলওয়েতে থাকা পুরোনো স্টীল ব্রিজগুলির পরিকাঠামোর প্রেক্ষিতে তাৎপর্যপূর্ণ এর মধ্যে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আওতাধীন এমন অনেক ব্রিজও রয়েছে, যা ৫০ বছরেরও অধিক সময় ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ট্রেনের বর্ধিত গতিবেগ, অধিক ভার বহন এবং বারবার ট্রেন চলাচলের জন্য ফ্যাটিগ বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আর সেই অনুযায়ী, ওয়েল্ডেড জয়েন্টস, ছিদ্র এবং অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ অংশগুলিকে আইআইটি রুরকি দ্বারা বিস্তারিতভাবে পরীক্ষা- নিরীক্ষা করা হবে। যদিও রেলওয়ের নির্ধারিত মানদণ্ড অনুযায়ী নিয়মিত পরিদর্শন করা হয়, তবুও প্রচলিত দৃশ্য পরীক্ষা ও যাচাইকরণ পদ্ধতিতে সবসময় খুব ছোট বা লুকানো ক্র্যাক শনাক্ত করা সম্ভব নাও হতে পারে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য হলো ভিজুয়াল পরিদর্শন, উন্নত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-আধারিত প্রযুক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে বিদ্যমান পরিদর্শন পদ্ধতিগুলিকে আরও শক্তিশালী করা। এই প্রকল্পটি দুটি মূল বিষয়ের ওপর আলোকপাত করবেঃ কোনো ক্র্যাক থাকলে তা শনাক্তকরণের পদ্ধতির উন্নয়ন এবং স্টিল নির্মিত ব্রিজগুলির অবশিষ্ট কার্যকর আয়ুষ্কাল মূল্যায়ন করা। পরিদর্শনের সময় নেওয়া হাই-রেজোলিউশন ছবিগুলি 'ইনফ্রাডেক্ট' নামক একটি এআই-আধারিত টুল ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হবে। এই প্রোজেক্ট টিম দ্বারা বিকশিত একটি এআই-আধারিত টুল, যা ক্র্যাকগুলিকে এবং ক্ষতির অন্যান্য লক্ষণগুলি প্রাথমিক পর্যায়েই শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এই প্রকল্পে নন-ডেস্ট্রাক্টিভ ইভালুয়েশন (এনডিই) পদ্ধতির সাথে সংযুক্ত করা হবে, যা কাঠামোটিতে কোনো ক্ষতি না করেই ত্রুটি শনাক্ত করতে সহায়তা করে। এই প্রকল্পটিতে কম্পিউটার-ভিত্তিক মডেলিং এবং পরীক্ষাগার পরীক্ষাও ব্যবহার করা হবে, যাতে স্টিল ট্রাস ও গার্ডার ব্রিজের দুর্বল স্থানগুলি শনাক্ত করা যায় এবং বিভিন্ন ধরনের স্টিল ও ওয়েল্ডেড জয়েন্টস বারবার লোড প্রয়োগের ক্ষেত্রে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, তা বোঝার চেষ্টা করা। ড্রোন-মাউন্টেড 4K ক্যামেরা দ্বারা নেওয়া ছবিসহ হাই-রেজোলিউশনের ছবিগুলিও ব্যবহৃত হবে। এই পরিদর্শন ও যন্ত্রপাতি থেকে সংগৃহীত তথ্য, কম্পিউটার-আধারিত মডেলগুলিকে যাচাই করতে এবং নির্বাচিত ব্রিজের অবশিষ্ট ফ্যাটিগ লাইফ নিরূপণ করতে সহায়তা করবে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় স্টিলের শক্তি ও ফ্যাটিগ আচরণ যাচাই করা হবে এর মধ্যে স্টিলের মূল উপাদান, ওয়েল্ডেড জয়েন্টস এবং ওয়েল্ডিং-এর ফলে প্রভাবিত অংশগুলিও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। এই গবেষণায় মূল্যায়ন করা হবে যে, ক্ষয়, তাপমাত্রার পরিবর্তন, আর্দ্রতা এবং বারবার লোডের প্রয়োগের মতো বিষয়গুলি ত্রুটি সৃষ্টি ও বিস্তারের ওপর কীভাবে প্রভাব ফেলে। এই ফলাফলগুলির ব্যবহার একটি বৈজ্ঞানিক মডেল তৈরি করার জন্য করা হবে, যার মাধ্যমে বারবার লোড প্রয়োগের পরিস্থিতিতে ব্রিজের বিভিন্ন অংশের রেসিডুয়াল ফ্যাটিগ লাইফ বা রিমেইনিং সার্ভিস লাইফ অনুমান করা যাবে। এটি বয়সের ভারে জরাজীর্ণ স্টিলের কাঠামো ক্রমাগত ব্যবহারের ফলে কেমন প্রতিক্রিয়া দেখায়, সে সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পেতে সাহায্য করবে।

তুষারপাত ও তীব্র শীতেও কেদারনাথে ভক্তদের ভিড়

রুদ্রপ্রয়াগ, ৩০ অক্টোবর ঃ একটানা তুষারপাত সত্ত্বেও, উত্তরাখণ্ডের উচ্চ হিমালয় অঞ্চলে অবস্থিত কেদারনাথ তীর্থস্থানে তীর্থযাত্রীদের আনাগোনা অব্যাহত রয়েছে। ঠান্ডা এবং প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও, ভক্তরা বাবা কেদারনাথের দর্শন করতে আসছেন। এই তীর্থযাত্রার মরসুমে এ পর্যন্ত ১৮,৬০,৩৬০ জন তীর্থযাত্রী কেদারনাথ তীর্থস্থান পরিদর্শন করেছেন। শুক্রবার জেলা তথ্য কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বিগত দুই দিন ধরে তীর্থস্থানটিতে একটানা তুষারপাত হচ্ছে। এর ফলে, কেদারনাথের চূড়া এবং আশেপাশের এলাকা বরফের সাদা চাদরে ঢেকে গেছে। বরফে ঢাকা এই তীর্থস্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ভক্তদের আকর্ষণ করছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশনায় এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বিশাল মিশ্রের নির্দেশে তীর্থযাত্রীদের সুবিধা, নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের কথা মাথায় রেখে ব্যবস্থা করা হয়েছে। তীর্থযাত্রীদের থাকার ব্যবস্থা, খাবার, পানীয় জল এবং চিকিৎসা সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলিকে যাত্রার ব্যবস্থা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রশাসন জানিয়েছে যে প্রতিকূল আবহাওয়া সত্ত্বেও একটি নিরাপদ ও সুশৃঙ্খল যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ডব্লু_এলএলএইচ_১০_২০২৬-২৭, তারিখ ঃ ২৭.১০.২০২৬। ডেপুটি চিফ মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ার/ইলেক্ট, সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া-৭১১২০৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন টেন্ডারদাতাদের নিকট থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **কাজের নাম ঃ** (i) লিলুয়া-লিলুয়া ওয়ার্কশপের অভ্যন্তরে নতুন জি + ২ এম অ্যান্ড সি ল্যাবরেটরি বিল্ডিং নির্মাণ (শিডিউল-এ) এবং (ii) লিলুয়া - এলএইচবি/ইএমইউ পিওএইচ-এর জন্য ট্র্যাভার্সার বে-১-কে পিট থেকে সারফেস-এ রূপান্তর ও সম্প্রসারণ (শিডিউল-বি)। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৩৪,২৯,০০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৮,৬০০ টাকা। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৮.১১.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো। যে ওয়েবসাইটে সম্পূর্ণ টেন্ডারের বিশদ পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in**

MISC-249/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

OFFICE OF THE PRADHAN
ANARA GRAM PANCHAYAT
VILL & POST – ANARA, DIST. – PURULIA (W.B.)
UNDER PARA DEVELOPMENT BLOCK
e-TENDER NOTICE
NIT Memo No - 344/AGP/2026 Dated – 29.10.2026
NIeT No – WB/PUR/PARA/ANARA/1/AGP/2026

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Executive Assistant, Anara Gram Panchayat through a single stage two part e-procurement system (Part I : Techno-commercial Bid, Part II : Financial Bid) using website **https://tenders.wb.gov.in.** 1. Date and Time of Bid Submission: from **31/10/2026 to 11/11/2026 upto 4.00 pm** 2. Date and time of Bid opening **13/11/2026 at 4.00 pm**. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.

Sd/-
Executive Assistant
Anara Gram Panchayat

BIDHANNAGAR MUNICIPAL CORPORATION
POURA BHABAN, BIDHANNAGAR,

NIT No. 753 / PWD / ROAD / BMC(2nd Call), Dated-30/10/2026

e-Tender has been invited for Renovation and upgradation of concrete road and massonary box drain within ward no.11 Under BMC.

For details, please follow **[Tender Id 2026_MAD_1047866_1]** in www.wbtenders.gov.in, Office Notice Board **Last date of Bid submission 14/11/2026 up to 3.00 p.m.**

Sd/-
Executive Engineer,
Bidhannagar Municipal Corporation

OFFICE OF THE
BHANDERGACHA GRAM PANCHAYAT

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No.-**270/Bhan/XVFC TIED/2026, Date-30.10.2026, (tenders.wb.gov.in)**. Date of e-Published:- **31-October-2026 11:00 AM**, Closing Date:- **06-November-2026 17:00 PM,** Opening Date (Technical):- 17-November-2026 12:00 AM. Date of Opening of Bid (Financial) :- To be Notified latter on .Detail information available at this GP Office during the working hours.

Sd/-Executive Assistent
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

PWD (GOVT. OF W.B.)
TENDER NOTICE

EE,PWD, Hooghly Construction Division invites offline Tender and Quotation for the work of : Temporary arrangements for execution of infrastructural development and allied works During VIPs' and VVIPs' visit/ programme in connection with the public benefit distribution programme scheduled to be held on 5th Nov 2026 at Vidyasagar Ground, Pursurah, Hooghly under Hooghly Construction Division, PWD. During the year 2026-2027.
Offline NIT No. : WBPWD/EE/HCD/SHORT OFFLINE NIT 18/2026-27
Offline NIQ No. : WBPWD/EE/HCD/SHORT NIQ 12/2026-27
(i) Last date for issue of Bid papers is on 02.11.2026 up to 1:00P.M.
(ii) Last date for receiving Tender papers in sealed cover is on 02.11.2026 up to 2:00P.M.
(iii) Date of Opening of Tender: 02.11.2026 at 3:00 P.M.
Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: https://wbpwd.gov.in

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

Office of the
Antila Gram Panchayat
Vill.- Antila P.O.-Antila, P.S.-Bagnan, Dist.-Howrah

Notice Inviting e-Tender No.: AGP/eNIT/01/26-27

For and on behalf of the Antila Gram Panchayat, Pradhan, invites tenders through e-tendering for 2(Two) different works. Bid submission start dt.: 31/10/2026 at 10:00 Hrs. Bid submission closing dt.: 13/11/2026 at 10:00 p.m. Bid Opening Date on 17/11/2025 at 10.00 AM. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Antila Gram Panchayat

OFFICE OF THE HARIPAL PANCHAYAT SAMITY
HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Executive officer, Haripal Panchayat Samity, Hooghly invites E-Tender in on percentage basis in the prescribed form for **Two (2) nos. works** vide **E-NIT No:- 09/E.O/HPS/2026-2027, Date:- 30/10/2026**
For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Haripal Panchayat Samity

মন্ত্রীর 'নির্দেশ' মুর্শিদাবাদের সব থানায় বড় করে কালীপুজো করার উদ্যোগ

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩০ অক্টোবর ঃ রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এবার প্রত্যেক থানায় বড় করে কালীপুজো হোক। বৃহস্পতিবার বীরভূমে জেলা পুলিশের বিজয়া সম্মিলনীর মঞ্চ থেকে এমনই প্রস্তাব দিয়েছেন রাজ্যের উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। মন্ত্রীর 'নির্দেশ' মেনে এবার মুর্শিদাবাদ জেলার একাধিক থানায় আগের বছরের থেকে বড় করে কালীপুজো অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে একাধিক থানায় কালীপুজোর জন্য প্রস্তুতি বৈঠক শেষ হয়ে গেছে এবং কীভাবে এবছরের কালীপুজো বড় করে করা যায় তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনাও হয়েছে। মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশের এক আধিকারিক জানান, দীর্ঘদিন ধরেই জেলার সমস্ত থানার মধ্যে বা থানার ঠিক সামনে কালী মন্দির রয়েছে। তবে পুলিশ রেগুলেশন অনুযায়ী কর্তব্যরত অবস্থায় পুলিশ কর্মীরা সরাসরি কোনো ধর্মাচরণের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারেন না। এই নির্দেশ থাকার কারণে থানার পুজোগুলো বেশিরভাগ জায়গায় 'থানার পাড়া কালীপুজো' নামেই পরিচিত হয়ে রয়েছে। থানারপাড়া কালীপুজো কমিটিগুলোতে এতদিন এলাকার বিশিষ্টজনদের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ পদে রেখে থানার আধিকারিকেরাই এই পুজো চালাতেন। তবে এবছর রাজ্যে সরকারের পালা বদলের পর জেলার প্রায় সমস্ত থানাতেই আগেরবারের থেকে বড় করে কালীপুজো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত এলাকা মুর্শিদাবাদের সুতি থানার প্রাঙ্গনেই রয়েছে বড় কালী মন্দির। এবছর সেখানে বড় করে কালীপুজো করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। থানার এক আধিকারিক জানান, কালীপুজোর পরে বড় করে নরনারায়ণ সেবার আয়োজন করা হয়েছে। সেখানে প্রায় ৮ হাজার মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি থানার মন্দিরে যে কালী মূর্তি রয়েছে তাঁকেও নতুন করে রং করা মূর্তির অঙ্গসজ্জাতেও পরিবর্তন আনা হচ্ছে। এছাড়া সুদৃশ্য মণ্ডপও তৈরি করা হবে থানা প্রাঙ্গনে। থানা সুত্রের খবর, কালীপুজোর পরের দিন থেকে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হবে সুতি থানা প্রাঙ্গনে। সেখানে এলাকার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আবৃতি, নাচ এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবেন। এবছর কালীপুজোর সময় সুতি থানার তরফে প্রায় এক হাজার মানুষকে বস্ত্র বিতরণ করার পরিকল্পনা রাখা হয়েছে। এবছর বড় করে কালীপুজো করার পরিকল্পনা করা হয়েছে রাজ্যের অন্যতম বহুল চর্চিত থানা শক্তিপুরে। এই থানা এলাকাতেই রাজ্যের 'বিতর্কিত নেতা' তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরের বাস। শক্তিপুর থানার এক আধিকারিক জানান, থানা প্রাঙ্গনে বড় কালী মন্দির রয়েছে। সেখানে নিত্য পুজো হয়। তবে এবছর থানাতে বড় করে কালীপুজো করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কালীপুজোর দিনগুলোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও শক্তিপুর থানায় আগামী ১৩ অক্টোবর নরনারায়ণ সেবা হবে। সেদিন ১২ হাজার মানুষকে খাওয়ানোর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। থানার ওই অধিকারী বলেন, আমাদের থানার মন্দিরের মূর্তি পাথরের নির্মিত। সেই মূর্তিতেও এবছর নতুন করে রং করা হচ্ছে। রাজ্যের মন্ত্রী নির্দেশের পর রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত জঙ্গিপুর পুলিশ ফাঁড়িতেও এবছর বড় করে কালী পুজো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। থানা প্রাঙ্গনে যে কালীমন্দির রয়েছে সেখানে মূর্তি নতুন করে রং করার কাজ শুরু হতে চলেছে। কালীপুজোর পর এলাকার প্রায় ৫০০০ মানুষকে নরনারায়ন সেবার মাধ্যমে খাওয়ানোর ব্যবস্থা থাকছে। থানার এক একাধিকারী জানান, এবছর আমাদের খাবারের মেনুতে চমক থাকতে চলেছে। তিনি আরো বলেন, দুর্গা পুজোতে বা কালীপুজোতে থানার আধিকারিকেরা বা অন্যান্য কর্মীরা বেশিরভাগ সময় বাড়ি যেতে পারেন না। তাই এই দিনগুলো আমরা থানার মধ্যেই বড় করে উদ্যাপন করে সকলে মিলে আনন্দ করি। একাধিক থানায় নরনারায়ণ সেবার পর অন্য একদিন থানার অফিসার এবং অন্য কর্মীদের নিয়ে হবে বড় করে খাওয়াদাওয়া। রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এবার নতুন করে কালী মন্দির তৈরী হচ্ছে ফরাক্কা থানার অন্তর্গত এনটিপিসি পুলিশ ফাঁড়িতে। ফরাক্কা থানা এবং এনটিপিসি ফাঁড়ি দু'জায়গতেই বড় করে কালীপুজো করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ফাঁড়িতে বসতে চলেছে নতুন স্থায়ী মাতৃ মূর্তি। এই উপলক্ষ্যে কালীপুজোর পর এলাকার বাসিন্দাদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং সকলকে নিয়ে হবে নরনারায়ণ সেবা। মন্ত্রীর 'নির্দেশ' মেনে এবার বড় করে কালীপুজো হচ্ছে সাগরদিঘি থানাতেও। থানার এক আধিকারিক জানান, মন্দিরের দেবী মূর্তি এবং সংলগ্ন এলাকা সাজিয়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেছে। কালীপুজোর পর থানা প্রাঙ্গনে বড় করে নরনারায়ণ সেবার পাশাপাশি একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান থাকবে এবছর।

আধুনিক প্রযুক্তিতে চাষ, কৃষকদের আয় বাড়ানোর বার্তা ঝাড়গ্রামে

স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৩০ অক্টোবর ঃ কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে চাষাবাদ। উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপাশি কৃষকদের আয় বৃদ্ধির উপরেও জোর দিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, উদ্যানপালন ও কৃষি দফতরের প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু। শুক্রবার পিএম-কিষান সম্মান নিধি উপলক্ষ্যে ঝাড়গ্রাম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের উদ্যোগে আয়োজিত বিশেষ কর্মসূচিতে কৃষকদের উদ্দেশ্যে এই বার্তা দেন তিনি। কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মোট ১০০ জন কৃষক ও কৃষাণী যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে ৮৮ জন কৃষক এবং ১২ জন কৃষাণী ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু। এছাড়াও ছিলেন ঝাড়গ্রাম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সিনিয়র সায়েন্টিস্ট ও প্রধান ড. অসীম কুমার মাইতি এবং কৃষি দফতরের উপ-অধিকর্তা ড. মলয় মাইকুপ। অনুষ্ঠানে পিএম-কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের গুরুত্ব এবং কৃষকদের আর্থিক সুরক্ষায় এই প্রকল্পের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা হয়। সরকারি কৃষি প্রকল্পের সুযোগ গ্রহণের পাশাপাশি চাষের উন্নতিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেন বক্তারা। ড. অসীম কুমার মাইতি বলেন, কৃষির সমস্যা অনুযায়ী বিজ্ঞানসম্মত পরামর্শ পেতে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা জরুরি। অন্যদিকে, ড. মলয় মাইকুপ যোগ্য কৃষকদের সরকারি প্রকল্পের সুবিধা গ্রহণের আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী অমিয় কিস্কু কৃষকদের কল্যাণে সরকারি উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে কৃষকদের সঙ্গে অতিথি ও কৃষি আধিকারিকদের সরাসরি মতবিনিময়ও হয়।

Name Change

I, Sunny Routh(old name) S/O-Satrughan Routh(Old Name) resident of 56/H/7, Sambhunath Pandit Street, P.O. Bhowanipore, P.S. Kalighat, Kolkata, WB-700025 have changed our name and shall be known as SUNNY YADAV(New Name) S/o Satrughan Yadav(New name) in all purpose, vide affidavit 92627 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Alipore on 29/10/2026. Sunny Yadav S/O-Satrughan Yadav and SUNNY ROUTH S/o Satrughan Routh all are same and one identical person.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ (নিলাম পরিচালনকারী আধিকারিক), ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক শিয়ালদহ ডিভিসনে শিয়ালদহ এবং যাদবপুর রেলওয়ে স্টেশনে ইলেকট্রিক ভেহিকল ব্যাটারি সোয়াপিং স্টেশন স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনার কাজ, কড়েয়া কদম্বগাছি রেলওয়ে স্টেশনে মিনি মার্ট নির্মাণ, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, শিয়ালদহ রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যান স্থাপন, পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ-এর জন্য **www.ireps.gov.in**-এ ই-নিলাম কর্মসূচির তালিকা প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে।

অকশন ক্যাটালগ নং ঃ এমআইএসসি-এনওভি-০৩। নিলাম শুরু ঃ ১২.১১.২০২৬ তারিখ (দুপুর ১২টা)। **এসইকিউ নং, লট নং এবং স্টেশন** নিম্নরূপ ঃ **এএ/১,** এমএসএস-এসডিএএইচ-জেডিপি-বিএস-১৪০-২৬-১, যাদবপুর। **এএ/২,** এমএসএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-বিএস-১৪২-২৬-১, শিয়ালদহ। **এবি/১,** এমএসএস-এসডিএএইচ-কেবিজিএইচ-এসটিজেন-১৪৮-২৬-১, কড়েয়া কদম্বগাছি। **এবি/২,** এমএসএস-এসডিএএইচ-এসডিএএইচ-এসটিজেন-৭৩-২৬-১, শিয়ালদহ। সম্ভাব্য সকল দরপ্রস্তাবদাতাগণকে আরও বিশদের জন্য আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

SDAH-284/2026-27

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

চন্দননগর পুলিশের বড় সাফল্য, ৩০ কেজি গাঁজাসহ গ্রেফতার ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩০ অক্টোবর ঃ কালীপুজো ও জগদ্ধাত্রী পুজোর আগে মাদক পাচার রুখতে বড়সড় সাফল্য পেল চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট। গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে ৩০ কেজি গাঁজা-সহ চারজনকে গ্রেফতার করল পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিডি) ও উত্তরপাড়া থানার যৌথ দল। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে হিন্দমোটর এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়। শুক্রবার পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মাদক পাচারের খবর পেয়ে হিন্দমোটরে তল্লাশি অভিযান চালায় পুলিশ। অভিযানে চারজনকে আটক করার পাশাপাশি তাদের কাছ থেকে স্কুল ব্যাগ ও কাঁধে ঝোলানো মোট দশটি ব্যাগ উদ্ধার করা হয়। ব্যাগগুলিতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৩০ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করেন তদন্তকারীরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ওড়িশা থেকে ট্রেনে করে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা নিয়ে আসা হচ্ছিল। পরে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেট এলাকার বিভিন্ন জায়গায় তা বিক্রির পরিকল্পনা ছিল। বাজেয়াপ্ত গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা।

নরবেন টি অ্যান্ড এক্সপোর্টস লিমিটেড

সিআইএনঃ এল০১১৩২ডব্লুবি১৯৯০পিএলসি০৪৮৯৯১
রেজি. অফিসঃ ১৫বি, হেমন্ত বসু সরণী, তৃতীয় তল, কলকাতা-৭০০০০১
ফোনঃ ২২১০-০৫৫৩, ফ্যাক্সঃ ৯১-৩৩-২২১০-০৫৪১
ইমেলঃ enquiry@norbentea.com, ওয়েবসাইটঃ www.norbentea.com

৩০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও ছ'মাসের জন্য স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণীর সংক্ষেপণ

(টাকা লক্ষে)

ক্রম. নং.	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্তি ৩০.০৯.২০২৬ অনিরীক্ষিত	এ বছর এখনও পর্যন্ত সংখ্যা ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত	পূর্ববর্তী বছরে শেষ হওয়া সংশ্লিষ্ট ৩ মাস ৩০.০৯.২০২৫ অনিরীক্ষিত
১	অপারেশন থেকে মোট আয়	২৭৮.০০	৪০৭.৫৭	২৩৯.০৭
২	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেম)	৭৪.৫০	১০৬.৭৯	১১.২০
৩	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারণ আইটেমের পরে)	৭৪.৫০	১০৬.৭৯	১১.২০
৪	সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করের পরে (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা অতি-অসাধারন আইটেমের পরে)	৭৪.৫০	১০৬.৭৯	১১.২০
৫	সময়ের জন্য মোট বিস্তৃত আয় / (ক্ষতি) [সময়ের জন্য লাভ/ক্ষতি (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য বিস্তৃত আয় (কর পরবর্তী) অন্তর্ভুক্ত]	৭৪.৫০	১০৬.৭৯	১১.২০
৬	ইক্যুইটি শেয়ার ক্যাপিটাল (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০ টাকা)	১,৫৫৪.৪১	১,৫৫৪.৪১	১,৫৫৪.৪১
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি শেয়ার (Ind AS অনুসারে)	--	--	--
৮	প্রতি শেয়ার থেকে আয় (প্রতিটি ১০ টাকা)			
	১. মৌলিক	০.৪৮	০.৬৯	০.০৭
	২. মিশ্র	০.৪৮	০.৬৯	০.০৯

মন্তব্যঃ
ক) উপরোক্ত তথ্যটি এসইবিআই (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটঃ www.bseindia.com. / www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট http://norbentea.com/pdf/sqfr_sep_2026.pdf-এ পাওয়া যাবে।
খ) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর, ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত তাদের পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ছ'মাসের সীমিত পর্যালোচনাটি সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে।

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০ অক্টোবর, ২০২৬

স্বা/-
(মনোজ কুমার দাগা)
চেয়ারম্যান
ডিআইএনঃ ০০১২৩৩৮৬

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেড

রেজি. অফিস ঃ কেবিন নং. ৬ ও ৭, গ্র্যান্ট লেন ৩য় তল, গনপতি চেম্বার, রুম নং. ৩১৩, কলকাতা-৭০০০১২
কর্পোরেট ঠিকানাঃ ২৪এ, প্রথম তল, হারিয়া হাউস, সেন্ট পল স্ট্রিট, দাদার পূর্ব, মুম্বই- ৪০০০১৪
CIN : L70101WB1982PLC034928 | admin@vira.in | +91 022 49696464

৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ।

(প্রতি শেয়ার ইকুইটি সংক্রান্ত তথ্য ও অনুপাত ব্যতীত, অন্যান্য পরিমাণ লক্ষ এককে)

ক্রম নং.	বিবরণ	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩১.৬.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	৩ মাস শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৬ (অনিরীক্ষিত)	অর্ধবর্ষ শেষে ৩০.৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ শেষে ৩১.৩.২০২৬ (পরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয় *	--	--	--	--	--	--
২.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৩.	সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (করের আগে এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৪.	কর-পরবর্তী নিট লাভ /(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ বিষয়সমূহ বিবেচনার পর)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৫.	সময়ের জন্য লাভ / (ক্ষতি) (করের পরে) সময়ের জন্য মোট ব্যাপক আয় (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)	(২.৮৩)	৬.৬৯	(৩.০২)	৩.৮৬	(৪.১৩)	(৮.২১)
৬.	ইকুইটি শেয়ার মূলধন	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮	১,২৪৬.৮৮
৭.	সংরক্ষিত (পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত / অনিরীক্ষিত ব্যালেন্স শিটে দেখানো						৩৩.০০
৮.	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০ /- টাকা) (চলমান এবং বন্ধ কার্যক্রমের জন্য)						
	ক. মূল	(০.০২৩)	০.০৫৪	(০.০২৪)	০.০৩১	(০.০৩৩)	(০.০৬২)
	খ. মিশ্র	(০.০২৩)	০.০৫৪	(০.০২৪)	০.০৩১	(০.০৩৩)	(০.০৬২)

* কারবার থেকে প্রাপ্ত আয়ের মধ্যে অন্যান্য আয় অন্তর্ভুক্ত নয়।
বিঃদ্র ঃ
১. উপরোক্ত তথ্যটি SEBI (তালিকাভুক্তি এবং অন্যান্য প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ত্রৈমাসিক / বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত বিন্যাসের একটি উদ্ধৃতি। ত্রৈমাসিক/ বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ বিন্যাস স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এর ওয়েবসাইট www.cse. india.com এবং তালিকাভুক্ত সত্তা www.nihalindia.com এ পাওয়া যাবে।
২. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছে এবং ৩০ অক্টোবর ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায় অনুমোদিত এবং রেকর্ডে গৃহীত হয়েছে।
৩. SEBI (তালিকাভুক্তি এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান ২০১৫ এর ৩৩ নং প্রবিধানের অধীনে প্রয়োজনীয় অডিট / সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির নিরীক্ষকদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে।

নিহাল প্রজেক্টস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-
প্রতীক জয়েশ বীর
সর্বক্ষণের পরিচালক
ডিআইএনঃ০০০৩৯৯৭৮

তারিখঃ ৩০ ।১০ ।২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Elec.), KMC** invites e-tender online, two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/LTG/CRM/15/CRR/26-27
Name of work **: Supply, delivery & fixing of 25 SQ MM 3 - Core Armoured Aluminium Cable, including renovation of damaged furnace components and supply of ASH Collection Rod and Tray for the Electric Crematorium at Cossipore Mahasmashan.** Estimated Amount **: Quoted amount.** Earnest Money **: Rs.5,400.00 (L.S).** Period of Completion **: 08 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 18.11.2026 at 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **03.11.2026 - 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Director General (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/DCE_PS/I/01/01/2026-27 (1st Call)
Name of work **: Repairing and renovation of Children's Park at 84 Cossipore Road in Ward -01, Br-I.** Estimated Cost **: Rs.2,61,861.02.** Earnest Money **: Rs.5,300.00.** Period of Completion **: 30 Days.**
2. NIT No. : KMC/DCE_PS/I/02/02/2026-27 (1st Call)
Name of work **: Repairing and Painting of Mother Teresa Uddyan at Ramlila Bagan in Ward-02, Br-I.** Estimated Cost **: Rs.2,34,210.37.** Earnest Money **: Rs.4,700.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last date and time of submission of bid **: 07.11.2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** Date of opening of Technical Bid **: 14.11.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 & 2).** The bid forms and other details shall be available on and from **31.10.2026 - 10 a.m. (for Sl.No.1 & 2)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1&2).**

The **Executive Engineer(E)/Lighting/Zone-V/BR-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : LTG/XIV/28/26-27/128/DV
Name of work **: Improvement of street lighting system at Kalipur and Mondal Para in Ward No.128 under Borough-XIV.** Estimated Amount **: Rs.2,33,073.00.** Earnest Money **: Rs.4,700.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 07.11.2026 - 11 a.m.** Bid opening date for technical proposal (online) **: 07.11.2026 - 3 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 - 4 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer(Electrical)/LTG/Zone-II / KMC** invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following works :-
1. NIT No. : KMC/LTG/72/WD21/IV/ZII/26-27
Name of work **: Repairing and replacement of lighting system at Jorabagan Park in Ward-21 under Br-IV, KMC.** Estimated Amount **: Rs.1,96,636.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last date and time of Submission of Bid (online) **: 18.11.2026 upto 2 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 - 2 p.m.** from the website **https://wbtender.gov.in**
2. NIT No. : LTG/138/44/V/Z-II/26-27
Name of work **: Improvement of lighting system at Chatawala Goli Uttaran, Bakri Goli Uttaran and other Uttaran Areas in Ward No.44.** Estimated Amount **: Rs.2,37,030.55.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
3. NIT No. : LTG/137/43/V/Z-II/26-27
Name of work **: Improvement of lighting system at Harin Bari Lane, Damzan Lane Uttaran Areas in Ward No.43.** Estimated Amount **: Rs.2,38,510.81.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last date and time of Submission of Bid (online) **: 12.11.2026 upto 4 p.m. (for Sl.No.2 & 3).** The Bid forms and other details are available on and from **30.10.2026 at 6 p.m. (for Sl.No. 2 & 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.2 & 3).**

The **Executive Engineer (Electrical)/LTG/Z-IV, KMC** invites e-tender online, two part Bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/239/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Improvement of Park lighting arrangement at Ajay Nagar Agnibina, 6A Mukundapur, Green Park Play Ground etc. in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Amount **: Rs.2,97,270.88.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
2. NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/252/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Improvement of Park lighting arrangement at Rabindra Kanan Park and sajnaberia Hospital More Field and surrounding areas in Ward No.142, under Br-XVI.** Estimated Amount **: Rs.2,99,627.08.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
3. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/253/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Supply and delivery of LED fittings at Boral Main Road, Kamdahari Purba Para, Narkel Bagan (Khalpar Side) etc. area in Ward No.111, Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.1,98,922.84.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
4. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/260/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Supply and delivery of LED Flood Light fittings for Minimast at different places in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Amount **: Rs.1,99,644.86.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
5. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/268/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Supply and delivery of LED fittings at North Lake Road, B.K. Saha Road and its surrounding areas in Ward No.104, Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.1,97,271.73.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
6. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/269/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Supply and delivery of LED fittings at Udayachal, Harotakitala and its surrounding areas in Ward No.114, Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.1,99,232.00.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
7. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/270/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Improvement of lighting arrangement at Sitala Mondir Road, Naskar Para and its surrounding area in Ward No.104, Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.1,98,694.13.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
8. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/271/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Improvement of street lighting system at Chakdha Colony, Pally Prativa etc. area in Ward No.114 under Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.1,99,753.88.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
9. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/275/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Renovation & repairing works for lighting arrangement at Itakhola Ponds (The Shiv & Shakati) area in Ward No.114, Br-XI.** Estimated Amount **: Rs.1,98,213.91.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
10. NIT No. : KMC/LTG/Z-VI/246/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Supply of LED fittings at Julfia Road, Satbigha, Ramnagar etc. surrounding areas in Ward No.142, Br-XVI.** Estimated Amount **: Rs.2,99,699.19.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 days.**
11. NIT No. : KMC/LTG/Z-IV/259/26-27/PD (1st Call)
Name of work **: Improvement of street lighting arrangement at Survey Park and Panchasayar Main Road in Ward No.109, Br-XII.** Estimated Amount **: Rs.1,99,366.26.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 30 days.** Last Date and time of Completion of Bid **: 07.11.2026 upto 2 p.m. (for Sl.No.1 to 11).** The Bid form and other details are available on and from **31.10.2026 from 12 noon (for Sl.No.1 to 11)** from the website **https://etenders.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 11).**

CORRIGENDUM

NIT NO. KMC/US/HQ/019/26-27/60 (1st Call) published in this Newspaper on **06/10/2026 (Key No.571/26-27) of Uttaran Services Department (For Sl.No.2).** Last date and time of submission of bid will be read as **03/11/2026 at 11 a.m.** instead of 28/10/2026 at 11 a.m. Bid opening date and time for techncial proposals will be read as **05/11/2026 at 11 a.m.** instead of 30/10/2026. Other terms and condition remain unchanged.

663 / 26-27

ব্যাটিং বিপর্যয়ে কিউয়িদের কাছে ৮৭ রানে হার ভারতের

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ৩০ অক্টোবরঃ একেই ইডেন পার্কের ছোট বাউন্ডারি, তায় কিউয়ি ব্যাটারদের খুনে মেজাজ! সব মিলিয়ে অকল্যান্ডে রীতিমতো ধ্বংসলীলা চালাল নিউজিল্যান্ড। শুক্রবার সিরিজের চতুর্থ টি-টোয়েন্টিতে গ্লেন ফিলিপসের অতিমানবিক সেঞ্চুরিতে ভর করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৫৯ রান তুলেছিল কিউয়িরা। ভারতের বিরুদ্ধে যা যে কোনও দলের সর্বোচ্চ টি-টোয়েন্টি স্কোর। সেই পাহাড়প্রমাণ রান তাড়া করতে নেমে জ্যাকব ডাফির আগুনে স্পেলের মুখে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ল ভারতীয় ব্যাটিং। ১৭২ রানে অলআউট হয়ে ৮৭ রানে ম্যাচ হারল শ্রেয়স আইয়ারের দল। টস হেরে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে নিউজিল্যান্ড। প্রথম ওভারেই টিম সেইফার্টকে (৩) ফিরিয়ে ধাক্কা দেন ময়াঙ্ক যাদব। কিন্তু ড্যারিল মিচেল (২৪), ফিন অ্যালেনদের (৩১)

থামানো যায়নি। ৩ উইকেট নিলেও ৪৮ রান খরচ করেন ময়াঙ্ক। চতুর্থ উইকেটে তাণ্ডব শুরু গ্লেন ফিলিপস ও মাইকেল ব্রেসওয়েলের। ফিলিপস মাত্র ৪৯ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করে ১০৭ রানে থামেন। যোগ্য সঙ্গ দিয়ে মাত্র ২৫ বলে ৬৫ রানের খুনে ইনিংস খেলেন ব্রেসওয়েল। বোলারদের দুর্দশা চরমে পৌঁছয়, যখন নীতীশের এক ওভারেই ৩২ রান তোলেন ফিলিপস! ২৬০ রানের জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরু থেকেই মুখ থুবড়ে পড়ে ভারতের টপ অর্ডার। জ্যাকব ডাফির প্রথম ওভারে সাজঘরে ফেরেন সঞ্জু স্যামসন (৪) ও চোট সারিয়ে দলে ফেরা ঈশান কিষান (০)। এরপর দলের হাল ধরার চেষ্টা চালান অভিষেক শর্মা ও অধিনায়ক শ্রেয়স। কিন্তু দুই তারকা যথাক্রমে ২৭ ও ২২ রানে আউট হতেই ভারতের জয়ের আশা কার্যত শেষ হয়ে যায়। মিডল অর্ডারে নমন ধীর (২৮) ও তিলক বর্মা কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করলেও তা যথেষ্ট ছিল না। তিলক দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৩৫ রান করে আউট হন। ডাফি তাঁর দ্বিতীয় স্পেলে ফিরে পরপর দুই বলে ধীর ও অর্শদীপ সিংকে (০) ফিরিয়ে টিম ইন্ডিয়ার কফিনে শেষ পেরেক পুঁতে দেন। মাত্র ২৩ রান দিয়ে ডাফির ঝুলিতে ৪ উইকেট। শেষ পর্যন্ত ১৭২ রানেই গুটিয়ে যায় ভারতের ইনিংস।

অকল্যান্ডে নামতেই ‘বিরাট’-উচ্ছ্বাস!

ছিটকে গেলেন প্রসিদ্ধ, নজরে সিরাজ-নীতীশ

সংবাদ সংস্থা, অকল্যান্ড, ৩০ অক্টোবরঃ সামনেই নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের হাই-ভোল্টেজ ওয়ানডে সিরিজ। তার আগে শুক্রবার অকল্যান্ডে পা রাখতেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। কিউয়িদের ডেরায় বিরাট-ম্যানিয়া! অন্যদিকে, সিরিজ শুরুর মুখেই ভারতীয় শিবিরে বড়সড় রদবদল। ফিটনেস পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে ছিটকে গেলেন তারকা পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ। আসন্ন টেস্ট সিরিজের মহড়ায় ভারত-এ দলের জার্সিতে মাঠে নামতে চলেছেন পেসার মহম্মদ সিরাজ ও অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি। আগামী ৪ নভেম্বর ইডেন পার্কে শুরু প্রথম ওয়ানডে। সিরিজ খেলতে শুক্রবার অকল্যান্ডে পৌঁছন বিরাট কোহলি। তাঁকে একঝলক দেখতে বিমানবন্দরে কার্যত জনসমুদ্র। সেলফি ও অটোগ্রাফের আবদারে বিরাটকে ঘিরে ধরেন উন্মত্ত ভক্তরা। ওঠে ‘কোহলি, কোহলি’ জয়ধ্বনি। ৫ নভেম্বর জন্মদিন। কেউ কেউ আগেভাগেই রঙিন পোস্টার নিয়ে হাজির! ভিড়ের চাপে একসময় হাত তুলে ভক্তদের ধৈর্য ধরার অনুরোধ জানান কোহলি। এক নাছোড়বান্দা অনুরাগীকে শান্ত করে পোস্টারে সই করেন তিনি। সদ্য উইন্ডিজ সিরিজে ১৫ হাজার ওয়ানডে রানের মাইলস্টোন ছুঁয়েছেন। কিউয়িদের মাটিতেও বিরাটের রেকর্ড ঈর্ষণীয়। ১৩ ইনিংসে প্রায় ৫০ গড়ে সংগ্রহ ৫৯৬ রান। রয়েছে নেপিয়ারে দুরন্ত সেঞ্চুরিও। কোহলির আগে বৃহস্পতিবারই অকল্যান্ডে পৌঁছেছেন রোহিত শর্মা। প্রথম তিন ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন শুভমান গিল। শেষ দু’ম্যাচে অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার। এদিকে ভারতীয় বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট পুরোপুরি সারেনি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণর। ফিটনেস টেস্টে ব্যর্থ হওয়ায় কিউয়িদের বিরুদ্ধে ওয়ানডে সিরিজ থেকে ছিটকে গেলেন। বোলিংয়ের ধকল নেওয়ার জন্য আরও সময় প্রয়োজন। দলের অন্যান্যদের মতো তিনিও টেস্টের প্রস্তুতির দিকে নজর দেবেন। তবে আরটিপি পরীক্ষায় পাস করলে প্রসিদ্ধ আসন্ন তৃতীয় চারদিনের ম্যাচে ভারত-এ দলের হয়ে মাঠে নামতে পারেন। আগামী ১৯ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলা দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজের প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। সেই লক্ষ্যে ৩১ অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া দ্বিতীয় চারদিনের ম্যাচে ভারত-এ দলে যোগ দেবেন সিরাজ। ৪৮ টেস্টে ১৪৪টি উইকেটের মালিক এই পেসারের লাল বলের ছন্দে ফেরাটা জরুরি। অন্যদিকে, ৪ নভেম্বর প্রথম ওয়ানডে খেলে দল ছাড়বেন অলরাউন্ডার নীতীশকুমার রেড্ডি। লাল বলের প্রস্তুতি সারতে তিনিও ভারত-এ দলের হয়ে তৃতীয় চারদিনের ম্যাচটি খেলবেন। ১০টি টেস্টে ৩৯৬ রান ও ৮টি উইকেট রয়েছে নীতীশের। অজিদের বিরুদ্ধে গত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে স্মরণীয় সেঞ্চুরির স্মৃতি আজও টাটকা। গত নভেম্বরে প্রোটিয়াদের বিরুদ্ধে শেষ টেস্ট খেলেছিলেন। সদ্য টি-টোয়েন্টি সিরিজেও তিলক বর্মার সঙ্গে ম্যাচ-জেতানো জুটি গড়েন নীতীশ। এবার নিজেদের লাল বলের স্কিল ঝালিয়ে নেওয়ার পালা।

গম্ভীরকে পেতে ৪ দলের দড়ি টানাটানি! মুম্বই থেকে হার্দিকের বিদায় প্রায় নিশ্চিত, দায়িত্বে রোহিত?

নিজস্ব প্রতিবেদন

টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ হিসেবে গৌতম গম্ভীরের মেয়াদ ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত। কিন্তু আইপিএলের ফ্র্যাঞ্চাইজিরা যেন আর অপেক্ষা করতে পারছে না! খবর অনুযায়ী, ২০২৮ সালের আইপিএলে তাঁকে মেন্টর বা কোচ হিসেবে পেতে ইতিমধ্যে চার-চারটি ফ্র্যাঞ্চাইজি নিজেদের মধ্যে আলোচনা শুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে, সাতাশের আইপিএলে মুম্বই ইন্ডিয়ানসের নেতৃত্বে বড়সড় রদবদলের ইঙ্গিত। আগামী মরশুমে হার্দিক পান্ডিয়াকে সরিয়ে ফের একবার রোহিত শর্মা অথবা তরুণ তিলক বর্মার হাতে নেতৃত্বের রাশ তুলে দিতে পারে নীতা আম্বানির দল। সাদা বলের ক্রিকেটে গম্ভীরের সাফল্য সর্বজনবিদিত। আইপিএলে নেন্টর হিসেবে তাঁর ট্র্যাক রেকর্ড রীতিমতো ঈর্ষণীয়। ২০২২ ও ২০২৩ সালে লখনউ সুপার জায়ান্টসকে নেতৃত্ব দিয়ে জোড়া প্লে-অফে তুলেছিলেন। এরপর শাহরুখ খানের ডাকে নিজের পুরনো ডেরা কলকাতা নাইট রাইডার্সে কামব্যাক। আর ফিরেই ২০২৪ সালে দশ বছরের খরা কাটিয়ে নাইটদের চ্যাম্পিয়ন করেন। গম্ভীর জাতীয় দলে যোগ দেওয়ার পর থেকে লখনউ ও কেকেআর-দুই দলই চরম দুর্দশায়। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের দাবি অনুযায়ী, ২০২৮ সালের জন্য গম্ভীরের সঙ্গে

ইতিমধ্যে প্রাথমিক স্তরের কথাবার্তা শুরু করেছে তাঁর পুরনো শিবির কেকেআর এবং রাজস্থান রয়্যালস। এ ছাড়াও আরও দুই দল তাঁকে পেতে চাইছে, যার মধ্যে একটি আইপিএলের অন্যতম সফল ফ্র্যাঞ্চাইজি। অন্য দলটির এখনও শিরোপা-ভাগ্য খোলেনি। তবে ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক্সের কথা মাথায় রেখে বিসিসিআই যদি তাঁর চুক্তির মেয়াদ বাড়ায়, সে ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজিদের পরিকল্পনা ধাক্কা খেতে পারে। গত মরশুমে হার্দিক পান্ডিয়াকে অধিনায়ক করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চরম বিতর্কের মুখে পড়েছিল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। এবার কোচিং স্টাফেও ঢেলে সাজানো হয়েছে। কিন্তু সবকিছু ছাপিয়ে বড় প্রশ্ন একটাই-অধিনায়ক কে হবেন? ২০২৮ সালের মেগা নিলামের কথা মাথায় রেখে আগামী মরশুম মুম্বইয়ের জন্য একটা বড় ট্রানজিশন পিরিয়ড। চল্লিশের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকা রোহিত শর্মাকে আরও এক সিজনের জন্য হটসিটে ফেরানো হতে পারে। কারণ, এখন দলের হেডকোচ তাঁর একসময়ের বিশ্বস্ত সতীর্থ কায়রন পোলার্ড। রোহিতের নেতৃত্ব দেওয়ার অর্থ, তরুণ তিলক বর্মাকে আগামী দিনের নেতা হিসেবে ধীরে ধীরে তৈরি করা। জসপ্রীত বুমরাহকে দল নেতৃত্বের বাড়তি চাপ দিতে নারাজ। আর সূর্যকুমার যাদবও তাঁর কেরিয়ারের শেষলগ্নে। খবর অনুযায়ী, হার্দিককে অন্য দলে ট্রেড করার সম্ভাবনা প্রবল। যদি তা না-ও হয়, তবু তিনি আর মুম্বইয়ের নেতৃত্বে ফিরবেন কি না, এই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। এমন অবস্থায় ‘ক্যাপ্টেন শর্মা’র ফের নিজের আসন ফিরে পাওয়ার জোর সম্ভাবনা।

পাকিস্তানের কাছে ভারত হারতেই বিদ্রুপের ঝড়

সংবাদ সংস্থা, হংকং, ৩০ অক্টোবরঃ পাকিস্তানের কাছে ভারতের হার। হংকং সিক্সেসের গ্রুপ পর্বের ম্যাচে চার উইকেটে হারতে হয়েছে ভারতীয় দলকে। শুক্রবার (৩০ অক্টোবর) মং ককের মিশন রোড গ্রাউন্ডে মাত্র ৩.৫ ওভারেই ৮৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করে জিতে যায় পাকিস্তান। প্রথমে ব্যাট করে ছয় ওভারে ৮৮ রান তুলেছিল ভারত। কিন্তু সেই রানও পাকিস্তানের ব্যাটারদের আটকানোর জন্য যথেষ্ট হয়নি। আর এই হারের পরেই শুরু হয়েছে কটাক্ষ। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় দলের পারফরম্যান্স নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সমর্থকদের একাংশ। এমন কী পাকিস্তান সুপার লিগের ক্রিকেটারদের সঙ্গে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ক্রিকেটারদের তুলনা টেনেও ভারতকে বিদ্রুপ করা হয়েছে। পাকিস্তানের কাছে ভারতের এই হারের পরেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শুরু হয়েছে বিদ্রুপ। বিশেষ করে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে পাকিস্তানের ক্রিকেটারদের তুলনা টেনে কটাক্ষ করেছেন অনেকে।

একশো বছরের আবেগে বুলডোজার! সান সিরো ভেঙে দুই মিলানের নতুন ডেরা ৬ হাজার কোটির ‘জেনারেলি স্টেডিয়াম’

সংবাদ সংস্থা, মিলান, ৩০ অক্টোবরঃ ইউরোপীয় ফুটবলের অন্যতম আইকনিক ও ঐতিহাসিক ভেন্যু সান সিরো স্টেডিয়াম। ১৯২৬ সালে তৈরি শতাব্দীপ্রাচীন মাঠ এবার পুরোপুরি ভাঙা হবে। বৃহস্পতিবার ইতালির দুই হেভিওয়েট ফুটবল ক্লাব এসি মিলান এবং ইন্টার মিলান যৌথভাবে এই ঐতিহাসিক স্টেডিয়ামটি গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনায় সিলমোহর দিল। পাশাপাশি উন্মোচিত হল তাদের প্রস্তাবিত অত্যাধুনিক নতুন স্টেডিয়ামের ডিজাইন, যার পোশাকি নাম ‘জেনারেলি স্টেডিয়াম’। বৃহস্পতিবার মিলানের কাস্তেলো সফোরজেস্কোতে নতুন প্রকল্পের ব্লু-প্রিন্ট প্রকাশ্যে আনা হয়। স্থপতি লর্ড নরম্যান ফস্টার এবং ডেভিড মানিকার যৌথ উদ্যোগে তৈরি হবে ৭১,৫০০ আসনবিশিষ্ট অত্যাধুনিক স্টেডিয়াম। মূলত লন্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামের ডিজাইনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এই দুই স্থপতি। মিলানের বিখ্যাত ক্যাথিড্রাল ‘ডুওমো’-র অনুকরণেই তৈরি হবে নতুন স্টেডিয়ামের পরিকাঠামো। মানিকা জানিয়েছেন, ‘‘সান সিরো স্রেফ ইমারত নয়, একটা আবেগ। আমরা সেই আবেগটাকেই নতুন চেহারায় তুলে ধরতে চেয়েছি। এখানে দর্শকাসন এমনভাবে তৈরি হবে,

যাতে মনে হয় অনুরাগীরা মাঠের ঘাসের ঠিক পাশেই বসে আছেন।’’ নতুন স্টেডিয়ামটি এমনভাবে তৈরি করা হবে, যেখানে ফুটবল ছাড়াও রাগবি, আমেরিকান ফুটবল বা সঙ্গীতানুষ্ঠানের মতো বিভিন্ন মেগা-ইভেন্ট আয়োজন সম্ভব। সান সিরোর বর্তমান ধারণক্ষমতা ৭৫ হাজার হলেও, নতুন ময়দানে বসতে পারবেন ৭১ হাজার ৫০০ দর্শক। দুটি স্তরের বসার আসন দিয়ে তৈরি হবে ৩৬০ ডিগ্রির একটি নিশ্ছিদ্র বোল। দর্শকদের খেলার আরও কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার জন্য গোলপোস্টের পিছনের গ্যালারিগুলো খাড়াই প্রায় ৩৭ ডিগ্রি! এ ছাড়াও স্টেডিয়ামের চারপাশে থাকবে অত্যাধুনিক খুচরো বিপণি, সবুজ পরিবেশ এবং উন্নত মানের রেস্তোরাঁ ও শপিং মল। ক্লাব কর্তৃপক্ষের দাবি, আগামী ২০ বছরের জন্য এই স্টেডিয়ামের নেমিং রাইটস বা নামকরণের অধিকার কিনেছে ইতালীয় বিমা কোম্পানি ‘জেনারেলি’। চুক্তি প্রায় ৬৫০ মিলিয়ন ইউরোর (ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ৬,০০০ কোটি টাকার সমান)। স্পনসরশিপের নিরিখে বিশ্ব ক্রীড়াজগতে যা অন্যতম বড় রেকর্ড। ২০২৮ সাল থেকে এই স্টেডিয়ামের নির্মাণকাজ শুরু হওয়ার কথা। সব ঠিক থাকলে ২০৩১-৩২ মরশুম থেকে নতুন স্টেডিয়ামে হোম ম্যাচ খেলবে দুই মিলান। ২০২৫ সালের নভেম্বরে ১৯ কোটি ৭০ লক্ষ ইউরো দিয়ে মিলান শহরের কাছ থেকে জমিটি কিনে নেয় দুই ক্লাব। গোটা প্রকল্পে খরচ হতে পারে প্রায় ১.২ বিলিয়ন ইউরো বা প্রায় ১১ হাজার কোটি টাকা। সান সিরোর পুরনো কাঠামোর বেশিরভাগটাই ভেঙে ফেলা হবে। এর ফলে ১৯৩৪ বা ১৯৯০ সালের বিশ্বকাপ কিংবা চার-চারটি চ্যাম্পিয়নস লিগ ফাইনাল আয়োজনের জীবন্ত ইতিহাস চিরতরে হারিয়ে যাবে। সেই আবেগটুকুই এবার আধুনিকতার মোড়কে ফিরতে চলেছে নতুন ঠিকানায়।

জয় দিয়ে বিশ্বকাপ অভিযান শেষ ভারতের

সংবাদ সংস্থা, বাকু, ৩০ অক্টোবরঃ অবশেষে অনূর্ধ্ব-১৫ বিশ্বকাপে ভারতের অভিযান শেষ হল। আজারবাইজানের বাকুতে শেষ ম্যাচ ছিল কিউবার বিরুদ্ধে। সেই ম্যাচে ৬-৪ গোলে জেতে বিবিয়ানো ফার্নান্ডেজের দল। সব মিলিয়ে ভারত শেষ করল ৮৭তম স্থানে। শুরুতে যতটা সম্ভাবনা জাগিয়েছিল, সেটা ধীরে ধীরে ফিকে হতে থাকে। তবে শেষ ম্যাচ জিতে ১০০-র মধ্যে অভিযান শেষ করল সৌম্যজিৎ সরকাররা। এদিন ভারতের হয়ে ১ মিনিটে গোল করে ভিক্টর লালমপুইয়া। ৬ মিনিটে হেডে ব্যবধান বাড়ায় নিবাস মিতেই। ১২ মিনিটে গোল করে লালরেমরুয়াতফেলা। এরপর ২২ ও ২৩ মিনিটে ফের ব্যবধান বাড়ায় ভিক্টর ও নিবাস। ২৬ মিনিটে ফের গোল করে লাল। একটা সময় ৬-১ গোলে এগিয়ে ছিল ভারত। কিন্তু বক্সের আশপাশে ভুল পাসের প্রবণতার জন্য ব্যবধান কমাতে থাকে কিউবা। শেষ পর্যন্ত ৬-৪ গোলে জিতে বিশ্বকাপে ৮৭তম স্থানে শেষ করে ভারত। এবার দেখার বিশ্বকাপ খেলার অভিজ্ঞতা কীভাবে কাজে লাগাতে পারে ভারতের ছোটরা?

১৫ মিনিটের মধ্যে রোনাল্ডোর হ্যাটট্রিক, রইল বাকি ১৫

সংবদ সংস্থা, রিয়াধ, ৩০ অক্টোবরঃ ‘‘দারুন জয়। দারুণ দলগত পারফরম্যান্স। হ্যাটট্রিক করে সাহায্য করতে পেরে ভালো লাগছে।’’ আল নাসর জিতলে কিংবা গোল পেলে সাধারণত ম্যাচের পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দেখা যায় ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডোর। গতকাল রাতে সৌদি প্রো লিগে আল খোলোদের বিপক্ষে আল নাসরের ৫-৩ গোলে জয়ের পর এ পোস্ট করা হয় রোনাল্ডোর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম হ্যান্ডলে। পোস্টে রোনাল্ডো যে কথাটা বলেননি, সেটা শুধু হ্যাটট্রিক নয়, রীতিমতো ‘পারফেক্ট হ্যাটট্রিক’! প্রথম বাঁ পায়ের টোকায়, তারপর লাফিয়ে হেডে এবং তৃতীয় গোলটি এসেছে ডান পায়ের টোকায়। সবই মাত্র ১৫ মিনিটের মধ্যে! রোনাল্ডো আরও একটি বিষয় বলেননি। অবশ্য সেটা পোস্টে জানানোর মতো ব্যাপারও নয়। রোনাল্ডো জালে বল পাঠিয়েছেন পাঁচবার। অফসাইডে বাতিল হয়েছে দুটি গোল। সেটা ম্যাচের ১১তম ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে। রোনাল্ডো এরপর হ্যাটট্রিক পান স্কোরলাইন ২-২ গোলের সমতায় থাকতে। ৬৬, ৭২ ও ৮২ মিনিটে গোল তিনটি করে ক্যারিয়ারের ৬৭তম হ্যাটট্রিক তুলে নেন। সেই সঙ্গে ১০০০

গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার পথে এগিয়েও গেলেন বেশ খানিকটা। ৯৮৫ গোল করা রোনাল্ডোর চাই আর মাত্র ১৫ গোল। অর্থাৎ তাঁর ১০০০ গোল করার স্বপ্ন এখন বাস্তবে বেশ দৃশ্যমান। রোনাল্ডোর ম্যাচে জোয়াও ফেলিক্সের অবদানও কম নয়। আল নাসরের চারটি গোলের উৎস পর্তুগিজ এই অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার। এর মধ্যে রোনাল্ডোকে বানিয়ে দেন দুটি গোল। লিওনেল মেসিকে ভোটে হারিয়ে ‘ব্যলন ডি’অর অব অলটাইম’ জেতার পর এটাই ছিল রোনাল্ডোর প্রথম ম্যাচ। পরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে করা পোস্টে ভক্তদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এভাবে, ‘ফুটবল সমর্থকদের। সবাইকে ধন্যবাদ। সর্বকালের সেরা ব্যালন ডি’অরও আপনাদেরই।’ বোঝাই যায়, বেশ ফুরফুরে মেজাজেই ম্যাচটা খেলতে নেমেছিলেন রোনাল্ডো। ৪১ বছর বয়সেও কিংবদন্তি ফুরফুরে মেজাজে মাঠে নামলে কী হতে পারে, সেটা তো দেখাই গেল আল নাসরের মাঠ আওয়াল পার্কে। সৌদি ক্লাবটির হয়ে সপ্তম হ্যাটট্রিক পেলেন। সর্বশেষ হ্যাটট্রিক ২০২৪ সালের ৪ মে আল নাসরের হয়েই। অর্থাৎ প্রায় আড়াই বছর পর হ্যাটট্রিকের দেখা পেলেন রোনাল্ডো। মরসুমে এ নিয়ে ১২ ম্যাচে ৯ গোল হলো তাঁর। সৌদি লিগে এবারের মরসুমে ১০ ম্যাচে তাঁর গোল ৮টি। ক্যারিয়ারে ৬৭ হ্যাটট্রিকের মধ্যে রোনাল্ডো রিয়ালের হয়ে ৪৪টি, পর্তুগালের হয়ে ১০টি, আল নাসরের হয়ে ৭টি, ম্যান ইউ ও জুভেন্তাসের হয়ে ৩টি করে হ্যাটট্রিক করেন। ১০০০ গোলের মাইলফলক ছোঁয়ার দৌড়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসির চেয়ে ৪৯ গোলে এগিয়ে রোনাল্ডো। ক্যারিয়ারে আর্জেন্টাইন কিংবদন্তির গোলসংখ্যা ৯৩৬। হ্যাটট্রিক ৬২টি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com